বিবাহ ও নারীধর্ম্ম।

নীলকণ্ঠ মজুমদার এম্, এ,

কর্ত্তৃক প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

শ্রীকেদারনাথ বসু বি, এ. কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩০

মূল্য ১।০ টাকা।

সূচী।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

উপক্রম।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের মধ্যে, গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বপ্রধান। অন্য অন্য আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের উপর নির্ভর করে। গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য অন্য আশ্রম অবলম্বন করা দুর্ঘট হয়। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্য অন্য আশ্রমের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। মহর্ষি ব্যাস নিজ সংহিতাতে বলিয়াছেন :—

> গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
> সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ॥

অর্থাৎ—"আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদিগকে বলিতেছি গৃহাশ্রমের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। যে যথাযথরূপে গৃহাশ্রম পালন করে সে গৃহে বসিয়াই সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়।" শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে মনু, তিনিও বলিয়াছেন :—

> যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।
> তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
> যস্মাৎ ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
> গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ মনু ৩, ৭৭, ৭৮।

অর্থাৎ—"যেমন প্রাণী মাত্রেই বায়ুকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ অন্য অন্য আশ্রমগুলি গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন গৃহস্থের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করেন। বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু গৃহীর নিকট হইতে

প্রত্যহ অন্ন প্রাপ্ত হন। এজন্য গৃহাশ্রমই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম।” শাস্ত্রবিধি অনুসারে গৃহাশ্রম প্রতিপালন করিলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ও মঙ্গলের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়।

বিবাহ গৃহাশ্রমের মুখ্য অঙ্গ, এবং গৃহিণী গৃহাশ্রমের প্রধান অবলম্বন। এই জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবাহ ও নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কতকগুলি আবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় প্রকটিত হইল। ভবিষ্যতে গৃহস্থের অন্য অন্য কর্ত্তব্যগুলি একে একে বিবৃত করিবার সঙ্কল্প রহিল।

সকলেই জানেন যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়া থাকে। এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, যে জাতির যেরূপ প্রকৃতি সে জাতির ধর্ম্মও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন জাতি শক্তির পূজা করেন। শান্তশিষ্ট জাতি প্রেম ও ভক্তিমার্গের অনুসরণ করেন। রাজপুত ও মারহাট্টা ভবানীর পূজা করেন। বাঙ্গালী চৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। ফলতঃ প্রত্যেক জাতি নিজ প্রকৃতির অনুরূপ ধর্ম্মই প্রতিপালন করিতে পারে। নিজ জাতীয় প্রকৃতির বিরূপ ধর্ম্ম কেহই প্রতিপালন করিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।” যদি কোন জাতির মধ্যে স্বভাবের প্রতিকূল বা বিরূপ কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ঐ জাতির মধ্যে ঐ ধর্ম্ম বহুকাল স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কত ধর্ম্মই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম আমাদের জাতিগত প্রকৃতির

বিরূপ বলিয়া উহারা আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। স্বাভাবিক নিয়ম বলে হয় আমরা নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব, নয় একেবারে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইব; কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব। এজন্য যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিতে চান তাঁহাদের পক্ষে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। * তাই ধর্ম্মার্থী ও ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকপাঠিকার জন্য আমরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধানগুলিই এই পুস্তকে যথাযথ ও নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে অনেকে শাস্ত্রোক্ত গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথঞ্চিৎ সাহায্য-উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করিলাম। এই পুস্তকপাঠে যদি তাঁহাদের কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, তবে আমি আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

---

* মহর্ষি অত্রি বলেন—

"পরধর্ম্মোভবেৎ ত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ" i. e. উৎকৃষ্ট হইলেও পরধর্ম্ম আমাদের গ্রহণীয় নহে। পরদার সুরূপা হইলেও বর্জ্জনীয়।

লঘুহারীতে লিখিত আছে—

"স্বধর্ম্মে যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিং।
স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাম্ নারসিংহঃ প্রসীদতি।
নতুষ্যতি তথান্যেন কর্ম্মণা মধুসূদনঃ।"

অর্থাৎ যাহারা স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থান করে তাহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে এবং স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে ঈশ্বর যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সেরূপ হন না।

আমার চক্ষে আমার পিতামহী সুগৃহিণীর আদর্শ স্থল; তাঁহারই চরণকমল ধ্যান করিয়া তাঁহারই পবিত্র পদপ্রান্তে এই সামান্য পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

বিবাহের উৎকর্ষ ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা। বিবাহের উদ্দেশ্য; বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ। বিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধতা। বহু বিবাহ। মৃতদার ব্যক্তির পত্ন্যন্তরগ্রহণ সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা; বিবাহসম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞদিগের অভিপ্রায়। বরকন্যা নির্ব্বাচন। বিবাহের প্রকারভেদ ও বরবিক্রয় ও কন্যাবিক্রয়। বিবাহের মন্ত্র। গর্ব্ভাধান ও দারোপগমনবিধি। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য। স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও পতিব্রতার ধর্ম্ম। স্ত্রী-চরিত্র। গর্ভিণীর কর্ত্তব্য। বিধবার কর্ত্তব্য। বিধবাবিবাহ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। পরদার ও ব্যভিচার। এতদ্ভিন্ন বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ বর্ত্তমান সময়ে সমাজমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে এবং অবরোধপ্রথা সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সর্ব্বত্রই শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছি। কখনও কখনও দুই এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছি।

কিমধিকমিতি

গ্রন্থকারস্য

বিবাহ ও নারীধর্ম্ম।

প্রথম অধ্যায়।

বিবাহের উৎকর্ষ ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা।

কোন কোন সমাজে বিবাহ ভোগ বা বিলাসের উপকরণ মাত্র। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুসমাজের বিধান অন্যরূপ। আমাদের মধ্যে বিবাহ কি পুরুষ কি স্ত্রী এ উভয়ের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আমাদের মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি যে কয়েকটি "সংস্কার" প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। কেননা বিনা সংস্কারে কাহারও দেহশুদ্ধি হয় না। গর্ভবাসকালে পিতা-মাতার শুক্রশোণিত জন্য কতগুলি পাপ আমাদের শরীরে অনু-প্রবিষ্ট হয়। সংস্কার ব্যতিরেকে ঐ পাপগুলি প্রক্ষালিত হয় না। অতএব প্রত্যেক সংস্কারই হিন্দুর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু বিবাহ সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। সুতরাং বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"এব মেনং শমং যাতি বীজগর্ভ-সমুদ্ভবং।" আচার অধ্যায়, ১১৩।

অর্থাৎ "বিবাহাদি সংস্কার দ্বারাই শুক্রশোণিতঘটিত পাপ (যাহা গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়) প্রক্ষালিত হয়।" মনুও বলিয়াছেন—

গার্ভৈ-র্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে ॥ মনু, ২।২৭।

অর্থাৎ, "গর্ব্ভাধান, পুংসবন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা দ্বিজগণের পিতৃমাতৃশুক্রশোণিতসম্বন্ধ পাপ সমস্ত প্রক্ষালিত হয়।" যে দেহ বিবাহাদি সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত হয় নাই তাহা ঈশ্বরসেবার উপযোগী নহে। মনু বলিয়াছেন—

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈ র্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া শুভৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ মনু ২।২৮।

অর্থাৎ "বেদাধ্যয়ন, মধুমাংসাদি বর্জ্জনরূপ নিয়ম প্রতিপালন, হোম, বেদার্থের উপলব্ধি, সন্ধ্যা, তর্পণ, বিবাহিতা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞ (অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ নামক পঞ্চযজ্ঞ *) এবং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞ—এতৎসমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের দেহ ব্রহ্মলাভের উপযোগী হয়।" যে দেহে এই সমস্ত সংস্কার হয় নাই, তাহা পাপপঙ্কিল, সুতরাং ব্রহ্মবাসের অনুপযুক্ত। যে অবিবাহিত, সে সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরারাধনা তাহা হইতে বঞ্চিত হয়।

বিবাহ ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি হয় না। সুতরাং অবিবাহিত

---

* ইহাদের অর্থ পরে প্রদর্শিত হইল। ৪।৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্যক্তির কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার নাই। মেধাতিথি মনুর ২।২৭র টীকা স্থলে লিখিয়াছেন। "সংস্কৃতস্য অধ্যয়নবিধি-নিষ্পাদিতা। অধ্যয়নবিধ্যর্থস্য বিবাহঃ। কৃতবিবাহস্য আধানং। আহিতাগ্নেরধিকারঃ।" অর্থাৎ "যাঁহার উপনয়ন হইয়াছে তাঁহার বেদাধ্যয়নে অধিকার জন্মে। অধ্যয়নান্তে বিবাহ। কৃতদার ব্যক্তি অগ্ন্যাধানের অধিকারী। এবং যিনি অগ্ন্যাধান করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী।" বৈবাহিক অগ্নিদ্বারাই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মনু বলিয়াছেন :—

> "বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
> পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥" ৩।৬৭।

অর্থাৎ "বৈবাহিক অগ্নিদ্বারাই সমস্ত গৃহকর্ম্ম (অর্থাৎ প্রাতঃ-কালীন ও সায়ংকালীন হোম), পঞ্চযজ্ঞ, ও প্রাত্যহিক পাকাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়।" যেখানে বৈবাহিক অগ্নি নাই, সেখানে হিন্দুর নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং ইহাদ্বারাই বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইল। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি যুক্তিদ্বারা বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে, যথা :—

১। আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, তাঁহাদের নিকট যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বা যথাসাধ্য তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের উপকারকগণ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, যথা—

ক। দেবগণ।—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সকল সম্পদই আমরা দেবপ্রসাদে লাভ করিয়া থাকি। সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে, ইহকালে ও পরকালে দেবতারাই আমাদের প্রধান সহায়, রক্ষক ও অভিভাবক।

খ। ঋষিগণ।—ইঁহারা শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া আমাদের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহারা আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন। দুর্গম ও নিবিড় জীবনারণ্যে ইঁহারাই আমাদের পথপ্রদর্শক। ইঁহারা স্বর্গধামেরও পথপ্রদর্শক বটেন। ইঁহারাই আমাদের প্রকৃত ও সর্ব্বপ্রধান গুরু।

গ। পিতৃগণ।—পিতামাতার প্রসাদে আমরা দুর্ল্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের যত্নে ও অনুগ্রহে আমরা জীবনধারণে সক্ষম হই। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদেই আমরা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অধিকারী হইতে পারি। দেহান্তে আমাদের পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃলোকে গমন করেন। তথায় তাঁহারা দেবাকার ধারণ করিয়া, দেবসুলভ-গুণাদিতে মণ্ডিত হইয়া, আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করেন।

ঘ। নৃগণ।—মনুষ্য হইতেও আমরা নানাবিধ উপকার প্রাপ্ত হই। মনুষ্য আমাদের কায়িক সুখসচ্ছন্দের বিধাতা। মনুষ্য আমাদের মানসিক উন্নতির হেতু। খাদ্যাহরণ, গৃহ-নির্ম্মাণ, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতির মধ্যে কোন্ কার্য্যটি আমরা মনুষ্যের বিনা সাহায্যে সম্পাদন করিতে পারি? কৃষক, শিল্পী, কবি, দার্শনিক সকলেই আমাদের প্রধান উপকারক।

৬। ভূত্যগণ।—গো, অশ্ব, মহিষ, উষ্ট্র হইতে সামান্য কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের পরম উপকারক। গো মহিষাদির উপকারিতা কে না জানেন? কীট পতঙ্গের কল্যাণে আমাদের ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সংসাধিত হয়। এবং কীট পতঙ্গ না থাকিলে বৃক্ষাদিতে ফলোদ্গমও হইত না।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ উপকারকের মধ্যে সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং ইঁহাদের সকলেরই যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। কি কার্য্য করিলে কাঁহার প্রত্যুপকার করা হয়, শাস্ত্রে তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। মনু বলিয়াছেন :—

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্, হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ* নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥৩।৮১।

অর্থাৎ "বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিদিগকে, যথাবিধি হোম করতঃ দেবতাদিগকে, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অন্নদান দ্বারা মনুষ্যগণকে এবং তণ্ডুলাদিদ্বারা পশুপক্ষীকে পূজা করিতে হয়। এই যে পঞ্চ উপকারকের পঞ্চবিধ পূজা ইহাদেরই নাম পঞ্চযজ্ঞ এবং ইহাদিগকে যথাক্রমে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ বলে। এই পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন :—

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি, ন হাপয়েৎ ॥ মনু ৪।২১।

---

* পুত্র না থাকিলে শ্রাদ্ধের সন্ততি বা অবাধিতত্ব থাকে না। এ জন্য শ্রাদ্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ, ও বিবাহিতা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করা কর্ত্তব্য।

অর্থাৎ গৃহস্থ যথাশক্তি এই পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। কোন-ক্রমে অবহেলা করিবেন না।*

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ উপকারকের মধ্যে ঋষিগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ সর্ব্বপ্রধান। ইঁহাদের কৃত উপকারকে যথাক্রমে ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ বলে। যে এই তিন ঋণ পরিশোধ না করে অর্থাৎ যে বিবাহিতা পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, বেদাধ্যয়ন, শ্রাদ্ধ ও হোম না করে সে মহাপাপী ও কৃতঘ্ন। পুণ্যকর্ম্মে বা মোক্ষে তাহার অধিকার নাই। মনু বলিয়াছেন :—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্যমনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতোযজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অনুৎপাদ্য তথা সুতান।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ মনু ৬।৩৫, ৩৬, ৩৭।

অর্থাৎ "দেবঋণ, পিতৃঋণ, ও ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়া তৎপরে মোক্ষলাভে যত্নবান্ হইবে। যে এই তিন ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ অন্বেষণ করে তাহার অধোগতি হয়। যথাবিধি বেদাধ্যয়ন

---

* যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন :—

"নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্নহাপয়েৎ"। আচার অধ্যায় ১১১ শ্লোক। অর্থাৎ দেব, ঋষি, পিতৃপুরুষ, অতিথি ও ভূত (প্রাণী) গণের উদ্দেশে প্রত্যহ মন্ত্রোচ্চারণ করিবে ও প্রত্যহ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে, কোনক্রমে এ বিষয়ে অবহেলা করিবে না।

করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত-বিধান অনুসারে পুত্র উৎপাদন করিয়া ও যথাশক্তি যাগযজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া তবে মোক্ষসাধনে যত্নবান হইতে হয়। যে দ্বিজ এই তিন কার্য্য সম্পাদন না করিয়া মোক্ষ অন্বেষণ করে, তাহার অধোগতি হয়।" এতৎসম্বন্ধে মহামতি কুল্লূকভট্টও শ্রুতি হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"জায়মানো ব্রাহ্মণ স্ত্রিভির্ঋণৈ র্ঋণবান্ জায়তে। যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্য ইতি শ্রূয়তে" (৬।৩৬ টীকা)। অর্থাৎ শ্রুতি বলেন—জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হন। যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, যে বিবাহ না করে সে কৃতঘ্ন ও ধর্ম্মকার্য্যের অনধিকারী।

২। বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় যুক্তির এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। বেদোক্ত উপদেশ এই যে ধর্ম্ম পতি ও পত্নীর পক্ষে সাধারণ। অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন যেরূপ পতিপত্নী উভয়ের অধীন, ধর্ম্মও সেইরূপ পতিপত্নীর উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল। মনু বলিয়াছেন—

"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্ম শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ॥" ৯।৯৬।

অর্থাৎ "বিধাতা গর্ভগ্রহণের জন্য স্ত্রীজাতির ও গর্ভাধানের জন্য পুরুষজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এজন্য শ্রুতি বলিয়া-

ছেন যে পতি ও পত্নীর ধর্ম্ম সাধারণ অর্থাৎ পত্নীর সহায়তা ব্যতিরেকে পতি ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন না এবং পতির সহায়তা ব্যতিরেকে পত্নী ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন না।" এই শ্লোকের টীকাস্থলে মেধাতিথি বলিয়াছেন।

"অতঃ কেবলস্যাধিকারাভাবাৎ স্ত্রিয়ো দ্বেষ্যা অপি ন ত্যাজ্যাঃ"

৯। ৯৬র টীকা।

অর্থাৎ কেবল পতি বা কেবল পত্নী স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন না বলিয়া পত্নী দুঃশীলা হইলেও বর্জ্জনীয়া নহেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে, "ক্ষৌমে বসানৌ অগ্নীন্ আদধীয়তাং" অর্থাৎ "ক্ষৌম (পট্ট) বস্ত্র পরিধান করিয়া পতিপত্নী উভয়ে একত্র অগ্ন্যাধ্যান করিবেন। যাগযজ্ঞাদি স্থলেও স্ত্রীপুরুষের একত্র ধর্ম্মাচরণ করা বিধি। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" ফলতঃ বিবাহের পর যে অগ্নি আহিত হয় এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মূল উপাদান, সেই অগ্নিতে পতির এক অংশ এবং পত্নীর এক অংশ থাকে। বিবাহ না করিলে অর্দ্ধাংশ অগ্নি লইয়া কোন ধর্ম্মকার্য্যই নিষ্পাদিত হইতে পারে না। স্ত্রীবিয়োগ হইলে অথবা কোনও কারণে স্ত্রী নিকটে না থাকিলে স্বামী একা ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাকে হয় অন্য বিবাহ করিতে হইবে নয় পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সকলেই জানেন যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য রামচন্দ্রকে সুবর্ণ সীতা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। অতএব দেখা গেল যে বিবাহ ব্যতিরেকে ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব।

৩। বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তৃতীয় যুক্তিটি এই। বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রী বা পুরুষের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা স্ত্রী অৰ্দ্ধ মাত্র। অৰ্দ্ধ দ্বারা কোন কার্য্যেরই সম্যক্ অনুষ্ঠান হয় না। অকৃতদার ব্যক্তির পক্ষে ঐহিক বা পারত্রিক উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। দুই পক্ষের উপর ভর না করিলে পক্ষী উড়িতে পারে না। সেইরূপ স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত না হইলে ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোন বর্গই সংশাধিত হয় না। ব্যাস বলিয়াছেন—

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদৰ্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নাৰ্দ্ধং প্রজায়তে সৰ্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয় সে পর্য্যন্ত পুরুষ অৰ্দ্ধ মাত্রই থাকেন। শ্রুতি বলেন যে অৰ্দ্ধ নিষ্ফল ও অকৰ্ম্মণ্য, পূর্ণ বস্তুই কার্য্যানুষ্ঠানে সক্ষম। এজন্য যিনি দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতির পূর্ণবিকাশ ইচ্ছা করেন, যিনি জগতে সৎকৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য ও যশঃ অর্জ্জনের স্পৃহা করেন, তাঁহার পক্ষে বিবাহ অপরিহার্য্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য।*

৪। বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এক্ষণে চতুর্থ যুক্তিটির অবতারণা করিতেছি। মনু বলিতেছেন যে, কুমার ব্রহ্মচারী

* মহাভারতে লিখিত আছে—
"অৰ্দ্ধং ভাৰ্য্যা মনুষ্যস্য, ভাৰ্য্যা শ্রেষ্ঠতমা সখা।" অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের অৰ্দ্ধ; স্ত্রীর তুল্য সখা বা সুহৃৎ কেহই নাই।

(অর্থাৎ যাঁহারা কুমার অবস্থা হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করেন) এবং বিধবা, শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই স্বর্গে গমন করিতে পারেন।

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাং।
দিবং গতানি বিপ্রাণাং অকৃত্বা কুলসন্ততিং॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ মনু ৫। ১৫৯-৬০।

অর্থাৎ "সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আকৌমার ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াই এবং বিবাহ ও পুত্রোৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এবং বিধবা অপুত্রবতী হইলেও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।" কিন্তু বিধবা ও কুমার ব্রহ্মচারী ভিন্ন আর কেহই অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গে গমন করিতে পারেন না। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় দৃষ্ট হয় যে কোন কোন ঋষি ও কোন কোন ঋষিকন্যা শুদ্ধ উগ্র তপস্যা দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐ ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। স্বর্গের দ্বারপালগণ তাঁহাদিগকে স্বর্গপ্রবেশের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারে প্রত্যাগমন করিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুত্রোৎপাদন বা পুত্রপ্রসব করতঃ পরে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ফলতঃ পুত্র না হইলে যে শুদ্ধ নিজের সদ্গতি হয় না তাহা নহে, পিতৃপুরুষগণেরও অধোগতি হয়। জরৎকারুর উপাখ্যানে এ বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে ইহাও লিখিত আছে যে—

"ইষ্টং দত্তং তপস্তপ্তং নিয়মশ্চ স্বনুষ্ঠিতঃ।
সৰ্ব্বমেবানপত্যস্য ন পাবন মিহোচ্যতে॥"

অর্থাৎ "লোককে অভীষ্ট বস্তুই দান কর, বা তপস্যাই কর, বা যম নিয়মই প্রতিপালন কর, অপুত্রক হইলে এতৎ সমস্তের কিছুতেই তুমি পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবে না। অপুত্রক ব্যক্তি বা অপুত্রবতী স্ত্রীর অন্ন খাওয়া নিষিদ্ধ।" এবং অন্তিমে ইঁহাদের উভয়কেই পুন্নাম নরকে গমন করিতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে বিবাহ না করে তাহার দেহ-শুদ্ধি হয় না; তাহার দেহ হইতে গর্ব্ভবাসকালীন অনুপ্রবিষ্ট পাপসমস্ত প্রক্ষালিত হয় না; তাহার দেহ ব্রহ্মবাসের উপযুক্ত হয় না; তাহার ধৰ্ম্মালোচনা বা ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না; তাহার পিতৃঋণ মোচন হয় না; তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না; তাহার স্বর্গপ্রবেশের অধিকার জন্মে না; সে পিতৃপুরুষগণের সদ্‌গতি সাধন করিতে পারে না; এবং সে পুন্নাম নরকে পতিত হয়। অতএব হিন্দুর বিবাহ যে অবশ্যকর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ব্যঙ্গ ও উপহাস পরিহাস করিয়াছেন। কেহ বলেন "বিবাহ ব্রাহ্মণ ভোজন। যাহারা খাইতে বসিয়াছে তাহারা উঠিতে চায়; এবং যাহারা খাইতে বসে নাই তাহারা খাইতে বসিতে চায়।" কেহ বলেন—"এক বুদ্ধিমান্ ভেক, নির্ম্মল কূপোদক দেখিয়া তাহা পান করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু একবার কূপে পতিত হইলে আর উঠিতে পারিবে না ইহা স্মরণ করিয়া কূপ

ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিল। যে বুদ্ধিমান সে বিবাহ সম্বন্ধে ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবে।” কেহ বা বলেন—“তাড়াতাড়ি কল্লে বিভা, কাঁদ্‌তে হবে নিশি দিবা।” কেহ বলেন “যে বিবাহ করিয়াছে সে ভাগ্য দ্বারা পরাজিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার কপাল ফাটিয়াছে।” কেহ বলিয়াছেন—“বিবাহ একটা কাঁচী; কাঁচীর দুইটা ফলা; একটা ফলা যে দিকে ঘুরে, অন্য ফলাটা ঠিক তাহার বিপরীত দিকে ঘুরিবে।” ফলতঃ বিবাহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের মধ্যে শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও পরিহাসের অভাব নাই। এবং যাহারা সুশিক্ষিত তাঁহারাই এইরূপ ব্যঙ্গ পরিহাসে মুক্তকণ্ঠ। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিবাহের পবিত্রতা ও অবশ্য-কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জনসন্ বলিয়াছেন—“বিবাহ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে বিবাহের অনুপযুক্ত সে ব্যক্তি সে পরিমাণে দুঃশীল ও দুর্জ্জন।”* জেরিমি টেলার বলিয়াছেন—“বিবাহ জগতের জননী স্বরূপ। বিবাহে রাজ্য রক্ষা হয়, নগর জনাকীর্ণ হয়, ভজনালয়ে উপাসকের বৃদ্ধি হয়, এবং স্বর্গের লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়।” স্পার্টার আইন প্রবর্ত্তক লাইকরগস্ আইন দ্বারা লোককে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতেন। “The obligation of marriage was legal.” Evolution of marriage P. 195.

* “Marriage is the best state for man in general. And every man is a worse man in proportion as he is unfit for the married state.”

স্পার্টায় যাহারা কোন ক্রমেই বিবাহ না করিত তাহাদিগকে সমাজমধ্যে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইত। এবং শীত-কালে বিবস্ত্র হইয়া তাহাদিগকে হাট বা বাজারের চতুর্দ্দিকে নিজেদের নিন্দাসূচক গান গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।

এক্ষণে বিবাহের উৎকর্ষসম্বন্ধে দুএক কথা বলিতেছি। বিবাহ যে শুদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য তাহা নহে। বিবাহ আমাদের সকল প্রকার সুখ ও কল্যাণের হেতুও বটে। বিবাহ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই সাধক। হিন্দুশাস্ত্র হইতে এই কথার প্রতি-পোষক ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথাঃ—

১। স্ত্রিয়শ্চ পুরুষস্যাপি যথোভয়োর্ভবেৎ বৃত্তিঃ।
তত্র ধর্ম্মার্থাকামাঃস্যু স্তদধীনা যতস্ত্রমী॥ বৃহৎ পরাশর।

অর্থাৎ "যেখানে স্ত্রীপুরুষ এতদুভয়ের মনোমিলন সঙ্ঘটিত হয়, সেখানে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই সংসাধিত হয়। কেননা এই তিনটি দাম্পত্য মিলনের ফল।"

২। "তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
অনুকূলকলত্রোয়স্তস্য স্বর্গ ইহৈবহি॥" লিখিত।

অর্থাৎ পত্নীর সাহায্যে লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। যাহার স্ত্রী পতির অনুকূল বা প্রিয়কারিণী তাহার পক্ষে পৃথিবীই স্বর্গ।

৩। "অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চহ॥ মনু ৯।২৮।

অর্থাৎ পুত্র, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, ইন্দ্রিয়সুখ, আপনার ও পিতৃপুরুষের স্বর্গ এতৎ সমস্তই স্ত্রীর উপর নির্ভর করে।

৪। অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥ মহাভারত।

অর্থাৎ "ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধ। ভার্য্যা পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ। ভার্য্যা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন বর্গের মূল। যাঁহারা সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, ভার্য্যাই তাঁহাদের প্রধান সহায়।"

৫। ধর্ম্মকামার্থকার্য্যাণি শুশ্রূষা কুলসন্ততিঃ।
দারেষ্বধীনো স্বর্গশ্চ পিতৃণামাত্মনস্তথা॥ মনু।

অর্থাৎ—স্ত্রী আমাদের ধর্ম্ম কাম ও অর্থের সহায়; স্ত্রী আমাদের শুশ্রূষাকারিণী। স্ত্রী কুলরক্ষার হেতু। স্ত্রী আপন ও পিতৃপুরুষগণের স্বর্গলাভের উপায়।

ফলতঃ শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়াও কেবল সহজ বুদ্ধিতেই বিবাহের ত্রিবর্গসাধকত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ কামঃ—দেখুন স্ত্রীর তুল্য ইন্দ্রিয়সুখের সহায় আর কি আছে। বৃহৎ-সংহিতাকার সত্যই বলিয়াছেন:—

শ্রুতং দৃষ্টং স্পৃষ্টং স্মৃতমপি নৃণাং হ্লাদজননং।
ন রত্নং স্ত্রীভ্যোঽন্যৎ ক্বচিদপি কৃতং লোকপতিনা॥

অর্থাৎ স্ত্রী ভিন্ন বিধাতা এমন কি রত্ন সৃজন করিয়াছেন যাহা শ্রুত, দৃষ্ট, স্পৃষ্ট এমন কি স্মৃত হইয়াও মনুষ্যের আনন্দ বিধান করিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ—অর্থ।—দেখুন সুগৃহিণী

ব্যতিরেকে যে অর্থের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যয় হয় না তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? তৃতীয়তঃ—ধর্ম্ম।—স্ত্রীর নিকট হইতেই আমরা দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, শম, দম প্রভৃতি শিক্ষা করি। ধর্ম্মাচরণে পত্নীই আমাদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করেন। অন্ততঃ নানাবিধ অধর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে পত্নীই আমাদিগকে রক্ষা করেন। মৎস্যপুরাণে সত্যই উল্লিখিত হইয়াছে।

তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববৎ নরৈঃ।
তাসাং রাজন্ প্রসাদেন ধার্য্যতে বৈ জগৎ ত্রয়ং॥

অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রীগণ দেবতার ন্যায় পূজার্হা। কেননা তাঁহাদের অনুগ্রহেই ত্রিজগৎ সংরক্ষিত হয়।

এ স্থলে কোন পরিহাসরসিক পাঠক হয়ত আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন—মহাশয়! এ সব বোধ হয় সত্য কালের পুঁথি। তৎকালে হয়ত ভার্য্যা ত্রিবর্গসাধিনী ছিলেন। তাই তখন বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে ভার্য্যা ত্রিবর্গসাধিনী না হইয়া ত্রিবর্গনাশিনী হইয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, বরং অবশ্য অকর্ত্তব্য। Punch এর মহাকাব্য Don't * ঋষিবাক্য অপেক্ষা সারগর্ভ ও কালধর্ম্মোপযোগী;

---

* Punch লিখিয়াছিলেন—Advice to those who are going to marry "Don't" অর্থাৎ যাঁহারা বিবাহ করিতে যাইতেছেন তাঁহাদের প্রতি পরামর্শ—করিও না।

১মতঃ—কাম—এ কালে ভার্য্যার ভ্রূকুটিকুটিলানন দেখিলে নয়নাবাম হওয়া দূরে থাকুক নয়নে সরিষাফুল দে'খতে হয়। তাঁহার বজ্রনির্ঘোষোপম তর্জ্জনগর্জ্জন শুনিলে কর্ণেন্দ্রিয়ের পোকা মরিয়া যায়; তাঁহাকে স্মরণ করিলে নিদ্রিতাবস্থায়ও চমকাইয়া উঠিতে হয়। ইত্যাদি। ২য়তঃ—অর্থ—গৃহিণীর বসন, ভূষণ, শয্যা আসন, বাসনকোসন প্রভৃতির বহ্বাড়ম্বরহেতু দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার স্বোপার্জ্জিত, পৈত্রিক স্থাবর অস্থাবর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রভৃতি যাবতীয় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে পরহস্তগত হইতেছে। ৩য়তঃ—ধর্ম্ম—যাঁহার প্রসাদে পিতামাতাকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারি না, তিনি যে কিরূপ ধর্ম্মের সহায় তাহা ধর্ম্মই জানেন!"

ইহাতে আমার উত্তর এই—দেখুন কৈকেয়ীর ন্যায় ভর্ত্তার অপ্রিয়কারিণী রমণী আর হইতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু বৃদ্ধ দশরথ মর্ম্মবেদনায় কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে করিতেও সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন:—

ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ভরতস্যৈব মাতরং॥

অর্থাৎ "স্ত্রীদিগকে ধিক্; তাহারা শঠ ও স্বার্থপর। আমি সকল স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছি না, কেবল ভরতের মাতার কথাই বলিতেছি।" মহাশয়! যদি আপনার অদৃষ্টে "ভরতস্যৈব মাতরং" জুটিয়া থাকে, তবে আপনি আপনাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকুন। ঘরে তাড়া খাইয়া

পরের উপর ঝাল ঝাড়ায় লাভ কি? কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে হিন্দুললনাগণ এখনও অনেকে সতী সাধ্বী পতিব্রতা, এখনও অনেকে বাস্তবিকই ত্রিবর্গসাধিনী। যাঁহারা কিঞ্চিৎ মুখরা তাঁহারাও চেঁচান অনেক, সত্য, কিন্তু কামড়ান কম— "Their bark is worse than their bite." তদ্ভিন্ন আমাদের পরিহাসপ্রিয়া কোন পাঠিকা পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া এখনও বলিতে পারেন :—

"কি আপদ গা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আমরা চিরকালইত তোমাদের মন যোগাইয়া আসিতেছি। তোমরা যখন দেবদেবী মানিতে, পূজা আর্চ্চা (অর্চ্চনা) করিতে, তখন আমরাও বার ব্রত করিতাম। তোমরাও সে সব পাঠ ছাড়িলে, আমরাও বারব্রত ভুলিলাম। তোমরাই যে আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমরা যখন পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, ভাইভগিনীকে যত্ন আদর করিতে, কুটুম্বস্বজনকে প্রতিপালন করিতে, তখন আমরাও তাহাই করিতাম। এখন তোমরাও কর না, আমরাও করি না। যখন তোমরা খাইতে ও খাওয়া-ইতে ভালবাসিতে, তখন আমরা ষোড়শ উপচারে তোমাদিগকে খাওয়াইতাম। এখন তোমরা খাও না বা খাইতে পার না, আমরাও রন্ধনশালা ছাড়িয়াছি। যখন তোমরা সুগৃহিণী ভালবাসিতে, তখন আমরা সুগৃহিণী হইতাম। এখন তোমরা বিলাসিনী ভালবাস; আমরাও বিলাসিনী সাজিয়াছি। তোমরা দেবদ্বিজে ভক্তি করিতে শিখ, পিতামাতার সেবা করিতে শিখ,

আত্মীয়স্বজনকে স্নেহ করিতে শিখ, দেখিবে আমরাও তোমাদের পদানুসরণ করিব। হায়! হায়! তোমাদের জন্য ধর্ম্মকর্ম্মলজ্জা সরম সকল ছাড়িয়া শিমুল ফুল সাজিলাম। আবার তোমরাই আমাদের নিন্দা কর। ছিঃ! ছিঃ! তোমাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।"

ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শুকসারিকার দ্বন্দ্বে ও পরস্পর দোষারোপ করায় কোন লাভ নাই। দোষ উভয় পক্ষেরই আছে। এবং উভয়পক্ষের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন পক্ষেরই দোষমুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই বলি—ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, বৎসগণ, মাতৃগণ আপনারা সকলেই নিজ নিজ জাতিগৌরব মনে রাখিয়া কু পরিত্যাগ করিয়া সু অবলম্বন করুন। আপনারা দেহের কথা ভুলিয়া আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করুন, প্রবৃত্তিমার্গ পরিহার করিয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবিষ্ট হউন, অসার সুখসম্পদের লালসা পরিবর্জ্জন করিয়া পুণ্যধন অর্জ্জনে সচেষ্ট হউন; আত্মার যে পবিত্রতা ও উন্নতি হিন্দুশাস্ত্রের প্রধান শিক্ষা, সেই পবিত্রতা ও উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করুন; স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ অন্বেষণ করুন; পুরুষগণ সাধু হউন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে স্ত্রীগণ সতী সাধ্বী হউন; স্ত্রীগণ সতী সাধ্বী হউন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পুরুষগণ সৎ ও সাধু হউন। কিরূপে সৎ ও সাধু হওয়া যায়, কিরূপে সতী সাধ্বী হওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। আপনারা সেই সেই উপদেশ অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হউন।

সে যাহা হউক, বিবাহ ও অপত্যোৎপাদন জীবমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এমন অনেক প্রাণী আছে যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য অপত্যোৎপাদন। "For many organized beings reproduction seems in reality to be the supreme object of existence. Numbers of vegetables, and of animals, even of animals high in the series as insects, die as soon as they have accomplished this great duty. Sometimes, the male expires before having detached himself from the female, and the latter herself survives just long enough to effect the laying of eggs". Ev. of Marr. p. 5 অর্থাৎ—"অপত্যোৎপাদনই অনেক প্রাণীর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক উদ্ভিদ, অনেক জন্তু—এমন কি অনেক উচ্চ-শ্রেণীর জন্তু যথা কীট, পতঙ্গাদি—এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই জীবনলীলা শেষ করে। * কখনও কখনও পুরুষ, স্ত্রীর দেহ হইতে স্খলিত বা বিচ্ছিন্ন না হইতে হইতেই মরিয়া যায়। এবং স্ত্রী ডিম্বপ্রসবের কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া পুরুষের অনুগমন করে।" আরও দেখুন;—যৌবন উপস্থিত হইলেই জীবমাত্রের অঙ্গ-শোভা, কান্তি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং ঐ সময়ে

* ধান্য, যব প্রভৃতি ওষধি, কদলীবৃক্ষ, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল।

তাহাদের মধ্যে একরূপ উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। "The hair, the plumage, and the scales often assume rich tints which afterwards disappear...The need of reproduction or the rut breaks out in many animals like madness...At this period the wildest and most unsociable species can no longer endure solitude. Both males and females seek each other......It is with a veritable frenzy that the sexual union is accomplished among certain species. Thus Dr. Gunther has several times found female toads dead smothered by the embrace of the males. Spallanzani was able to amputate the thighs of male frogs and toads during copulation without diverting them from their work. Ev. of Marr. p. 8.—"অর্থাৎ যৌবনোদ্গমে পশুর কেশ, পক্ষীর পক্ষ ও মৎস্যাদির শল্ক বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়; কিছুকাল পরে আর ঐ বর্ণ দৃষ্ট হয় না। অপত্যোৎপাদনলিপ্সা অনেক প্রাণীকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। যখন এই লিপ্সা প্রবল হয় তখন অতি বন্য ও অতি অসামাজিক (অমেশুক) জন্তুও আর নির্জ্জনবাস সহ্য করিতে পারে না। তখন স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ অভিলাষ করে। কোন কোন জাতীয় জীব ঘোর উন্মত্ততার সহিত অপত্যোৎপাদন কার্য্যে

প্রবৃত্ত হয়। গণ্টার সাহেব দেখিয়াছেন যে, অনেকবার ভেকী ভেকের কঠোর আলিঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আর এক জন সাহেব ভেকভেকীর সংযোগকালে ভেকের পা কাটিয়া লইয়াছিলেন; এই অপত্যোৎপাদন লিপ্সা পশুপক্ষী বৃক্ষলতার মধ্যে যেরূপ প্রবল, মনুষ্যের মধ্যেও সেইরূপ—

বৃহৎ সংহিতাতে লিখিত আছে—

"আব্রহ্ম কীটান্তমিদং নিবদ্ধং
পুংস্ত্রীপ্রয়োগেণ জগৎ সমস্তং"।

"অর্থাৎ অতিবৃহৎ পদার্থ হইতে অতিক্ষুদ্র পদার্থ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই পুংস্ত্রীমিলন প্রচলিত আছে ও থাকিবে।" কাহার সাধ্য যে বিশ্ববিধাতার এই মহামঙ্গলময় নিয়মের অন্যথা করে? কোনও কোনও সমাজে আইনের বলে বিবাহ কতক পরিমাণে রহিত করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু সেখানেও স্ত্রীপুরুষে গোপনে মিলিত হইয়া বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতেছে। এবং ঐ ঐ সমাজ সুপুত্র দ্বারা পরিপুষ্ট না হইয়া জারজ সন্তানের দ্বারা কলুষিত হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকগণ চিরকাল স্বভাবের নিয়মাবলীর অনুসরণই করিয়াছেন। কদাচ ঐ সমস্ত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই! এরূপ কথনও কথনও শোনা যায় যে, একটা বন্য হস্তী বা বন্য মহিষ গম্যমান রেলগাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং অবশেষে উহা দ্বারা পরাভূত ও [illegible]বিত হইয়া গিয়াছে। যে যে সমাজ স্বাভাবিক নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদের

দশাও ঐরূপই হয়। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র চিরকালই স্বাভাবিক নিয়মাবলীর অনুসরণ করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ নৈসর্গিক ও অনুল্লঙ্ঘনীয় বন্ধন। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বিবাহকে অবশ্যকর্ত্তব্য ও অশেষ কল্যাণসাধক বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহের উদ্দেশ্য।

কি কি উদ্দেশ্যে মনুষ্য বিবাহ করে, এবং কি কি উদ্দেশ্যেই বা মনুষ্যের বিবাহ করা উচিত, এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

অনেক জীবজন্তুর মধ্যে শুদ্ধ কাম চরিতাথ করাই বিবাহ বা স্ত্রীপুংমিলনের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কাম তাঁহাদের মধ্যে এত প্রবল যে ইহার জন্য তাহারা মৃত্যুকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করে।—"For the majority of insects to love and to die are synonymous and yet they make no effort to resist the amorous phrenzy which urges them on." Ev. of Marr. P. 10. অর্থাৎ "পতঙ্গের মধ্যে অধিকাংশই কামচরিতার্থ করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু তথাপি তাহারা কামোন্মাদ দমন করিতে চেষ্টা করে না।" এই কাম চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করে। মনুষ্যগণের মধ্যেও অনেকে এইরূপে শুদ্ধ কামচরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। আয়র্লণ্ডবাসীরা কেবল এক বৎসরের জন্য বিবাহ করিত। এক বৎসর পরে স্ত্রীপুরুষ বিচ্ছিন্ন

হইয়া পুনরায় অন্য পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইত। কিন্তু এরূপ বিবাহে দাম্পত্য-প্রেম পর্য্যন্ত জন্মে না। এবং ইহাতে অপত্য প্রতিপালনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে।*

অনেক জীবজন্তু প্রথমে কামচরিতার্থ করিবার জন্য মিলিত হয় সত্য, কিন্তু উহাদের একবার অপত্যোৎপাদন হইলে, উহারা স্ত্রীপুরুষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তখন স্ত্রী বা পুরুষ বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে অপত্য প্রতিপালন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে পুরুষ অপত্যরক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করে না। স্ত্রীই সকল চেষ্টা করিয়া থাকে। "Males of spiders and males of the greater number of insects neglect their young."—মনুষ্যদের মধ্যেও অনেক স্থলে পিতা অপত্য-গণের রক্ষার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না, মাতাই সমস্ত করেন। কোন স্থলে বা মাতা কিছুই করেন না, পিতাই সমস্ত করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিকৃষ্ট জাতীয় জীব ও নিকৃষ্ট জাতীয় মনুষ্য শুদ্ধ কামতৃপ্তির জন্য বিবাহ করে। কিন্তু উৎকৃষ্টতর মনুষ্য কামচরিতার্থ ও অপত্যোৎপাদন ও অপত্যরক্ষা ও অপত্য-প্রতিপালন উদ্দেশ্যেও বিবাহ করিয়া থাকে। নিকৃষ্ট জীব ও নিকৃষ্ট মনুষ্য কেবল একরূপ সুখাস্বাদন করে। কিন্তু উৎকৃষ্ট

---

* কেননা—"The parents do not concern themselves with their progeny." Ev. Mrr. P. 20. "অর্থাৎ ঐ ঐ স্থলে কি স্ত্রী কি পুরুষ অপত্যরক্ষার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে না।"

জীব ও উৎকৃষ্ট মনুষ্য দুই প্রকার সুখই উপভোগ করেন। কাম-তৃপ্তি-জনিত সুখ অপেক্ষাও অপত্যপ্রতিপালন-জনিত সুখ অধিক ও উৎকৃষ্ট। যাঁহারা এ সুখে বঞ্চিত তাঁহারা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য।

হিন্দুরা পুত্রোৎপাদন ও কামতৃপ্তি এতদুভয়কেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটিকেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন:—"ধর্ম্ম এব ইত্যপরে। অর্থ কাময়োরপ্যুপায়ত্বাৎ।" "কেহ কেহ ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কেননা ধর্ম্মই অর্থ ও কাম এতদুভয়ের বিশিষ্ট উপায়।" ইহার অর্থ এই যদি কেহ কামকে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ এতদুভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। রাজা দশরথ কামপ্রাবল্যহেতু ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই হারাইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে,—

> অর্থধর্ম্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কাম মনু বর্ত্ততে।
> এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থকে উপেক্ষা করিয়া কেবল কাম প্রার্থনা করে তাহাকে শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় মহা বিপদে পতিত হইতে হয়।" এইরূপ যে অর্থের প্রতি অনুচিত আস্থা করে, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিলে তাহা হইতেই অর্থ ও কাম এতদুভয়ই সিদ্ধ হয়। যেমন ফল উদ্দেশ্য করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিলে ছায়া ইত্যাদি আপনা হইতেই আনু-

ষঙ্গিকরূপে লাভ হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে বিবাহ করিলে তাহা হইতে কাম ও অর্থ আনুষঙ্গিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে বিবাহ করিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে যে কন্যা ধার্ম্মিকা, সদ্‌গুণশালিনী, সদ্‌বৃত্তা, এবং যে কন্যা আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়া হইবেন, তাঁহাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। এজন্য কন্যার জাতি, কুল, বংশ, রীতি, চরিত্র, সুলক্ষণ প্রভৃতি দেখিয়া বিবাহ করিতে হয়। শুদ্ধ সুন্দরী দেখিয়া বিবাহ করা বিধেয় নহে। অনেক সময়ে সুন্দরী ললনা রূপগর্ব্বে বিমুগ্ধ হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞা করে, স্বামীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এবং নিজ কুব্যবহার দ্বারা সে পিতৃকুল ও স্বামিকুল উভয় কুলের শল্য স্বরূপিণী হয়। ঐরূপ শুদ্ধ ধনবানের কন্যা বিবাহ করিলেও নানা বিপত্তি ঘটে। রূপগর্ব্ব অপেক্ষা ধনগর্ব্বের উন্মাদিকা শক্তি অনেক অধিক। কিন্তু সচ্চরিত্রা, সদ্‌গুণবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, সদ্বংশজা কন্যা বিবাহ করায় ত্রিবর্গ সাধন করা যায়। যিনি ধর্ম্ম-পরায়ণা ও সচ্চরিত্রা তিনি ভিন্ন আর কে সুপুত্র প্রসব করিতে পারে? মা ভাল না হইলে পুত্র কখন ভাল হয় না, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ কথা। দেখুন সুপুত্রের তুল্য আর সংসারে কি আছে? একটি সুপুত্র দ্বারা নিজ বংশ, নিজ জাতি, নিজ দেশ এমন কি এই সসাগরা পৃথিবী ধন্য ও পবিত্র হন। সুপুত্র জন্মিলে বংশের ও দেশের মুখোজ্জ্বল হয়। অতএব সকলেরই সুচরিত্রা সুলক্ষণা সুবংশজা ধার্ম্মিকা কন্যা বিবাহ করা উচিত—কেননা কেবল এরূপ কন্যাই সুপুত্রপ্রসবিনী হইতে পারে।

তদ্ভিন্ন, ধার্ম্মিকা ও সচ্চরিত্রা পত্নী অর্থেরও সদ্ব্যয় ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি যে গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৃহে ভাণ্ডার আপনা হইতেই ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ হয়। তিনি নিজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া স্বামী ও গৃহের অন্য সকলকে মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করান। তিনি সঞ্চয়ের মূল্য বুঝেন এবং তিনি সমস্ত সংসারকে ঐ সঞ্চয়ের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি শাকান্ন রন্ধন করিলে তাহা অমৃতান্নের ন্যায় হয়।

তদ্ভিন্ন ধার্ম্মিকার তুল্য সুন্দরী কে? ধর্ম্ম, পুণ্য, সুচরিত্র, সুশীলতা, সদ্‌গুণের জ্যোতিতে তাঁহার অঙ্গ বিভাসিত। তাঁহার লাবণ্য স্বর্গীয়। সে লাবণ্য শুদ্ধ রূপজ লাবণ্যকে পরাজিত করিয়া চিরকাল নিজ সৌন্দর্য্য সমভাবে বিকীর্ণ করিতে থাকে। আর গুণজ সৌন্দর্য্য যেরূপ চিত্তহারী, রূপজ সেরূপ নহে। রামায়ণে এজন্য লিখিত আছে—"গুণাৎ রূপগুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়ো বিবর্দ্ধতে।" অর্থাৎ চরিত্রগুণে যে প্রীতি হয়, সৌন্দর্য্যে সে প্রীতি হয় না। এমন অনেক সুন্দরী আছেন যাঁহারা রূপে একাধারে আলিপুরের চিড়িয়াখানা ও শিবপুরের বৃক্ষবাটিকা। তাঁহাদের কেশে থাকেন চমরী গাই, চক্ষুতে থাকেন খঞ্জন পাখী, কর্ণে থাকেন গৃধিনী, নাকে থাকেন টিয়া পাখী, হাতে ও পায়ে থাকেন হস্তী, কটিতে থাকেন সিংহ, কর্ণে থাকেন কোকিল, অক্ষিপক্ষ্মে থাকেন ভ্রমর, বেণীতে থাকেন সাপ। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের দেহে কোথাও থাকে পদ্ম, কোথাও থাকে মৃণাল, কোথাও থাকে পক্কবিম্ব, কোথাও থাকে কুন্দকলি, কোথাও থাকে চম্পককলি,

কোথাও থাকে গোলাপ, কোথাও থাকে Peach, কোথাও থাকে Cherry, কোথাও থাকে তাল বেল দাড়িম্ব কদম্ব প্রভৃতি। কিন্তু যে চক্ষু লজ্জাবশে বিনত না হয় সে চক্ষু কি চক্ষু? যে দেহ বিনয়বলে সঙ্কুচিত না হয় সে দেহ কি দেহ? যে হাসিতে সরলতা নাই সে হাসি কি হাসি? যে রূপে সতীত্ব বিমণ্ডিত নাই সে রূপ কি রূপ? Professor St. George Mivart বলেন যে, রূপ বা বাহ্যাকৃতি কেবল আত্মার বিকাশমাত্র। যাহার আত্মা কলুষিত, তাহার চোখ পটলচেরাই হৌক, বা খঞ্জন-গঞ্জনই হৌক, তাহার অপাঙ্গে কলুষতার বীভৎস আকার প্রতিফলিত থাকিবেই থাকিবে। হৌক না তোমার তিলফুলজিনি নাসা—যদি নাসা গর্ব্বে বিকুঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আমার মনোরঞ্জন হইবে কিরূপে? হৌক না তোমার কোঠরে চোখ। ঐ চোখে সরলতা, দয়া, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সতীত্ব মাখাইয়া রাখ, দেখিবে তোমার স্বামী তোমার পদানত থাকেন কি না! কুলটারা কি রূপে লোককে বশ করে? তাহারা সদ্‌গুণের ভাণ করিয়া লোককে বশ করে। যদি ভাণের মাহাত্ম্য এত হয় তবে প্রকৃত সেদ্‌গুণের মাহাত্ম্য কত বুঝিয়া দেখুন। এই সদ্‌গুণ যাঁহার আছে তিনি কুরূপী হইলেও রূপসী। আর সদ্‌গুণ যাঁহার নাই তিনি তিলোত্তমা হইলেও শূকরী।

অতএব দেখুন ধর্ম্ম উদ্দেশ্য করিয়া বিবাহ করিলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম তিনই লাভ করা যায়। এরূপ কন্যা বিবাহ করিতে চেষ্টা করুন, যিনি নিজে ধার্ম্মিকা হইয়া আপনার ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা

করিবেন; যিনি নিজে সদ্‌গুণশালিনী হইয়া সুপুত্র প্রসবে সক্ষমা হইবেন; যিনি নিজে মিতব্যয়ী হইয়া আপনার ভাণ্ডার ধনধান্যে পূর্ণ করিবেন; যিনি ধর্ম্ম, পুণ্য, চরিত্র, সতীত্ব প্রভৃতির স্বর্গীয় শোভায় বিমণ্ডিত হইয়া চিরকাল আপনার চিত্তরঞ্জনে সক্ষমা হইবেন। ধর্ম্মের জন্য আগ্রহ করুন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই লাভ করিয়া আপনি ধন্য হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ।

বিবাহের কালসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় দেখিতে পাওয় যায়। মনু বলেন :—

"চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥" মনু ৪। ১।

অর্থাৎ "মনুষ্যের পরমায়ু শত বর্ষ। শ্রুতি বলেন—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ। এই পরমায়ুর প্রথম চতুর্থ ভাগ (অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) গুরুকুলে বাস করিতে হয়। পরমায়ুর দ্বিতীয় চতুর্থভাগ অর্থাৎ পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত কৃতদার হইয়া গৃহাশ্রমে বাস করিতে হয়। পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ। এবং পঁচাত্তর হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ভিক্ষু।"

কিন্তু মনুর এই অভিপ্রায়টি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রযুক্ত হয় না। কেন না সকলেই যে এক শত বর্ষ বয়স বাঁচিবেন তাহার স্থিরতা কোথায়? কুল্লূক ভট্ট বলিয়াছেন :—"অনিয়তপরিমাণত্বাৎ আয়ুষশ্চচতুর্থভাগস্য দুর্জ্ঞানত্বাৎ।" অর্থাৎ—"মনুষ্যের আয়ু অনিশ্চিত বলিয়া মনুষ্যের আয়ুর চতুর্থ ভাগও অনিশ্চিত।" সুতরাং এইরূপ অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত বচনের অনিশ্চিতত্ব হেতু মনু নিজেই অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা :—

ষট্‌ত্রিংশতাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রিবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ মনু ৩। ১।

অর্থাৎ "গুরুকুলে হয় ৩৬ বৎসর, নয় ১৮ বৎসর, নয় ৯ বৎসর, নয় যত দিনে বেদাধ্যয়ন শেষ হয় তত দিন বাস করিয়া ত্রয়ী বিদ্যা শিক্ষা করিবে।" এই শ্লোক অনুসারে পুরুষের পক্ষে ৪৮ বৎসর, ২৭ বৎসর, ২১ বৎসর, অথবা তদপেক্ষা অল্প বয়স বিবাহের কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলেন সত্যযুগে বিবাহের কাল ৪৮ বৎসর, ত্রেতায় ২৭, দ্বাপরে ২১ এবং কলিতে অনিশ্চিত ইহাই মনুর অভিপ্রায়। মনু এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু ৯। ৯৪।

অর্থাৎ—"ত্রিংশ বৎসর বয়সের পুরুষ দ্বাদশবর্ষের মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে। অথবা ২৪ বৎসর বয়সের পুরুষ অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। আর যদি ধর্ম্মহানির আশঙ্কা থাকে তবে ইহা অপেক্ষা অল্প বয়সেও বিবাহ হইতে পারে।" মহাভারতে লিখিত আছে :—

"ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।
একবিংশতি বর্ষো বা সপ্তবর্ষামবাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ—"ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক পুরুষ দশবর্ষবয়স্কা অরজস্বলা কন্যাকে

বিবাহ করিবে। অথবা ২১ বৎসর বয়সের পুরুষ সাত বৎসর বয়সের কন্যাকে বিবাহ করিবে।" যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—"প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।" অর্থাৎ "প্রতিবেদ ১২ অথবা পাঁচ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতে হয়।" ইহাতে ৩৬ অথবা ১৫ অধ্যয়নের কাল বলিয়া অবধারিত হইল। সুতরাং বিবাহের কাল হইল ১২+৩৬=৪৮, অথবা ১২+১৫ =২৭।

এই সমস্ত বয়স হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পুরুষের পক্ষে ২১ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করাই বিধি। তবে ঘটনা ও স্থলবিশেষে এই বয়সের পূর্ব্বে বা পরেও বিবাহ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাধ্যয়ন শেষ না করিয়া বিবাহ করা উচিত নহে। এক্ষণে অধিকাংশ যুবক ২১ বৎসর বয়সে এম্. এ. পাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন সমাপন করেন। সুতরাং একালে বিবাহের বয়স ২১ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে স্থির হইলে ভাল হয়।

এক্ষণে কন্যার পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে কোন্ কাল প্রশস্ত তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন :—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥"

অর্থাৎ "যে পিতা অষ্টম বর্ষবয়স্কা কন্যা দান করেন, তিনি গৌরীদানের ফললাভ করেন (তিনি স্বর্গে বহুকাল উচ্চশ্রেণীর

সুখভোগ করেন)। কন্যার নবম বর্ষে কন্যা দান করিলে রোহিণীদানের ফললাভ করা যায় (অর্থাৎ ইহাতে গৌরীদান অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট ফললাভ করা যায়)। দশম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিলে বিশেষ কিছু ফললাভ হয় না। দশম বর্ষ অতীত হইলে কন্যা রজস্বলা হয়। ঐ বয়সে কালাকালের অপেক্ষা না করিয়া (শুদ্ধ বর্ষ, শুদ্ধ মাস, শুদ্ধ দিন প্রভৃতি না দেখিয়া) কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। যম বলিয়াছেন :—

"প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতং॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥
কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যা প্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ং॥"

অর্থাৎ "যে পিতা দ্বাদশবর্ষে কন্যার বিবাহ না দেয়, তাহাকে মাসে মাসে ঐ কন্যার রজঃশোণিত পান করিতে হয়। যদি কোন কন্যা অবিবাহিতাবস্থায় রজস্বলা হয় তবে তাহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা নরকে গমন করে। যে কন্যা দ্বাদশবর্ষ বয়সেও পরিণীতা না হয় তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয় এবং ঐ কন্যা নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে।" বিষ্ণু বলেন :—

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদুষ্যতি॥

অর্থাৎ "যে কন্যা পিতার গৃহে অবিবাহিত অবস্থাতে রজো-

দর্শন করে, সে বৃষলী। তাহাকে যদি কেহ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ হরণকর্ত্তার কোন দোষ হয় না।”

পরাশর বলেন ঃ—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥"

অর্থাৎ “যে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ ঐরূপ কন্যা (অর্থাৎ পিতৃগৃহে যাহার রজোদর্শন হয়) বিবাহ করে, তাহার সহিত কথোপকথন করা বা তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা নিষিদ্ধ।” বশিষ্ঠ, অত্রি, ব্যাস, কশ্যপ সকলেই বারংবার প্রায় এই কথা বলিয়াছেন। রঘুনন্দন এ বিষয়ে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ—“অতএব গুণবতে অষ্টবর্ষন্যূনাপি দেয়া" অর্থাৎ গুণবান্ বর পাইলে আটবৎসরের কম বয়সেও কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়।” মনু নিজেও বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥ মনু ৯। ৮৮।

অর্থাৎ “সদাচাররত, সুন্দর, নিজ বংশাদির অনুরূপ (অর্থাৎ

বংশমর্য্যাদায় হীন নহে) এরূপ বর পাইলে কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বেই তাঁহাকে দান করিবে।" দশবর্ষ অতীত হইলে বিবাহের কালাকাল বিবেচনার প্রয়োজন থাকে না। যথা:—

"গ্রহশুদ্ধিমব্দশুদ্ধিং মাসায়নর্ত্তু দিবসানাং।
অর্ব্বাক্ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাং॥" ভুজবলভীম।

অর্থাৎ—"কন্যার দশবর্ষের কম বয়স হইলেই তাহার বিবাহ-সম্বন্ধে—গ্রহশুদ্ধি, বর্ষশুদ্ধি (গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত), মাসশুদ্ধি (চৈত্র ও পৌষ মাস ভিন্ন অন্য সকল মাসেই কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়), ঋতুশুদ্ধি, অয়নশুদ্ধি, দিনশুদ্ধি প্রভৃতির বিচার করিতে হয়।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সমস্ত আলোচনা করিলে, হিন্দু-কন্যার বিবাহকে বালিকাবিবাহ বলিতেই হইবে। অনেকে বাল্য-বিবাহকে অতীব দোষাবহ বলিয়া মনে করেন, এবং কেহ কেহ ইহাকে হিন্দুসমাজের সকল প্রকার মঙ্গলের অন্তরায় বলিয়া ভাবেন। কিন্তু বাল্যবিবাহের সপক্ষে যে সমস্ত তর্ক বা যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে আমি তাহাদের দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

১। যদি পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী লইয়া ঘর করিতে হয়, তাহা হইলে বালিকাবিবাহ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বালিকা-বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া সকলকে ভয় ভক্তি করিতে শিখে। সে ভাবিতে শিখে যে শ্বশুর তাহার পিতা, শাশুড়ী তাহার মাতা,

ননদিনী ও জাগণ তাহার ভগিনী, দেবর তাহার ভ্রাতা। এ সকলের মধ্যে থাকিয়া সে পিত্রালয়ের অভাব বুঝিতে পারে না, এবং তাহার ক্ষুদ্র ও কোমল মনে ইহাদের কাহারও সহিত অপ্রণয় বা অসদ্ভাব করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস জন্মে না। বরং ইহাদের প্রতি তাহার মনে অল্পে অল্পে প্রীতি, ভক্তি, অনুরাগ প্রভৃতি অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যুবতী বধূ আনিলে সে একেবারে ইহাদের সহিত সমকক্ষ বা ইহাদের প্রভু হইতে ইচ্ছা করে। এবং তাহা হইলেই পারিবারিক অকুশলের সীমা থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মবলে যুবতী বধূ পতিতে অনুরাগবতী হন সত্য; কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেবর ননদ ইঁহাদের প্রতি মমতা স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। যুবতী পিত্রালয়ের প্রতি অনুরাগিণী থাকিয়া শ্বশুরালয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রকাশ করেন। তদ্ভিন্ন অজাত-পক্ষ পাখীই পোষ মানে; যে উড়িতে শিখিয়াছে তাহাকে পোষ মানান কঠিন। আমাদের সমাজ হইতে বালিকাবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ১২ বৎসর বয়সের কমে কন্যার বিবাহ প্রায় হয় না। কিন্তু এই যুবতীবিবাহের ফলে বধূগণ প্রায়শঃই অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্তা ও দুর্দ্ধর্ষা হইয়া উঠিতেছেন। শ্বশুরালয়ের প্রতি ইঁহাদের কিছুমাত্র মায়ামমতা জন্মে না। হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ইঁহাদের পিত্রালয়ের অভিমুখে প্রবর্ত্তিত হয়। যেখানে বধূর পিত্রালয় শ্বশুরালয়ের নিকট, সেখানে এ বিপদ আরও ঘনীভূত হয়। পিত্রালয়ের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক এবং উহাতে নিন্দনীয় বা দোষাবহ কিছুই নাই। কিন্তু কেবল

বালিকা অবস্থাতেই ঐ অনুরাগকে শ্বশুরালয়ের অভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। যুবতীর মনে ঐ অনুরাগ এত বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, উহা হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলে। সুতরাং বালিকাবধূ ভিন্ন যুবতী বধূকে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর, জা প্রভৃতির প্রতি অনুরক্তা করা যায় না। ইংরাজেরা যুবতী বিবাহ করেন। কিন্তু যে দিন বিবাহ হয় তাহার পরদিন হইতেই বরবধূ অন্য সংসার পাতেন। পিতা মাতা বা ভ্রাতা ভগিনী সে সংসারে যোগ দেন না। আমাদের দেশেও যুবতী বিবাহ করিতে হইলে ঐরূপ বিধান করিতে হইবে। ইংরাজদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। সুতরাং তাহারা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংসার পাতিতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্রদেশে আমরা সকলে মিলিয়া একটা সংসারের খরচ কুলাইতে পারি না। আমাদের পক্ষে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংসার পাতা অতি কঠিন ও একরূপ অসম্ভব। সে যাহা হউক এক্ষণে সমস্যা দুইটি দাঁড়াইয়াছে। হয় বালিকা বিবাহ করিয়া পিতামাতার সংসারভুক্ত হইয়া থাক; নয় যুবতী বিবাহ করিয়া ভিন্ন সংসার পাত। হিন্দুসমাজ প্রথম পক্ষটি গ্রহণ করিয়া ভালই করিয়াছেন। কেননা স্ত্রীর জন্য পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুসমাজের উপদেশ নহে। তদ্ভিন্ন একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিলে আমাদের এ দরিদ্রদেশে উদরান্নের সংস্থান করা অত্যন্ত কঠিন, এমন কি একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

২। পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে ও ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্রের

কল্যাণে আমাদের সমাজে দাম্পত্য প্রণয়ের এক প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এই প্রণয়ের জন্য লালায়িত হইয়াছেন। “যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” সুতরাং এক্ষণে স্বামী হইয়া উঠিয়াছেন—নায়ক বা প্রণয়ী ও স্ত্রী হইয়া উঠিয়াছেন—নায়িকা বা প্রণয়িনী। অবশ্য বালিকা স্ত্রীকে রাতারাতি প্রণয়িনী বা নায়িকা সাজান যায় না। সুতরাং বর্ত্তমান যুবকবাবুরা কাজে কাজেই যুবতী বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে একটু গোলযোগ ঘটে। নায়িকারা গৃহস্থালী করেন না, অপত্যপ্রতিপালনে মনোযোগ দেন না ইত্যাদি অসুবিধার কথা বলিতেছি না। প্রণয়ের খাতিরে না হয় সে সব উপেক্ষাই করিলাম। কিন্তু যুবতীবিবাহে প্রণয়সম্বন্ধেই একটু গোলযোগ ঘটে; এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। এখন, যুবক নায়ক ও যুবতী নায়িকার সমভাব (equality) স্বভাবসিদ্ধ। বরং নায়ক নায়িকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ—কিঞ্চিৎ কেন—অনেক ন্যূন। অন্ততঃ নায়ক মহাশয় প্রণয়বেগে ইহাই বারংবার কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন “প্রিয়ে, আমি তোমার দাসানুদাস।” তিনি যদি সংস্কৃতজ্ঞ হন, তাহা হইলে হয়ত বলেন—“প্রিয়ে, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং”। আর বলেন “স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।” যিনি প্রিয়া তিনি মনে মনে হয়ত ভাবেন—“নাথ আমি তোমার দাসী”। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লজ্জা তাঁহাকে একথা মুখফুটিয়া বলিতে দেয় না। সুতরাং

বলি বলি করে, তাঁহার আর বলা হয় না। বলার অভ্যাসটা না থাকাতে ক্রমে ক্রমে ভাবটা তাঁহার মনেও বড় একটা উদিত হয় না। তিনি ক্রমে ক্রমে সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন—যে তাঁহার স্বামী সত্য সত্যই তাঁহার দাস, বা দাসানুদাস। ইহাতে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক একটু বিপর্য্যস্ত বা পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। স্ত্রী হন প্রবলা ও স্বামী হন দুর্ব্বল। কিন্তু ইহাতে স্ত্রীর মনে প্রণয় জন্মিতে পারে না। যাঁহারা স্ত্রীচরিত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে স্ত্রীর প্রণয় ভক্তির উপর ভিন্ন দণ্ডায়মান হয় না। যে স্ত্রী তোমাকে ভক্তিসম্বলিত ভয় না করে, নিশ্চয় জানিবে সে তোমাকে প্রণয়ও করে না। তুমি যখন স্ত্রীকে আদর করিবে তখন যদি স্ত্রী তাহাতে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া না ভাবে, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে না ইহা নিশ্চয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় হৃদয়ের পূজা মাত্র। স্ত্রী যাহাকে দেবতা বলিয়া মনে না করে তাহাকে সে প্রণয়ও করিতে পারে না। পুরুষের কথা স্বতন্ত্র। পুরুষ যদি স্ত্রীর পূজা করে, তাহা হইলে সে নিজের নিকট ও স্ত্রীর নিকট ঘৃণিত হয়। ঈশ্বরের নিয়মই এই যে স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে ও স্বামী স্ত্রীকে যত্ন আদর করিবে। পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীতে এই নিয়মই দেখিতে পাইবে।* যেখানে স্বাভা-

---

* "To sum up, the male is at once the father, the protector and the tyrant of the band. Nevertheless the females are affectionate to him." Ev. of Mar. P. 33.

"The females of mammals are always weaker than the males." Ibid, p. 31.

বিক নিয়মের অনুসরণ করা হয়, সেখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সুখ, উভয়েরই মঙ্গল। আর যেখানে স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিকূলাচরণ করা হয়, সেখানে উভয়েরই অসুখ, উভয়েরই অমঙ্গল। স্বভাবের সর্ব্বত্র পুরুষ বলবান্ ও স্ত্রী অবলা বা দুর্ব্বলা। দুর্ব্বল বলবানের পূজা করিয়া প্রীতি পায়। বলবান্ দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়া, যত্ন আদর করিয়া প্রীতি পায়। সুতরাং যে সমাজে স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি করে, ও স্বামী স্ত্রীকে যত্ন আদর করে, সেই সমাজেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় বিরাজিত থাকে। যদি বালিকাবিবাহ করা যায়, তাহা হইলেই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঐ প্রকৃত প্রণয় জন্মিতে পারে। যুবতী বিবাহে ইহা দুর্ঘট।

আমাদের জ্ঞাননেত্র দূরদর্শী ঋষিগণ স্ত্রীপুরুষের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া উভয়ের মঙ্গলের জন্য এই বিধান করিয়াছেন যে, স্ত্রী স্বামীকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন। বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে :—

> "জীবন্ বাপি মৃতো বাপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াং।
> নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমর্চ্চয়েৎ ॥"

অর্থাৎ "জীবনে মরণে পতিই স্ত্রীর প্রভু। পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য দেবতা নাই। অতএব স্ত্রী পতিকেই প্রভুভাবে অর্চ্চনা করিবে"। ব্যাস বলেন—"এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতং। যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাং"। অর্থাৎ "যে স্ত্রী পতিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন, তিনি ইহলোকে যশস্বিনী ও কল্যাণভাগিনী হন, এবং মৃত্যুর পরে

তিনি পতির সহিত এক লোকে বাস করিতে পান।" মহাভারতে লিখিত আছে :—

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।

*　　*　　*　　*　　*

"দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাং চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতী॥
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্ব্বন্ধুঃ পতির্গতি॥"

অর্থাৎ "পতি যাঁহার প্রাণ, পতিতে যিনি অনুরক্ত তিনিই স্ত্রীনামের উপযুক্ত। যিনি সাধ্বী তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবেন। এবং দেবতাজ্ঞানে তিনি পতির শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করিবেন। যে স্ত্রী পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা সেই স্ত্রীই পুণ্যবতী। পতিই স্ত্রীর দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গতি॥" মনু বলেন :—

"দুঃশীলো কামবৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যাঃ সততং দেববৎ পতিঃ॥"

অর্থাৎ "পতি দুশ্চরিত্রই হউন, যথেচ্ছাচারই হউন, বা গুণহীনই হউন, সাধ্বী স্ত্রী সতত পতিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিবেন।"

যে স্ত্রী এইরূপে পতির পূজা করে সে শুদ্ধ স্বামীর সুখবর্দ্ধিনী তাহা নহে, সে নিজেও এই পূজা দ্বারা ধন্যা হয় ও তাহার জন্মের সার্থকতা লাভ করে। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই যে সে একজনকে

প্রাণভরিয়া ভক্তি ও পূজা করিতে চায়। যদি স্বামী স্ত্রীর পদানত হয় তাহা হইলে স্ত্রীর ঐ স্বাভাবিকী আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু স্বামী যদি তাহার পূজা পান এবং যদি ঐ স্বামীকে স্ত্রী দেবতার ন্যায় পূজনীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন তবে ঐ স্ত্রী নিজেও অপার আনন্দ লাভ করেন। বিখ্যাত ফরাসী-পণ্ডিত Saint Beuve এই কথা বলিয়াছেন, এবং আমার বিশ্বাস যে সকল স্ত্রীলোকই এই কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন।*

'এখন ভাবিয়া দেখুন বালিকা ভিন্ন আর কে স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা বা ভক্তি করিতে পারে? আহা! কোমল-হৃদয়া বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টিতে স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি যখন অঙ্কিত হয়,তখন ঐ মূর্ত্তিতেই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সে হৃদয়ে অন্য মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবার স্থান থাকে না। আমাদের দেশের পবিত্র শিক্ষার গুণে সে সহজেই ঐ মূর্ত্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার পূজা অর্চ্চনা করিতে পারে। সে স্বামীর রূপ গুণ বিচার করিতে জানে না। ইনি আমার স্বামী—এই বলিয়াই ও এই ভাবিয়াই সে স্বামীকে সমস্ত হৃদয়টি উৎসর্গ করিয়া দেয়। যে এ পবিত্র ভাবের মূল্য বুঝিতে না পারে সে নিশ্চয়ই অন্ধ। কিন্তু যুবতীর কথা স্বতন্ত্র। সে বিচার করিতে শিখিয়াছে; সে পছন্দ করিতে

* আমি কোন পতিপ্রাণা বিধবাকে ইহা পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"স্ত্রী-চরিত্র যে এইরূপ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। স্ত্রী-চরিত্র অন্যরূপ হইতে পারে আমি কল্পনাতেও ইহা অনুভব করিতে পারি না।"

শিখিয়াছে ; সে অ ন্যের সহিত স্বামীর তুলনা করে। সে কখনও বা স্বামীকে পছন্দ করে, কখনও বা ভাবে যে অন্যের সহিত বিবাহ হইলে সে সুখী হইত। হয়ত বা পিত্রালয়ের কোন যুবক তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে বালিকার হৃদয় অচল ও অটল। কিন্তু যুবতীর হৃদয় সন্দেহদোলায় সতত দোদুল্যমান। ফলতঃ স্বামিসম্বন্ধে পূর্ণতৃপ্তি বালিকারই সম্ভব, যুবতীর নহে। ইংরেজদের দেশে যুবতীবিবাহ হয়। ঐ যুবতীগণই প্রৌঢ়া হইয়া সংবাদপত্রে লেখেন—"Marriage is a failure" "বিবাহে সুখ নাই"। কিন্তু আমাদের দেশের বালিকারা এ কথা বলা দূরে থাকুক, বোধ হয় মনেও ভাবিতে পারে না।

যে বালিকা-বিবাহ পারিবারিক কুশল ও সম্প্রীতির সহায়, যাহার কল্যাণে পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম ও পবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পরিপুষ্ট হয়, যাহার কল্যাণে স্ত্রীর জীবন ধন্য হয়, যাহার কল্যাণে স্বামী অপার আনন্দ ও অসীম কল্যাণ লাভ করেন, কে তাহার নিন্দা করিবে? যে বালিকা-বিবাহে পরিবার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন ও শিথিলীকৃত হইতে পায় না, যাহার কল্যাণে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী একত্র সুখে অবস্থান করিতে পারে, যাহা স্বাভাবিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে উভয়ের মনোমত বস্তু প্রদান করিয়া উভয়ের কল্যাণ সাধন করে, কে তাহার নিন্দা করিবে? আরও দেখুন :—আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বালিকাদের শীঘ্র শীঘ্রই যৌবনোদ্গম হয়। যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত। কেননা যুবতীর চিত্ত

নানাদিকে আকৃষ্ট হয়। নানাস্থানে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং স্বামীর প্রতি তাহার তদ্গতচিত্ততা জন্মে না। শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনে তাহার ভক্তি জন্মে না। যৌবন-সুলভ গর্ব্ব ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যুবতী অনেক সময়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া নিজের ও অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ফেলেন। যুবতীর গৃহস্থালী শিখিবার সময় বা প্রবৃত্তি থাকে না। যে প্রেম-বিকারে জর্জ্জরিত সে কষ্টকর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে মন দিবে কিরূপে? ফলতঃ এক কথায় আমাদের ন্যায় দরিদ্রের দেশে, আমাদের ন্যায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের দেশে, আমাদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ জাতির দেশে যুবতীবিবাহ অশেষ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া আমার বোধ হয়।

কিন্তু বালিকা-বিবাহ বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, বালিকা স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াই স্বামিসহবাস করিবে। রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্বামিসহবাস নিতান্ত বিগর্হিত। রজোদর্শনের পর গর্ভাধান নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করিয়া পরে দারোপগমন করিবে ইহাই বিধি আছে। সকল শাস্ত্রেরই বিধান এই যে "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ", অর্থাৎ কেবল ঋতুকালেই স্ত্রীসঙ্গ করিবে। মেধাতিথি বলিয়াছেন—"তস্মাৎ ঋতৌ গমনবচনং অনৃতৌ প্রতিষেধার্থং" অর্থাৎ ঋতুকালে গমন করিবে ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অঋতুকালে (অর্থাৎ ঋতুকাল উপস্থিত না হইলে বা ঋতুকাল অতীত হইলে) স্ত্রীসহবাস করিবে না। মেধাতিথি স্থলান্তরে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন:—"বিবাহে নিবৃত্তে, সমুপযাতে দারচ্ছে, তদহরেব ইচ্ছয়া উপগমে প্রাপ্তে, তন্নিবৃত্ত্যর্থমিদমারভ্যতে। ন

বিবাহসমনন্তরং তদহরেব গচ্ছেৎ। কিংতর্হি ঋতুকালং প্রতীক্ষেত।”
মনু—বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২৬ পৃঃ।

অর্থাৎ—“বিবাহ হইলে, দারত্ব সংসাধিত হইলে, যদি ইচ্ছাবশতঃ কেহ সেই দিনে স্ত্রীসঙ্গ করিতে চান, তবে তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য এই কথা বলা যাইতেছে। বিবাহের পর সেইদিনেই স্ত্রীতে উপগত হইবে না। তবে কি করিবে? না ঋতুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে।” এতদ্ভিন্ন ঋতুর পরেও তিন দিন, দ্বাদশ দিন, ও দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার বিধি আছে। কোন কোন শাস্ত্রে এরূপও লিখিত আছে যে, ষোড়শবর্ষের ন্যূনে স্ত্রীতে উপগত হইবে না। * সুতরাং ইহা নিশ্চিত ও অবধারিত যে, অঋতুবতী স্ত্রীতে উপগত হওয়া মহাপাপ। কুমারী অবস্থায় নারীকে অগ্নি গন্ধর্ব্ব ও চন্দ্র ক্রমান্বয়ে উপভোগ করেন। সুতরাং কুমারী অবস্থায় কন্যা অশুচি থাকেন। অত্রি বলেন ঃ—

“পূর্ব্বং স্ত্রিয়ং সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চাৎ ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।”

অর্থাৎ “প্রথমে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও বহ্নি এই তিন দেবতা কন্যাকে উপভোগ করেন। পরে মনুষ্য তাহাকে উপভোগ করেন। স্ত্রীগণ ইহাতে কখনই দূষিত হন না”। এরূপ দূষিত না হইবার কারণ এই যে, “রজসা শুধ্যতে নারী, নদী বেগেন শুধ্যতি।”

---

* ভুজবল ভীম, শুশ্রুত, বাভট হইতে উদ্ধৃত বচনগুলি এই পুস্তকের “গর্ভাধান ও দারোপগমনবিধি” নামক অধ্যায়ে দেখুন।

অর্থাৎ নারী যদি মনোদুষ্টা হন, অথবা দেবকর্তৃক উপভুক্ত হন, অথবা কোন কারণে (যথা সন্তানপ্রসব প্রভৃতি) অশুচি হন, তাহা হইলে তিনি রজোদর্শন দ্বারা পবিত্রতা লাভ করেন। যে মহাপাপী রজোদর্শনের পূর্ব্বে কুমারীর অশুচি অবস্থায় তাহাতে উপগত হয় সে নিজের, নিজ পত্নীর ও সমাজের শত্রু। পত্নী পবিত্রা সুসংস্কৃতা হইলে তবে তাঁহাতে উপগত হইয়া সুপুত্র উৎপাদন করা যায়। কিন্তু যে নরপিশাচ ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস করে, তাহার সুপুত্র লাভের কিছুমাত্র আশা নাই। তদ্ভিন্ন ঐ অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ করিলে স্ত্রী নানাবিধ রোগে পীড়িত ও জর্জ্জরিত হন।* ঐরূপ স্ত্রী হইতে সুস্থ, বলবান বা ধার্ম্মিক্ পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। কোন কোন সময়ে বালিকার উপর ঐ বলাৎকার করায় তাহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। ফলতঃ যে পাপিষ্ঠ ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীসম্ভোগ করে সে অহিন্দু। বালিকাবিবাহে দোষ নাই। কিন্তু অঋতুমতী বালিকাতে উপগত হওয়া অহিন্দুত্বের পরিচায়ক। যাঁহারা সুপুত্রের মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা পত্নীকে সুস্থা, পবিত্রা, ধার্ম্মিকা, সুগৃহিণী করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কথনই এই লোকবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ মহাপাপে লিপ্ত হইবেন না। অঋতুমতী বধূ শ্বশুরালয়ে শ্বশ্রূ, ননদা, বা বড় জার নিকট শয়ন করিবেন। কি দুঃখ! কি পরিতাপ! হিন্দুসন্তান আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম এতদূর পরিত্যাগ

---

* ডাঃ Crombie বলিতেন রজোদর্শনের পুর্ব্বে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে ঐ স্ত্রী প্রায়ই "পিওরপ্যারেল ফিভার," "লিউকোরিয়া" প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়।

করিয়াছে যে, এই মহাপাপ নিবারণের জন্য আমাদিগকে নির্ব্বন্ধ-সহকারে লিখিতে হইতেছে। আর শুদ্ধ তাই কেন? অধঃপতিত হিন্দুসন্তানের ও হতভাগিনী হিন্দুকন্যার কল্যাণ ও রক্ষার জন্য ইংরাজরাজকে এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। যাহারা এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত ও অজিতেন্দ্রিয় তাহারা যে জনসমাজে হেয় ধিক্‌কৃত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বঙ্গবাসিগণ! এখনও সাবধান হও! ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা অভ্যাস করিয়া আর্য্যের ন্যায় আচরণ কর। অনার্য্যের ন্যায় আচরণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব ও কীর্ত্তির বিলোপ করিও না এবং আপনাদিগকে ও সমাজকে হীন ও কলঙ্কিত করিও না।

চতুর্থ অধ্যায়।

হিন্দুবিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধতা।

বাগদান, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, বিবাহহোম, লাজহোম, সপ্তপদী প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত অঙ্গের মধ্যে কাহার কিরূপ প্রাধান্য, কোন্ কোন্ অঙ্গ সম্পাদিত হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয়, এবং কোন্ কোন্ অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

বাগ্দান বিবাহের প্রথম অঙ্গ। বাগ্দানের সময় পিতা বরকে বলেন :—"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অরোগিণঃ অব্যঙ্গস্য অপতিতস্য অক্লীবস্য—অবিবাহাং অমুক গোত্রীং অমুকীং দেবীং কন্যাং দাতুং তবাহং প্রতিজানে।" অর্থাৎ "অদ্য অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে অমুক বারে অমুক গোত্রের অরোগী অহীনাঙ্গ, অপতিত, অক্লীব যে তুমি তোমাকে—আমার অবিবাহিতা অমুক গোত্রসম্ভূতা অমুকদেবীনামা কন্যা—সম্প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম।" কেহ বলেন, এই বাগ্দান পর্য্যন্ত হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল। কুল্লূক ভট্ট মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫২ শ্লোকের টীকাস্থলে বলিতেছেন—"যৎপুনঃ প্রথমসম্প্রদানং বাগ্দানাত্মকং তদেব ভর্ত্তুঃ স্বাম্যজনকং"—অর্থাৎ "বাগ্দানরূপ প্রথম সম্প্রদান হইয়া গেলে স্বামীর পতিত্ব জন্মে।" মেধাতিথিও বলেন

"প্রদানাদেব অসত্যপি বিবাহে স্বাম্যং উৎপদ্যতে" অর্থাৎ "শুদ্ধ বাগ্দান দ্বারাই বিবাহ না হইলেও স্বামীর স্বামিত্ব জন্মে।" কিন্তু রঘুনন্দন ইহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন "স্বাম্যকারণন্তু প্রদানং নতু বাগ্দানং" অর্থাৎ "বিবাহকালে কন্যা সম্প্রদানের পর স্বামীর স্বামিত্ব জন্মে। শুদ্ধ বাগ্দানে স্বামীর স্বামিত্ব জন্মে না।" যম আবার ইহাও বলেন না, তিনি বলেন—

> "নোদকেন ন বাচয়া কন্যায়াঃ পতিরিচ্যতে।
> পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে॥"

অর্থাৎ "উদকের দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করিলে অথবা বাগ্দান করিলে কন্যা পতিলাভ করেন না। পাণিগ্রহণ সংস্কারে সপ্তপদী শেষ হইলে তবে পতির পতিত্ব জন্মে।" এইরূপে কেহ বা বাগ্দানকে, কেহ বা সম্প্রদানকে, কেহ বা পাণিগ্রহণকে, কেহ বা সপ্তপদীকে বিবাহের সিদ্ধতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই মত-বৈষম্যের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় নিম্নে করা যাইতেছে।

যদি বর বা কন্যার কোন "দোষ" না থাকে অর্থাৎ যদি বর পতিত, হীনাঙ্গ, রোগী, বা ক্লীব প্রভৃতি না হন, এবং কন্যাও যদি পুনর্ভূ স্বৈরিণী প্রভৃতি না হন, তাহা হইলে বাগ্দানের পর বিবাহ ফিরিবে না। মেধাতিথি বলিয়াছেন—"এবং সগুণয়োঃ কন্যাবরয়োঃ ন অন্যোন্যেচ্ছয়া ত্যাগোস্তি প্রাগপি বিবাহাৎ" অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে, এবং বাগ্দানের পরে যদি বর বা কন্যার কোন দোষ বাহির না হয়, তবে তাহাদের পরস্পরের

সম্মতিক্রমে তাহারা বিবাহের পূর্ব্বেও পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে না। সম্প্রদান সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। যদি সম্প্রদানের পর বর বা কন্যার কোন দোষ বাহির হয়, তবেই বিবাহ ফিরিতে পারিবে, নতুবা নহে। পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ঐ সব অনুষ্ঠানের পর বর বা কন্যার দোষ বাহির হইলে বিবাহ ফিরিবে। কিন্তু ঐরূপ দোষ না থাকিলে বিবাহ ফিরিবে না। "দত্তামপি হরেৎ কন্যাং জ্যায়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ।" অর্থাৎ "বাগ্দত্তা বা জলদত্তা কন্যাকে নিকৃষ্ট পাত্রের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া উৎকৃষ্ট পাত্রে অর্পণ করা যায়।" কিন্তু সপ্তপদী শেষ হইয়া গেলে বর বা কন্যার দোষ সত্ত্বেও এবং বর ও কন্যাপক্ষের সম্মতিক্রমেও বিবাহ ফিরিবে না। মেধাতিথি বলিয়াছেন— "তস্মিন্ প্রক্রান্তে কন্যায়াঃ পদে কন্যা পিতুর্ব্বোঢ়ুর্ব্বা নানুশয়ো নাস্তি। উন্মাদবত্যাপি ভার্য্যা ন ত্যাজ্যা।" অর্থাৎ "সপ্তপদী হইয়া গেলে কন্যার পিতা বা বর আর বিবাহ সম্বন্ধে অমত করিতে পারিবেন না। কন্যা যদি উন্মাদ রোগাক্রান্তা হয়, তথাপিও সে বর্জ্জনীয় নহে।" রঘুনন্দন বলিয়াছেন "সপ্তমে তু পদে বরে দাননিবৃত্তের্গবাদিদ্রব্যদানবৎ নাস্ত্যপহারঃ" অর্থাৎ "যেমন গবাদি দান করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করা যায় না, সেইরূপ সপ্তপদী সম্বলিত দান কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে বিবাহ আর ফেরে না।" "বিবাহে তু কৃতে দোষবত্যা অপি নাস্তি ত্যাগঃ কন্যায়াঃ"—"সপ্তপদীর সহিত বিবাহ কার্য্য হইয়া গেলে দোষবতী কন্যাকেও পরিত্যাগ করা যায় না।"

এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণও আছে। বিবাহহোমের পূর্ব্বে অর্থাৎ সমস্ত বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কন্যা পিতারই সম্পত্তি থাকেন। "নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা"। অর্থাৎ যতক্ষণ পাণিগ্রহণ বা সপ্তপদী মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, ততক্ষণ কন্যা পিতারই সম্পত্তি থাকেন। এইরূপে সপ্তপদী বা পাণিগ্রহণ না হইলে কন্যার গোত্রান্তর হয় না। "স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে"। (লঘুহারীত) অর্থাৎ—সপ্তপদী হইলে কন্যা নিজ পিতৃগোত্রভ্রষ্ট হওয়া পতির গোত্র প্রাপ্ত হয়। কেহ বা বলেন—"প্রাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ" অর্থাৎ পাণিগ্রহণ হইলে কন্যা পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পতির গোত্র প্রাপ্ত হন। এ সমস্ত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে পাণি-গ্রহণ বা সপ্তপদীর পরে কন্যা সম্পূর্ণরূপে ও জন্মের মত পতির অধীন হয়। এই হইলে সাধারণ বিধি। কিন্তু হিন্দুরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চিরকালই অত্যন্ত অনিচ্ছুক। হিন্দুসমাজে এমন সাধু ও সদাশয় ব্যক্তি অনেক আছেন যাঁহারা বাগ্‌দানকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। বাগ্‌দানের পর বরে বিশেষ দোষ না দেখিলে তাঁহারা বিবাহের ব্যতিক্রম করেন না। "ন টলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।" সজ্জনের বাক্য কখন টলে না।

সংস্কৃতে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় ইংরেজ পণ্ডিতগণ অনেক বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হন। কোন কোন ইংরেজ-পণ্ডিত (যথা—Strange, Grady, প্রভৃতি) সপ্তপদীকে বাগ্‌-দানের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিচারপতি গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুন্দররূপে ইঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—"The walking of seven steps is the ceremony that completes marriage and it forms no part of the contract of betrothal... Betrothment is a revocable promise of marriage not constituting actual marriage, though such revocation would be improper if without a just cause......A contract of betrothal cannot be specifically enforced." P. 89, 90 and 92. Tagore Law Lectures.

Gurudas Banerjea.

অর্থাৎ "সপ্তপদী নামক অনুষ্ঠানে বিবাহের পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়। ইহা বাগ্‌দানের অঙ্গীভূত নহে।...বাগ্‌দান প্রকৃত বিবাহ নহে। ইহা অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা মাত্র। এ অঙ্গীকার পালন না করাও যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অঙ্গীকার প্রত্যাহার করা অনুচিত বটে...বাগ্‌দানে কাহাকেও আইন অনুসারে বাধ্য করা যায় না।" বোম্বাই ও কলিকাতার হাইকোর্টেও ঐ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, বাগ্‌দান, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি বিবাহের আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু সপ্তপদীতেই বিবাহের সিদ্ধতা বা পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। যতক্ষণ সপ্তপদী না হয় ততক্ষণ বিবাহ অসিদ্ধই থাকে। *

---

* সপ্তপদী, লাজহোম প্রভৃতি বৈবাহিক অনুষ্ঠান পরে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহের মন্ত্র নামক অধ্যায় দেখ।

বাগ্‌দান, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যদি কোন অনিয়ম ঘটে তাহা হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় কি না এক্ষণে তাহার বিচার করা যাইতেছে। সম্প্রদান বিবাহের মুখ্য অঙ্গ। যদি সম্প্রদানে কোন অনিয়ম ঘটে তবে বিবাহ অসিদ্ধ হয় কি না অগ্রে তাহারই বিচার করা যাউক। শাস্ত্র অনুসারে কেবল কয়েক জন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরই কন্যা সম্প্রদান করিবার অধিকার আছে। বিষ্ণু বলেন—

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা চেতি কন্যাপ্রদঃ। পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ।" অর্থাৎ প্রথমে পিতা, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে নিকট আত্মীয়, তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতা কন্যাদান করিবেন। কিন্তু ইঁহাদের সকলেরই প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। ইঁহাদের কেহ পতিত, উন্মত্ত প্রভৃতি হইলে তাঁহার কন্যাদানের অধিকার থাকিবে না।" অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি যাহা করেন তাহা অকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। রঘুনন্দন বলেন "অপ্রকৃতিস্থেন পিত্রাদিনা কৃতমপি অকৃতমেব।" অর্থাৎ "পিতা প্রভৃতি অপ্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহাদের কৃত কার্য্য অকৃতের ন্যায়।" অন্য অন্য ঋষিরা কন্যাদানাধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। যথা—

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥
মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যাং অপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ॥—নারদ।

অর্থাৎ "পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন। অথবা ভ্রাতা পিতার অনুমতি লইয়া কন্যাদান করিবেন। তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তদভাবে নিকট আত্মীয়, তদভাবে বন্ধু। এ সকলের অভাবে মাতা (প্রকৃতিস্থা থাকিলে) কন্যাদান করিবেন। মাতা অপ্রকৃতিস্থা হইলে কন্যার স্বজাতিগণ কন্যাদান করিবেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা। কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥" অর্থাৎ "পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, নিকট আত্মীয় ও জননী ইঁহারা কন্যাপ্রদ। প্রকৃতিস্থ থাকিলে ইঁহাদের প্রথমের অভাবে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের অভাবে তৃতীয়, তৃতীয়ের অভাবে চতুর্থ, চতুর্থের অভাবে পঞ্চম এইরূপে কন্যাদান করিতে পারিবেন।" ইঁহাদের সকলের অভাবে কন্যা নিজেই নিজের বর মনোনীত করিয়া লইবেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—গম্যন্ত্বভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরং অর্থাৎ "দাতার অভাব হইলে কন্যা স্বয়ং গম্য অর্থাৎ উপযুক্ত বরকে পতিত্বে বরণ করিবেন"।

এক্ষণে মনে করুন যেন কোন ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ হইয়া কন্যাদান করিয়াছেন। অথবা কন্যাদানের অনধিকারী ব্যক্তি কন্যাদান করিয়াছেন। অথবা যাঁহার কন্যাদানের প্রথম অধিকার তিনি কন্যাদান না করিয়া, যাঁহার দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অধিকার তিনি কন্যাদান করিয়াছেন। এরূপ ঘটনা ঘটিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে কি না ? ইহার উত্তর এই যে, সপ্তপদী না হইলে ঐরূপ বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু

সপ্তপদী হইয়া গেলে ঐরূপ বিবাহ ও অসিদ্ধ হইবে না। রঘুনন্দন বলেন—"যদিতু বিবাহো নির্ব্বৃত্তঃ তদা প্রধানস্য নিষ্পন্নত্বেন অধিকারিবৈকল্যান্ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ।" অর্থাৎ "যদি বিবাহ (সপ্তপদী দ্বারা) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তবে প্রধান কার্য্যই নিষ্পাদিত হইয়া গিয়াছে। তখন অধিকারীর (কন্যাদানাধিকারীর) দোষ থাকিলেও বিবাহ আর ফিরিবে না।" সম্প্রদান সম্বন্ধে যে নিয়ম, বাগ্‌দান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাই। যদি সপ্তপদী হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে সহস্র ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বিবাহ ফিরিবে না। এমন কি যদি সগোত্রা, সমানার্ষপ্রবরা কন্যারও সপ্তপদী হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও বিবাহ ফিরিবে না।

এক্ষণে অনেকে মনে করিতে পারেন যে যদি এরূপই হয় তবে ত বড় ভয়ের কথা। মনে করুন বল বা প্রতারণা পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদত্তা হইল এবং কৌশলে তাহার সপ্তপদীও হইয়া গেল। এস্থলে যদি বিবাহ না ফেরে তবে ত ঘোর অত্যাচার অবিচারের কথা। সত্য; কিন্তু যদি বিবাহ ফিরিবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে আরও ঘোর অবিচার ও অত্যাচার হইত সন্দেহ নাই। কেননা, যদি বিবাহ ফিরিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে অনেকে মিথ্যা করিয়া বিবাহে অনিয়ম হইয়াছে বলিয়া বিবাহভঙ্গের জন্য নালিশ আদি করিতে পারে; যথেচ্ছাচার পুরুষ, যথেচ্ছাচারিণী নারী মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপ

হওয়াই সম্ভব। কিন্তু কেহ বল বা প্রতারণাপূর্ব্বক নিজের কন্যা বা ভগিনী, ভাগেনেয়ী প্রভৃতিকে অপাত্রে দান করিবে ইহা অপেক্ষাকৃত অসম্ভব। কেননা এইরূপ দান করিলে সে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দিত হইবে এবং তাহাকে জাতিচ্যুত হইয়া একঘরে হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বাগ্‌দান ও সম্প্রদানের মধ্যে অনেকটা সময় থাকে। সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণের মধ্যে কতকটা সময় থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে বরকন্যার দোষাদোষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে ও হইয়াও থাকে। ফলতঃ এতকাল ধরিয়া হিন্দুর বিবাহ হইতেছে; কিন্তু আজি পর্য্যন্ত বিবাহঘটিত বল বা প্রতারণাসূচক একটিও মোকদ্দমা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন:—"Happily, the question as to the validity of informal marriages among the Hindus has seldom been raised". T. L. L. P. 103. "সৌভাগ্যবশতঃ বিবাহে অনিয়ম থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইবে কি না এ বিষয়ে অতি অল্পই মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়াছে।" হিন্দুসন্তান এখনও এত অধঃপতিত হয় নাই যে, ধনলোভে ইহারা জামাতার বা কন্যাস্থলীয় কাহারও অহিত সাধন করিবে। আর যদিও তাহাই হয়, তাহা হইলেও শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে। ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া যদি কোনও স্থানে ঠকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, সাংসারিক সুখ বা কল্যাণ কামনা করা হিন্দুসন্তানের পক্ষে অকর্ত্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

বহু বিবাহ ; অথবা এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান।

বহু বিবাহ দুই প্রকার। এক স্ত্রী কর্তৃক বহুপতি বিবাহ ; Polyandry বা বহুকর্তৃকাত্ব ; এবং এক পতি কর্তৃক বহুস্ত্রী-বিবাহ ; Polygamy—বহুপত্নীকত্ব। কীট পতঙ্গাদির মধ্যে বহুভর্তৃকা স্ত্রী দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে পুরুষ প্রবল সুতরাং উহাদের মধ্যে বহুপত্নীক পতি দৃষ্ট হয়। "The females of mammals being always weaker than the males, no sexual association comparable to polyandry, is possible in their class, since, even if she wished it, the female could not succeed in collecting a seraglio of males. But as to polygamy, it is quite different and this is very common with mammals." Ev. of Mar. P. 31. অর্থাৎ "স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী চিরকালই দুর্ব্বল। এজন্য উহাদের মধ্যে স্ত্রী বহুভর্তৃকা হইতে পারে না। ইচ্ছা থাকিলেও উহাদের স্ত্রীগণ বহুপতিকে নিজ অধীনে রাখিতে পারে না। কিন্তু বহুপত্নীকতার কথা স্বতন্ত্র। স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে

বহুপত্নীকতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।" যে সকল জন্তু স্তন্যপায়ী, অর্থাৎ কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, হস্তী, মৃগ, বাঁদর, বনমানুষ প্রভৃতি—সকলেই দলবদ্ধ হইয়া থাকে। এবং ইহাদের মধ্যে একটি পুরুষ (male) বহু স্ত্রী পরিবৃত হইয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জন্তু "collects around him from thirty to forty females." কোন জন্তু বা "forms a harem numbering sometimes a hundred females." অর্থাৎ কোন কোন জাতিতে একটি পুরুষের অধীনে ত্রিশ, চল্লিশটি এবং কোন কোন জাতিতে একটি পুরুষের অধীনে ১০০টি স্ত্রী পর্য্যন্ত থাকে। এই যে এতগুলি স্ত্রী ইহাদের মধ্যে অনেকেই পতির প্রতি অনুরাগবতী হইয়া থাকে। "Nevertheless the females are affectionate to him, and the most zealous among them prove it by assiduously picking the lice from him which with monkeys is a mark of great tenderness.—Ev. of Mar. P. 33. অর্থাৎ "বানরের মধ্যে বহু স্ত্রী সত্ত্বেও স্ত্রীগণ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হয়। যাহারা বিশেষ অনুরাগবতী তাহারা পুরুষের দেহ হইতে উকুন বাছিয়া দেয়। উকুন বাছা বানরের মধ্যে বিশেষ অনুরাগের চিহ্ন।"

শাস্ত্রকারগণ স্বভাবের অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক, আমাদের মধ্যে বহুভর্তৃকাত্ব নিষিদ্ধ, কিন্তু বহু পত্নীকত্ব নিষিদ্ধ নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ।" ৩, ২, ২৩। অর্থাৎ "এক স্বামীর বহু জায়া হইয়া থাকে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি হয় না।" তাৰ্ত্তিরীয় কৃষ্ণযজুসংহিতায় লিখিত আছে—"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাৎ একো দ্বে জায়ে বিন্দেত।" (কাণ্ড ৬, অধ্যায় ৬, অনুবাক্ ৪), অর্থাৎ—"যেমন একটি যূপে (হাঁড়িকাঠে) দুইটি দড়ি বাঁধা যাইতে পারে, সেইরূপ এক স্বামীর দুই স্ত্রী হইতে পারে।" মহাভারতেও লিখিত আছে:—"ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাং"—অর্থাৎ "মনুষ্যের পক্ষে বহু পত্নী বিবাহ করায় অধর্ম্ম নাই"। বিচিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী দুই পত্নী ছিল। রাজা উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামক দুই পত্নী ছিল। রাজারা দিগ্বিজয় বা মৃগয়া করিতে গেলে প্রায়ই দুই একটি পত্নী সঙ্গে না করিয়া ফিরিতেন না। কিন্তু এইরূপ বিবাহ ধর্ম্মবিবাহ মধ্যে গণ্য হইত না। ক্ষত্রিয়গণ রতিসুখার্থে এইরূপ বিবাহ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরূপ বিবাহ চিরকালই বিরল ও অনাদৃত ছিল। বেদে দম্পতী এই কথারই বারংবার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগবেদে ২য় মণ্ডলে ৩৯ সূক্ত ২ ঋকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলা হইতেছে—"শুভ্ভমানে দম্পতীব"—অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সঙ্গত হইয়া যেমন শোভমান হয়, তোমরাও তদ্রূপ, অর্থাৎ জায়া ও পতির ন্যায় তোমরা অবিচ্ছিন্ন। এস্থলে এক স্ত্রীর সহিত এক পুরুষের মিলনের কথাই হইতেছে। ঋগবেদ হইতে Muir সাহেব এইরূপ

মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত মাণ্ডলিক ।এ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—Although the existence of more than one wife is recognised by the Vedas, it seems that such a custom was looked upon with disfavour ; for there is no one word signifying a husband with many wives, corresponding with Dampati which occurs so frequently." Mandalik's Hindu Law, P. 399. অর্থাৎ "বেদে এক স্বামীর বহু পত্নীর বিধি আছে সত্য ; কিন্তু বোধ হয় এই প্রথা বৈদিক সমাজে আদৃত হইত না। বেদে এমন কোন একটি কথা নাই যাহা দ্বারা বহুপত্নীক কথা বুঝাইতে পারে। কিন্তু এক স্ত্রীর এক পতি বা এক পতির এক স্ত্রী অর্থে দম্পতী কথা অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। স্মৃতিকারগণ অন্য স্থলের ন্যায় এস্থলেও বেদেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। দক্ষ বলেন—

"প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥"

অর্থাৎ "প্রথমা পত্নী ধর্ম্মের সাহায্যকারিণী হন। দ্বিতীয়া পত্নী রতিসুখ উৎপাদন করেন। দ্বিতীয়া পত্নী দৃষ্ট অথবা ঐহিক সুখ সম্প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অদৃষ্ট বা পার-লৌকিক সুখপ্রদানে অক্ষম।" বোম্বাই অঞ্চলে দ্বিতীয়া পত্নীকে

কোন কোন মঙ্গলকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে দেওয়া হয় না। "Nor will his second wife be allowed to participate in various customary auspicious ceremonies." Mandalik, Hindu Law, P. 398. অর্থাৎ "অনেক মাঙ্গলিক আচারে দ্বিতীয়া পত্নী যোগ দিতে পারেন না।" আমাদের দেশেও এইরূপ প্রথা দেখিয়াছি। দ্বিতীয়া পত্নী বিবাহের সময় এয়ো হইতে পারেন না। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে যাঁহারা ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবেন, (সকলেরই এইরূপ করা উচিত) তাঁহারা কদাচ এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন না। দক্ষ বলিয়াছেন :—

"অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
স জীবনান্তে স্ত্রীত্বঞ্চ বন্ধ্যাত্বঞ্চ সামাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ "যৌবনে যে ব্যক্তি অদুষ্টা ও অপতিতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে সে জীবনান্তে বন্ধ্যা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।" আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"পুত্রবত্যাস্তু তস্যাং ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।" অর্থাৎ "যদি ভার্য্যা ধার্ম্মিকা, পুত্রবতী ও পুত্রসম্পন্না হন, তাহা হইলে অন্যদার পরিগ্রহ করিবে না। কিন্তু যদি ভার্য্যা বন্ধ্যা বা অধার্ম্মিকা, অপুত্রপালিনী (অর্থাৎ যদি তাঁহার পুত্র সমস্তই মৃত হইয়া থাকে) হন, তাহা হইলে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবে।"

কোন্ অবস্থায় পত্নী বিদ্যমানেও পত্ন্যন্তর গ্রহণ করা যাইতে পারে শাস্ত্রে তাহারও বিধি আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তাবন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা।
অধিবিন্না তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোহন্যথা ভবেৎ॥

অর্থাৎ—"যে স্ত্রী সুরা পান করে, যে স্ত্রী দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্তা, যে স্ত্রী মিথ্যা শাঠ্য প্রভৃতি দোষজড়িতা, যে স্ত্রী বন্ধ্যা, যে স্ত্রী অর্থনাশকরী, যে স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী, যে স্ত্রী কেবল কন্যা সন্তানই প্রসব করে, এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা করে, সে স্ত্রী সত্ত্বেও অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে। কিন্তু অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলেও ঐ প্রথমা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিবে। উহাকে ভরণ পোষণ না করিলে মহাপাপ হয়।" (এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী বিবাহ করার নাম অধিবেদন; এবং প্রথমা স্ত্রীকে অধিবিন্না বলে।)—

বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে:—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তব্যা নবমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

অর্থাৎ—"স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বিবাহের পর আট বৎসর অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে। স্ত্রী মৃতবৎসা হইলে নয় বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। স্ত্রী যদি কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করে তাহা হইলে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালবিলম্ব না করিয়া অন্যদার পরিগ্রহ করিবে। (এ স্থলে অপ্রিয়বাদিনী বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রী নিতান্ত কলহপ্রিয়া হইয়া পতির ও গুরুজনের প্রতি সর্ব্বদা রূঢ় ও কর্কশ কথা বলিতেছে।)

ব্যাস বলিয়াছেন :—

"ধূর্ত্তাঞ্চ ধর্ম্মকামঘ্নীং অপুত্রাং দীর্ঘরোগিনীং ।
সুদুষ্টাং ব্যসনাসক্তামহিতাং অধিবাদয়েৎ।
অধিবিন্নামপি বিভুঃ স্ত্রীণাং তু সমতা মিয়াৎ ॥"

অর্থাৎ—"যে স্ত্রী ধূর্ত্তা, যে স্ত্রী পতির ধর্ম্ম বা কামের প্রতিকূলাচরণ করে, যে স্ত্রী অপুত্রা, যে স্ত্রী দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগগ্রস্তা, যে স্ত্রী অত্যন্ত দুষ্ট-প্রকৃতি, যে স্ত্রী ব্যসনাসক্তা, যে স্ত্রী পতির অহিতকারিণী, সে স্ত্রী জীবিতসত্বেও পতি পুনরায় বিবাহ করিবে । স্বামী সক্ষম হইলে অধিবিন্না স্ত্রীকেও অন্য স্ত্রীর ন্যায় সুচারুরূপে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিবে ।

মনু বলেন :—

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯।৮০-৮১।

অর্থাৎ—যদি স্ত্রী মদ্যপা, দুঃশীলা, পতির অপ্রিয়কারিণী, রোগিনী, হিংস্রা (পতির অনিষ্টকারিণী) অথবা সর্ব্বদা পতির অর্থ-নাশিনী হয়, তবে অধিবেদন করিবে। (অবশিষ্টাংশ পূর্ব্বপৃষ্ঠায় অনুবাদিত হইয়াছে)।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বা স্থল ভিন্ন পত্নী সত্বে অন্য পত্নী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কুলীনেরা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা

কিরূপে শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বহু বিবাহ করিতেন তাহা বুঝা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদিতে ব্রাহ্মণ একটি সবর্ণা ও দুইটি অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিতেন। কলিতে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ। তাই কুলীনগণ সবর্ণা বিবাহ করিতেন। এ অনুমানের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার বোধ হয়, কুলীনগণ সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিত। এবং অনেক সময়ে কুলীনেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরূপ বাধ্য হইয়াই বহু বিবাহ করিতেন। যে কারণেই হউক, কুলীনেরা বহুবিবাহ করিয়া নিজেদের ও নিজপত্নীদের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতেন; এবং সেই পাপেই তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ অশেষ কষ্টের ভাগী হইয়াছেন। সে যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ বহু বিবাহের প্রতি লোকের এক্ষণে সম্পূর্ণ অনাস্থা জন্মিয়াছে। কালে এ অনাস্থা আরও ঘনীভূত হইবে এবং বহুবিবাহ কেবল কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু অপুত্রক ব্যক্তির পক্ষে বিধান স্বতন্ত্র। অপুত্রক ব্যক্তির বিবাহ করা কর্ত্তব্য ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমাদের সমাজে স্ত্রীগণ অবলা ছিলেন, তখন অপুত্রক ব্যক্তি বিবাহ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীগণ প্রবলা হওয়াতে পুরুষগণ আর সাহস করিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ইহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দূষণীয়। পুত্র অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন :—

"ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চ জীবতোমুখং ॥
অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকা নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি ॥"

অর্থাৎ "পিতা যখন জীবিত পুত্রের মুখাবলোকন করেন, তখনই তাঁহার পিতৃ-ঋণ মোচন হয় এবং তখনই তাঁহার স্বর্গে গমনের অধিকার হয়। যে পুত্রবান্, স্বর্গে তাঁহার বহু উচ্চ উচ্চ লোকে বাসাধিকার জন্মে। কিন্তু যে অপুত্রক তাহার কোথাও স্থান নাই।"

বৃহৎপরাশরে লিখিত আছে :—

"বৃথা জন্মানি চত্বারি——
অপুত্রস্য বৃথা জন্ম যে চ ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
দরিদ্রস্য বৃথা জন্ম ব্যাধিতস্য তথৈবচ ॥

অর্থাৎ "বৃথা জন্ম চারি প্রকার—যে অপুত্রক, যে অধার্ম্মিক, যে দরিদ্র এবং যে রোগী তাহাদের জন্মই বৃথা।"

"অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ স্ত্রিয়োঽপি পুরুষোঽপি বা।
তেষামপি চ দেয়ং স্যাৎ একোদ্দিষ্টং ন পার্ব্বণং" ॥ বৃহৎপরাশর।

অর্থাৎ "যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে তাঁহাদের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হইতে পারে না।" মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন "অনপত্যা তু যা নারী নাশ্নীয়াৎ তদ্‌গৃহেঽপি বা।" "যে নারী পুত্রহীনা তাহার গৃহে ভোজন করিবে না।" মনু বলিয়াছেন "পুত্রেণ লোকান্ জয়তি, পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পৌত্রস্য পুত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি

বিষ্টপং।" ৯। ১৩৭। অর্থাৎ "পুত্র হইলে দশ লোক, পৌত্র হইলে অনন্ত স্বর্গ, এবং প্রপৌত্র হইলে আদিত্য লোক প্রাপ্তি হয়।" বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে "জ্যোতিঃ পরম্পুত্র ইহাপ্যমুত্র" অর্থাৎ "পুত্র ইহলোকে ও পরলোকে পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ। পুরাণে লিখিত আছে যে দণ্ডপাল অপুত্রক বলিয়া স্বর্গবাস হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বেতাল ও ভৈরব পুত্রমুখসন্দর্শন করিয়া তবে স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সস্কৃতশাস্ত্রে সর্ব্বত্র পুত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে পিতার অধিকাংশ সদ্‌গুণে পুত্রই অধিকারী হন; ডারউইন, Descent of Man নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—Two rules often hold good, namely that variations which first appear in either sex at a late period of life tend to be developed in the same sex alone. Whilst variations which first appear in early life in either sex tend to be developed in both sexes...The very same characters such as deficient or supernumery digits, colour blindness &c., may with mankind be inherited by the males alone in one family and in another family by the females alone; though in both cases transmitted through the opposite as well as the same sex······Gout is generally caused by intemperance after early youth and is trans-

mitted from the father to his sons in a much more marked manner than to his daughters." Descent of Man, Vol. I. pp. 285, 286, & 293. "অর্থাৎ দুইটি নিয়ম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যথা—পুরুষে বা স্ত্রীতে যে সকল পরিবর্ত্তন অধিক বয়সে ঘটে, সেগুলি পুরুষের বেলায় পুত্রে, ও স্ত্রীর বেলায় কন্যায় সঞ্চারিত হয়। কিন্তু যে পরিবর্ত্তনগুলি অল্প বয়সে ঘটে, সে গুলি পুরুষের ও স্ত্রীর বেলায় পুত্র ও কন্যা অথবা কন্যা ও পুত্র এ উভয়েই পুত্রকন্যানির্ব্বিশেষে সঞ্চারিত হয়। হীনাঙ্গতা, অতিরিক্তাঙ্গতা, বর্ণান্ধতা প্রভৃতি অল্প বয়সেই ঘটে। এগুলি কোন পরিবারের মধ্যে পুত্রে ও কোন পরিবারের মধ্যে কন্যায় সঞ্চারিত হয়। বাপের বা মায়ের এ সমস্ত দোষগুলি পুত্র বা কন্যা এ উভয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু বাতব্যাধি যৌবনে অধিক পরিমাণে সুরাপান করার ফল। এই দোষটী কন্যায় ততদূর সঞ্চারিত হয় না, পুত্রেই হয়।" আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বিক্রম আমরা অধিক বয়সেই অর্জ্জন করি। এগুলি আমাদের পুত্রেই সঞ্চারিত হইবার কথা। মাতার সতীত্ব, ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ অধিকবয়সে অর্জ্জিত হয়, তাহা কন্যাতেই সংক্রামিত হইবার কথা। যে পুত্র পিতার সদ্‌গুণ প্রভৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহার প্রাধান্য হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত। এ সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অপুত্রক ব্যক্তির পুত্রোৎপাদনার্থে দারপরিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অবশ্য স্ত্রীগণ বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের প্রেমোদ্ভাসিতা স্ত্রীগণ

সকল সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু সপত্নী-ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু আমি যাঁহাদিগকে এ সমস্ত কথা বলিতেছি তাঁহারা হিন্দুরমণী—দয়া, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আধার। তাঁহারা পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা। পতির মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কি না করিতে পারেন? তাঁহারা জানেন যে পতির যে গতি, তাঁহাদেরও সেই গতি। পতির সদ্গতিতে তাঁহাদেরই সদ্গতি। যাঁহারা হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আরোহণ করিতে পারেন, যাঁহারা মৃত পতির মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাবজ্জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে পারেন; তাঁহারা যে পতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সামান্য সপত্নী-ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না, ইহা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। যদি পতির ভ্রাতার পুত্র থাকে, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারাই পুত্রবান হন, সুতরাং সে স্থলে তাঁহার আর বিবাহ করা নিষ্প্রয়োজন হয়। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন :—

বহূনামেকজাতানাং একশ্চেৎ পুত্রবান্ নরঃ।
সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রবন্ত ইতি শ্রুতঃ॥

অর্থাৎ "অনেকগুলি সহোদরের মধ্যে যদি একটিরও পুত্র থাকে, তবে সেই একটি পুত্র দ্বারাই সকল ভ্রাতা পুত্রবান্ হন।" কিন্তু যে স্থলে পতির ভ্রাতাগণও অপুত্রক, সে স্থলে পত্নী পতির দারান্তর গ্রহণে অন্যমত করিবেন না। সপত্নীর পুত্রও যে, নিজের পুত্রও সে। মনু বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্বাসাং একপত্নীনাং একা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥" ৯। ১৮২।

অর্থাৎ "যদি সপত্নীগণের মধ্যে একটিও পুত্রবতী হন, তবে সেই এক পুত্র দ্বারা সকল সপত্নীই পুত্রবতী হন।" ফলতঃ বংশরক্ষা ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। অল্পাধিক অসুবিধার জন্য এই কার্য্যে অবহেলা করা বা বাধা দেওয়া উচিত নহে। যদি বলেন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেই ত চলে। বিবাহের প্রয়োজন কি? চলে সত্য। কিন্তু আপনার মস্তিষ্কে আপনার বংশজাত, বা স্বোপার্জ্জিত যে সমস্ত শক্তি বা গুণ নিহিত আছে ঔরস পুত্র ভিন্ন সে গুলি রক্ষা করার উপায়ান্তর নাই। পোষ্যপুত্র পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু পৈতৃক শক্তি, পৈতৃক শিক্ষা, পৈতৃক সদ্‌গুণ প্রভৃতি ঔরস পুত্র ভিন্ন আর কে রক্ষা করিতে পারে? এই সকল কারণে অপুত্রক ব্যক্তির স্ত্রী সত্ত্বেও দার গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমার বোধ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মৃতদার ব্যক্তির পত্ন্যন্তরগ্রহণ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা।

এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ হারীতে লিখিত আছে :—

দগ্ধব্যা সাগ্নিহোত্রেণ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বং মৃতা তু যা।
স্বাংশমগ্নিং সমাদায় ভর্ত্তা পূর্ব্ববদাচরেৎ॥
কৃত্বা কুশময়ীং পত্নীং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ।
জুহুয়াদগ্নিহোত্রং তু পঞ্চযজ্ঞাদিকং তথা॥
অথবা প্রব্রজেৎ বিদ্বান্ কন্যাং বাপি সমুদ্বহেৎ।
গৃহস্থো বা বনস্থো বা যতির্ব্বাপি ভবেদ্দ্বিজঃ।
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু যাবজ্জীবং দ্বিজোত্তমঃ॥

"বিবাহ-হোমের সময় যে অগ্নি সঞ্চিত হয়, তাহাতে স্বামীর এক অংশ ও স্ত্রীর এক অংশ থাকে। স্ত্রীর অংশের অগ্নি দ্বারা স্ত্রীকে দাহ করিবে এবং নিজ অংশের অগ্নি সাবধানে রক্ষা করিয়া স্বামী পূর্ব্ববৎ সমস্ত গৃহ কার্য্য করিবেন। একটি কুশময়ী পত্নী নির্ম্মাণ করিয়া তিনি যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনগমনও করিতে পারেন। অথবা তিনি পুনরায় বিবাহও করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে হয় গৃহস্থ, নয় বানপ্রস্থ, নয় ভিক্ষু এই তিনটির যে কোন একটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া

থাকিতে হইবে। দ্বিজগণ কখনও অনাশ্রমী হইয়া বাস করিবেন না।" ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ। যৌবনে বা অপুত্রক অবস্থায় পত্নী-বিয়োগ হইলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। প্রৌঢ়ে অথবা সপুত্রক অবস্থায় পত্নী বিয়োগ হইলে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু আশ্রম অবলম্বন করা বিধেয়।

সপুত্রক ব্যক্তি বয়সের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না রাখিয়া নিজশক্তি বা প্রবৃত্তি অনুসারে বিবাহ করিতে বা না করিতে পারেন। অপুত্রক ব্যক্তির বিবাহ করাই বিধি।

অপুত্রক যুবা-স্বামীর পক্ষে যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

"দাহয়িত্বা'গ্নিহোত্রেণ স্ত্রিং বৃত্তবতীং পতিঃ।
আহরেৎ বিধিবৎ দারান্ অগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্॥

১৮ অধ্যায় ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ—"সুশীলা স্ত্রীকে পতি বিবাহ-হোম-সঞ্চিত অগ্নি দ্বারা দাহ করিয়া, অবিলম্বে যথাবিধি ভার্য্যা ও বৈবাহিক অগ্নি পুনরায় আহরণ করিবেন।" ঐ ঐ স্থলে মনুও ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

এবং বৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ব্বমারিণাং।
দাহয়েদ'গ্নিহোত্রাভ্যাং যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ॥
ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥ মনু ৫।১৬৭-১৬৮।

অর্থাৎ "সাধ্বী সবর্ণা স্ত্রীর অগ্রে মৃত্যু হইলে দ্বিজগণ তাহাকে বিবাহসঞ্চিত অগ্নি দ্বারা যজ্ঞপাত্র সহিত দাহ করিবেন। ঐরূপে ভার্য্যার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ ও

বৈবাহিক অগ্নি সঞ্চয় করিবেন।" সপুত্রক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি সম্বন্ধে কাত্যায়ন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

মৃতায়ামপি ভার্য্যায়াং বৈদিকাগ্নিং ন হি ত্যজেৎ।
উপাধিনাপি তৎকর্ম্ম যাবজ্জীবং সমাপয়েৎ ॥
রামোঽপি কৃত্বা সৌবর্ণ্যাং সীতাং পত্নীং যশস্বিনীং।
ঈজে যজ্ঞৈর্ব্বহুবিধৈঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুত ॥

অর্থাৎ "পত্নীর মৃত্যু হইলে কদাপি বৈদিক অগ্নি ত্যাগ করিবে না। মৃত পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত যাবজ্জীবন ঐ অগ্নি রক্ষা করিয়া সমস্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে। রামচন্দ্রও স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।" এই সমস্ত ব্যবস্থা হইতে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইতেছে।

১। পঞ্চাশের পূর্ব্বে পত্নী বিয়োগ হইলে অপুত্রক ব্যক্তি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন।

২। পঞ্চাশের পূর্ব্বে পত্নী বিয়োগ হইলে সপুত্রক ব্যক্তি ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ও শক্তি অনুসারে দার পরিগ্রহ করিতেও পারেন, না করিলেও পারেন।

৩। পঞ্চাশের পর পত্নী বিয়োগ হইলে কি অপুত্রক, কি সপুত্রক কোন দ্বিজই আর দার পরিগ্রহ করিবেন না। শূদ্রাদি সম্বন্ধে ঐ অবস্থায় দারপরিগ্রহ করা বা না করা ইচ্ছাধীন।

শাস্ত্রীয় বিধান এইরূপ। কিন্তু সপুত্রক প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে বোধ হয় বিবাহ না করাই প্রশস্ত। প্রবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা

নিবৃত্তিমার্গই প্রকৃষ্ট। বিশেষতঃ পুত্রগণের মুখাপেক্ষা করিয়া বিবাহ না করাই ভাল। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতৃহীন হইয়াছে তাহাদিগকে পিতৃহীন করাও * নিষ্ঠুরের কার্য্য। প্রৌঢ়াবস্থায় যুবতী ভার্য্যার মনোরঞ্জন করা বা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা দুঃসাধ্যও বটে। তদ্ভিন্ন যে সমাজে বিধবা স্ত্রীগণ বাল্যেই ব্রহ্মচর্য্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সে সমাজে পুরুষগণ (সপুত্রক হইলে) প্রৌঢ়েও যদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে অতি বিসদৃশ দেখায়। এই সমস্ত কারণে অন্ততঃ প্রৌঢ় ও সপুত্রক মৃতদার ব্যক্তির আর বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার বোধ হয়।

---

* বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় পতি যুবতী ভার্য্যার অনুরক্ত হইয়া পূর্ব্ব পক্ষের পুত্রগণের প্রতি মমতাহীন হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। এবং সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞদিগের অভিপ্রায়।

ম্যাকনাটন সাহেব বলেন, "হিন্দুর বিবাহ যে শুদ্ধ সামাজিক অঙ্গীকার বা চুক্তি তাহা নহে। ইহা একটি সংস্কারবিশেষ।" Hindu Law. P. 60. কাউয়েল সাহেব বলেন "হিন্দুর বিবাহ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গীকারও বটে, ধর্ম্মসংস্কারও বটে।" Tagore Law Lectures. 1870. বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "এক অর্থে বিবাহ প্রকৃত অঙ্গীকার বটে। বিবাহের সময় বরকন্যা যাবজ্জীবনের জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের নিকট কতকগুলি অঙ্গীকার বা প্রতীজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হন।" T. L. L. pp. 111-112. বিবাহ যে একটি প্রধান ধর্ম্মসংস্কার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ও বলেন "বিবাহ সামাজিক অঙ্গীকারও বটে, ধর্ম্মসংস্কারও বটে। অতএব আধুনিক আইনজ্ঞদের অভিপ্রায়ানুসারে বিবাহকে অঙ্গীকার (contract) ও সংস্কার (sacrament) উভয়ই বলিতে হইতেছে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে বিবাহ অঙ্গীকার ও সংস্কার এই উভয় পদেরই বাচ্য কি না?

বিবাহ যে একটি প্রধান সংস্কার তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সকল শাস্ত্রেই বিবাহ সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সংস্কার কয়টি ও কি কি, স্ত্রী শূদ্রাদির সংস্কার কয়টি বা কি কি, এ সমস্ত মীমাংসা সম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞ মহাশয়েরা দু একটি দারুণ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। আমরা অগ্রে সেই ভ্রমগুলির যথাসাধ্য নিরসন করিতেছি।

কাউয়েল সাহেবের তালিকা অনুসারে সংস্কার দশবিধ; যথা, গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সাবিত্রী, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ। বন্দ্যোপধ্যায় মহাশয়ের তালিকাতেও এই কয়েকটি সংস্কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও কাউয়েল সাহেব উভয়েই কোল্‌ব্রুকের Digest এর উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ তালিকা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যেথান হইতেই ঐ তালিকার উৎপত্তি হইয়া থাকুক, উহা ভ্রমাত্মক এবং উহা অনুক্তি (omission) ও অত্যুক্তি (commission) উভয় প্রকার দোষ-দূষিত। কারণ এই তালিকায় পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, কর্ণবেধ, অগ্ন্যাধান প্রভৃতি অতি গুরুতর সংস্কারগুলির নামোল্লেখ নাই। অথচ সাবিত্রী ও উপনয়ন এই দুইটিকে দুইটি বিভিন্ন সংস্কার বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু সাবিত্রী অর্থে উপনয়ন। Monier Williams তৎকৃত অভিধানে সাবিত্রী অর্থে—investiture with the thread অথবা উপনয়ন লিখিয়াছেন। মেধাতিথি বলিয়াছেন "সাবিত্রী শব্দেন...উপনয়নাখ্যং কর্ম্ম লক্ষ্যতে।" কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন

"সাবিত্র্যর্থে বচনং উপনয়নং"। মনুসংহিতা বঙ্গবাসী সংস্করণ ৫৪ পৃঃ। ফলতঃ উপনয়ন ও সাবিত্রী একার্থবোধক। এই দুইটিকে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

সে যাহা হউক, দেখা গেল যে, সংস্কার সম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞ মহাশয়দের উপর নির্ভর করা যায় না। হিন্দুর ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা রঘুনন্দন ও ভবদেব পণ্ডিতের পদানুসরণ করিয়া থাকি। তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে সংস্করণ দ্বাদশবিধ যথা,—বিবাহ, গর্ভধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন। মহর্ষি ব্যাস নিজ সংহিতাতে আবার ষোড়শবিধ সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

১ ২ ৩ ৪
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
৫ ৬ ৭ ৮
নামক্রিয়া নিষ্ক্রামণোঽন্নাশনং বপনক্রিয়া॥
৯ ১০ ১১
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভক্রিয়াবিধি।
১২ ১৩ ১৪ ১৫
কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ।
১৬
ত্রেতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শাঃ স্মৃতাঃ।

ইহাদের মধ্যে গর্ভাধান রজোদর্শনের পর। পুংসবন তৃতীয় মাস গর্ভের সময় ; ইহা দ্বারা গর্ভস্থ শিশু পুরুষ হউক দেবতাদিগের

নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়। অষ্টম মাসে সীমন্ত করিতে হয়—গর্ভস্থ পাপ প্রশমনের জন্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই জাতকর্ম্ম করিতে হয়। সন্তান ৪ মাসের হইলে তাহাকে গৃহ হইতে প্রথম বাহির করা হয়। তৎপরে শিখা ব্যতীত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন; কুলপ্রথা অনুসারে ইহা যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে। কর্ণবেধ—ইহাও কুলপ্রথা অনুসারে চূড়াকরণের পর যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে। তৎপরে ব্রতাদেশ। ইহাও কুলপ্রথা অনুসারে চূড়াকরণের পর যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে। তৎপরে ব্রতাদেশ। ইহাও কুলপ্রথা অনুসারে কর্ণবেধের পর যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে। তৎপরে উপনয়ন—অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে। তৎপরে কেশান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের সময় যে কেশ রাখা হইয়াছিল তৎকর্ত্তন। তৎপরে সমাবর্ত্তন অর্থাৎ গুরুগৃহ হইতে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। তৎপরে বৈবাহিক অগ্নির সঞ্চয় ও রক্ষা। তৎপরে শ্মশানে ঐ অগ্নি দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষের দাহন ক্রিয়া।

এই যে কয়েকটি সংস্কার, ইহাদের সকল গুলিই প্রয়োজনীয়; যথাসাধ্য ইহাদের সকল গুলিরই অনুষ্ঠান করা উচিত। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন :—

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥

অর্থাৎ "যেমন কোন একটি চিত্র এক একটি অঙ্গের পরি-

স্ফুটতা দ্বারা ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত হয়, সেইরূপ বিধিপূর্ব্বক সংস্কারগুলি করিলে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ে উন্মীলিত হয়।" পূর্ব্বোক্ত সংস্কারগুলির মধ্যে কেবল গুরুকুলে বাস করা এখনকার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ে ও কলেজে ব্রহ্মচর্য্যের স্থূল স্থূল সকল নিয়মগুলিই প্রতিপালন করিতে পারে। অন্য অন্য সমস্ত সংস্কারগুলিই সুখসাধ্য। কিন্তু হায়! আর সে দিন কি হইবে! আর কি ব্রাহ্মণপত্নীগণ সুসংস্কৃতা হইয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া সুসন্তান প্রসবকরতঃ বংশ, কুল, দেশ, জাতি ও জগৎ উজ্জ্বল করিবেন? আর কি সে ব্রাহ্মণ-বালকগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ও যথারীতি সুসংস্কৃত হইয়া সুশিক্ষার বলে জগতের আদর্শস্বরূপ হইবেন? আবার কি পুণ্যের রাজ্য, ধর্ম্মের রাজ্য, সাধুতার রাজ্য, বিদ্যার রাজ্য, বুদ্ধিমত্তার রাজ্য ভারতবর্ষে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে? যে সমাজের মূলে কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন, সে সমাজে এইরূপ সুদিন আসিলেও আসিতে পারে। হতাশ্বাস হইবার কোন কারণ নাই।

আধুনিক আইনজ্ঞ মহাশয়েরা সংস্কারসম্বন্ধে আর একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কোলব্রুক, কাউয়েল, ম্যাকনাটান, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সকলেই বলেন যে শূদ্র ও স্ত্রীদিগের বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এই মন্তব্য সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন:—

ন চৈতাঃ কর্ণবেধান্তাঃ মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতো দশ॥

অর্থাৎ "স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ এই নয়টি সংস্কার অমন্ত্রক। স্ত্রীদিগের বিবাহ নামক সংস্কারটি মাত্র সমন্ত্রক। শূদ্রদেরও ঐ দশটি সংস্কার। কিন্তু ঐ দশটি সংস্কারই শূদ্র সম্বন্ধে অমন্ত্রক।" মনু বলিয়াছেন:—

"অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং।
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকোমতঃ॥"

মনু ২। ৬৬, ৬৭।

কুল্লূকভট্ট ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন। "ইয়ং আবৃং, অয়ং জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপঃ সমগ্র উক্তকালক্রমেণ শরীর-সংস্কারার্থং স্ত্রীণাং অমন্ত্রকঃ কার্য্যঃ।"

মনুসংহিতা, বঙ্গবাসী সংস্করণ ৬২ পৃঃ।

অর্থাৎ "দেহের পবিত্রতা সংসাধন করিবার জন্য স্ত্রীদিগের জাতকর্ম্মাদি সকল প্রকার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ ভিন্ন অন্য সকল সংস্কার অমন্ত্রক করিতে হয়।" যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন:—

"তুষ্ণীমেতা ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ"।

১৮ অধ্যায় ১৩ শ্লোক।

জাতকর্ম্মাদি স্ত্রীদিগের সকল সংস্কার অমন্ত্রক করিতে হয়। স্ত্রীদিগের বিবাহই কেবল সমন্ত্রক।" স্ত্রী সম্বন্ধে যে কথা শূদ্র সম্বন্ধেও প্রায়ই সেই কথা, কেবল প্রভেদ এই যে, শূদ্রাদির বিবাহও অমন্ত্রক। রঘুনন্দন অপিপালকারিকা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ;—"স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেৎ" অর্থাৎ শূদ্র স্মৃত্যুক্ত যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। রঘুনন্দন যমসংহিতা হইতেও নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

> শূদ্রোঽপ্যেবংবিধঃ প্রোক্তো বিনা মন্ত্রেণ সংস্কৃতঃ।
> ন কেনচিৎ সমসৃজৎ ছন্দসা তং প্রজাপতিঃ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণের পক্ষে যেরূপ সংস্কারবিধি, শূদ্রগণের পক্ষেও সেইরূপ। তবে শূদ্রদের সংস্কার সমস্ত অমন্ত্রক। কেননা প্রজাপতি তাহাকে বৈদিক কোন মন্ত্রেরই অধিকার দেন নাই।"

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে বটে "বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতে সদা।" কিন্তু রঘুনন্দন ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ— "মাত্র শব্দোঽত্র ন বিবাহেতর সংস্কার নিবর্ত্তপরঃ। কিন্ত্বানত্র মন্ত্রসম্বন্ধ নিষেধ পরঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মপুরাণে বলে বিবাহ শূদ্রদের একমাত্র সংস্কার। কিন্তু "মাত্র" অর্থে এরূপ বুঝাইবে না যে তাহাদের অন্য সংস্কার নাই। "মাত্র" অর্থে কেবল এই বুঝাইতেছে যে বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কারে তাহারা কিছুমাত্র মন্ত্রের ও সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না।" বিবাহের বৈদিক মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই। কিন্তু বিবাহের অন্য অন্য মন্ত্রে তাহাদের

অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ কন্যাদের বিবাহ কালে বৈদিক মন্ত্রেও অধিকার থাকে।

বিবাহ যে সকলের পক্ষেই প্রধান সংস্কার তাহা দেখান হইল। এক্ষণে বিবাহ অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা কি না তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিবাহ অঙ্গীকার বটে। বর অঙ্গীকার করেন—"আমি তোমাকে যাবজ্জীবন যত্ন করিব, ভাল বাসিব, লালনপালন করিব, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে, সুখে দুঃখে, সুস্থাবস্থায়, অসুস্থাবস্থায় তোমাকে ত্যাগ করিব না।" কন্যাও বরের নিকট ঐরূপ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু হিন্দুর বিবাহও কি অঙ্গীকারমূলক? আইনজ্ঞগণ বলেন হিন্দুর বিবাহ অঙ্গীকারমূলক। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেন দুই কথাই বলিয়াছেন। তিনি কোথাও বলিয়াছেন হিন্দুর বিবাহ অঙ্গীকারমূলক নহে; আবার কোথাও বা বলিয়াছেন হিন্দুর বিবাহ অঙ্গীকারমূলক বটে। তৎপ্রণীত Tagore Law Lectureএর ১১৩ পৃঃ দেখা যায়—"অসভ্য সমাজে স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ অঙ্গীকারপাশ দ্বারা আবদ্ধ হন না; তাঁহারা উভয়েই দেশ প্রচলিত আইনের বাধ্য থাকেন। হিন্দুর বিবাহও ঐ প্রাচীন অথবা অসভ্য প্রথার অনুগমন করে।" ইহাতে অনুমান হয় যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে হিন্দুর ও অসভ্য জাতিগণের বিবাহে অঙ্গীকারের কোন কথা নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"Marriage is viewed as the gift of the bride by her father ; the bride therefore

is regarded more as the subject of the gift than as a party to the transaction." অর্থাৎ "বিবাহে কন্যার পিতা বরকে কন্যা সম্প্রদান করেন। সুতরাং কন্যা দাতব্য বস্তু মাত্র; বিবাহে কন্যার কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই।" এস্থলেও অনুমান হয় যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে হিন্দুবিবাহ অঙ্গীকারমূলক নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—"These steps typify deliberation, and the taking of the final step implies that the bride deliberately enters matrimonial life" অর্থাৎ সপ্তপদীতে "সাতবার পাদ নিক্ষেপের ভাবার্থ এই যে কন্যা সাতবার মনে মনে বিচার করিতেছে—ইঁহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিব কি না? সপ্তমবার পাদ নিক্ষেপের পর কন্যা বর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিজের সম্পূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে—হাঁ আমি ইহাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম।" কিন্তু এস্থলে বিচার করিবে যে কন্যা ত দাতব্য বস্তু মাত্র। গ্রহীতা দেয় বস্তুর গ্রহণাগ্রহণ সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে। কিন্তু যাহা দেয় বস্তু তাহা কি কখন বিচার করিতে পারে? তদ্ভিন্ন হিন্দুর কন্যা বিবাহ কালেও শিশুই থাকে। আহা! সেই দুধের বাছা এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ের বিচার করিবে কিরূপে? পিতা যাহাকে কন্যাদান করেন কন্যা তাহারই। সুতরাং এস্থলে আর বিচারা-বিচার কি? অন্য দেশে লোকে পা ফেলিয়া ফেলিয়া বিচার করে কি না জানি না। আমাদের দেশে লোকে গালে হাত

দিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, কেহ বা বড় জোর ঘাড় নাড়িয়া বিচার করে। কিন্তু কেহ কখন পা ফেলিতে ফেলিতে বিচার করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। উকীল ব্যারিষ্টারগণ কেহ কেহ পা ফেলিয়া তর্কবিতর্ক করেন দেখিয়াছি। কিন্তু বেঞ্চে বসিয়া কেহ কখন পা ফেলিতে ফেলিতে বিচার করিয়াছেন এরূপ কখনও শোনা যায় নাই। ফলতঃ সপ্তপদীর মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলেই উহাতে বিচার আচার আছে কিনা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে। সপ্তপদীতে কন্যা সাতবার পাদনিক্ষেপ করেন। প্রতি পাদনিক্ষেপের পর জামাতা কন্যাকে একটি করিয়া মন্ত্র বলেন। প্রথম পাদনিক্ষেপের মন্ত্র এই—"ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বামানয়তু।" অর্থাৎ "এই প্রথম পাদনিক্ষেপের জন্য বিষ্ণু তোমাকে ধনশালিনী করুন।" দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপের মন্ত্র এই—"ওঁ দ্বে ঊর্দ্ধে বিষ্ণুস্ত্বামানয়তু" অর্থাৎ এই দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপের জন্য বিষ্ণু তোমাকে ও তোমার পতিপুত্রকে বলশালিনী করুন। এইরূপে তৃতীয় পাদনিক্ষেপে যজ্ঞ, চতুর্থে সৌখ্য, পঞ্চমে পশু, ষষ্ঠে ধন ও সপ্তমে ঋত্বিক্ প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুর নিকট কামনা করা হয়। তাহার পর বর কন্যাকে বলেন—"ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যন্তে গমেয়ং, সখ্যন্তে মা যোষাঃ, সখ্যন্তে মায়োষ্ঠাঃ" অর্থাৎ—"হে কন্যে! তুমি আমার সখা হও, তুমি আমার সহচারিণী হও, আমাকে তোমার সখা কর। অন্য রমণী কর্তৃক যেন আমাদের সখ্য বিনষ্ট না হয়। সুলক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীর সহিতই তোমার বন্ধুত্ব হউক।" ইহাও বিষ্ণুর নিকট কামনা।

ফলতঃ বিবাহের সকল মন্ত্রই এইরূপ স্তবস্তুতি প্রার্থনাসূচক, কোন মন্ত্রই অঙ্গীকারমূলক নহে। মনুও বলিয়াছেন :—

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
বিবাহেষু প্রযুজ্যেত প্রদানং স্বাম্যকারণং॥ মনু ৫। ১৫২।

অর্থাৎ "বিবাহের সময় যে সমস্ত স্বস্ত্যয়ন বা যাগযজ্ঞাদি করা যায় তৎসমস্তই বিবাহ-ক্রিয়ার মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।" ফলতঃ উহাদের মধ্যে কোনটিই অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞামূলক নহে।

কুশণ্ডিকা বা বিবাহের মন্ত্রে কন্যা প্রায় কিছুই বলেন না। কেবল দুই এক স্থলে তাঁহার কিছু কিছু বক্তব্য আছে। যথা পাদপ্রবর্ত্তন কালে কন্যা বলেন—"ওঁ প্রমে পতির্যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং" ইত্যাদি—ইহার অর্থ এই—"ইনি আমার পতি; ইনি আমার জন্য মঙ্গলময় ও আনন্দিত পথ বিধান করুন; আমি যেন সেই পথে পতিলোকে গমন করিতে পারি। অর্থাৎ আমি যাবজ্জীবন ইঁহার পদানুবর্ত্তন করিয়া দেহান্তে যেন ইঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হই।" ইহাও দেবতাদিগের নিকট বর কামনা; ইহাতে অঙ্গীকারের আভাস মাত্র নাই। আবার ইহাও বিধি আছে যে কন্যা যদি লজ্জাবশতঃ ইহা পাঠ না করে তাঁহা হইলে জামাতা ইহা নিজেই পাঠ করিবেন। "অথ লজ্জাবশাৎ বধু যদি ন পঠতি তদা অমূং মন্ত্রং জামাতা স্বয়ং পঠেৎ।" কখনও কখনও জামাতা কন্যার হইয়া নিজেই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন—"ইয়ং নারীব্রুতে"—"এই কন্যা বলিতেছে" ইত্যাদি। আমরা পরে বিবাহের মন্ত্রগুলির আদ্যোপান্ত

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়াছি। ঐ সমস্ত পাঠ করিলেই পাঠক দেখিবেন যে বিবাহের কুত্রাপি বর বা কন্যার অঙ্গীকারের আভাস মাত্র নাই।

কেহ কেহ, বোধ হয়, এইরূপ ভয় করেন, যে আমাদের বিবাহে যদি অঙ্গীকারই না রহিল, তবেত আমরা অসভ্যজাতি হইয়া পড়িলাম। কেননা অসভ্য জাতিদেরও অঙ্গীকার থাকে না। এইরূপ তর্ক নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

অসভ্য জাতিদের মধ্যে অঙ্গীকার প্রথা নাই,
আমাদের মধ্যে অঙ্গীকার প্রথা নাই,
সুতরাং আমরা অসভ্য জাতি।

ন্যায় শাস্ত্রানুসারে এইরূপ তর্ক ভ্রমাত্মক। কেন না এইরূপ তর্ক করিলে বলিতে পারা যায়—

মনুষ্য জন্তু বিশেষ,
ঘোটক জন্তু বিশেষ,
সুতরাং ঘোটক মনুষ্য।

আরও দেখুন, অঙ্গীকারের মূল্য কি? যুবক ও যুবতী যৌবনে অনেক অঙ্গীকার করিয়া থাকে। কিন্তু সে অঙ্গীকারের মূল্য কি? সুসভ্য ইংলণ্ডের পূজ্যপাদ ঋষি সেক্‌স্‌পীয়র বলিয়াছেন :—

......................"I do know,
When the blood burns, how prodigal the soul
Lends the tongue vows. These blazes, daughter,
Give more light than heat." *Hamlet, Act I. Sc. V.*

অতএব উজ্জ্বল উত্তাপহীন অগ্নিশিখার ন্যায় অসার এই যে যুবক যুবতীর অঙ্গীকার ইহার জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন নাই। বিবাহ কন্যাদান মাত্র। এই কন্যাদানে যদি কাহারও পক্ষে কিছু অঙ্গীকার থাকে তবে দানের গৌরব খর্ব্ব হয়। আমি যদি আপনাকে ১০০টি টাকা দি এবং বলিয়া দি যে আপনি এই টাকা লইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, তাহা হইলে ঐরূপ অঙ্গীকার থাকিল বলিয়া আমার দান দান বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু আমি যদি বলি—"এই ১০০৲ টাকা আপনাকে দিলাম। আপনি ইহার সম্পূর্ণ মালিক।" তবে আমার দানই প্রকৃত দান। আমাদের কন্যাদান এইরূপ দান। ইহাতে অঙ্গীকার বা নিয়ম বা সর্ত্ত বা প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি কিছুই নাই। তবে ইহাতে দেবতাদের নিকট স্তব স্তুতি প্রার্থনা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদের শাস্ত্রে বিবাহ "দৈবকৃত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজীতেও বলে—"Marriages are made in heaven." আমাদের জীবনের সকল কার্য্যেই দেবগণের হাত আছে। কিন্তু বিবাহে তাঁহাদের বিশেষ হাত আছে এই বিশ্বাস করিয়া আমরা তাঁহাদেরই পূজা করি। তাঁহাদের নিকট কল্যাণ কামনা ও বর প্রার্থনা করি। আমরা অপরিণতবয়স্ক যুবক যুবতীর অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করি না। অসভ্যেরা "অঙ্গীকার" হইতে নিম্ন ভূমিতে দণ্ডায়মান বলিয়া অঙ্গীকার করে না। আমরা "অঙ্গীকার", অপেক্ষা উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান বলিয়া অঙ্গীকার করি না। ইহাতে আমরা অসভ্য ইহা প্রতিপাদিত হয় না।

হিন্দুগণ অকাতরে শ্রুতি স্মৃতির ব্যবস্থা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এবং অসঙ্কোচে এইরূপ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আমাদের যতই বয়স হইবে এবং যতই আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা দেখিব যে শ্রুতি স্মৃতি পিতামাতা অপেক্ষাও আমাদের হিতৈষিণী ও হিতসাধিনী। তাঁহাদের পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া গন্তব্য পথের অভিমুখে চল অন্যের কথায় কাণ দিয়া মন ভারী করিবার প্রয়োজন কি?*

---

* অর্থাৎ..............."জানি আমি,
উত্তপ্ত শোণিত যবে, উদ্বেল হৃদয়,
জিহ্বা হতে কত দিব্য, কত অঙ্গীকার
বহির্গত হয় বটে অজস্রধারায়।
কিন্তু জেনো উহাদের মূল্য কিছু নাই।
(উহারা) উজ্জ্বল উত্তাপহীন অগ্নিশিখা যথা।",

অষ্টম অধ্যায়।

বরকন্যা নির্ব্বাচন।

বরকন্যা নির্ব্বাচন স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। প্রাণিজগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতি যাবতীয় তির্য্যগ্‌জাতির মধ্যেও সকলেই হয় বর নয় কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে বিবাহের সময় বর ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, চন্দনের অলকা তিলকা করিয়া, পাল্কী চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। পশুপক্ষীর মধ্যেও বিশ্বজননী প্রকৃতি দেবী বিবাহের সময় বরকন্যাকে যথাযোগ্যরূপে সাজাইয়া দেন। তিনি কাহারও কণ্ঠে কলনিনাদ বা কাকলী বিন্যাস করেন; কাহারও পক্ষ চিত্রবিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করেন; কাহারও শৃঙ্গে ঔজ্জ্বল্যবিধান করেন; কাহাকেও বা বীরবেশে নব নব অস্ত্রে শস্ত্রে বর্ম্মে চর্ম্মে বিভূষিত করিয়া বিবাহ করিতে পাঠান। "When the season of love appears, many male fishes, who are then adorned with extremely brilliant colour, make the most of their transient beauty by spreading out their fins, and by executing leaps, darts, and seductive manœuvres round the females" (Evo of Mar. P. 10). Black cocks are also always ready for a fight, and their females quietly look on at their combats and afterwards reward their conqueror.

(Ev. of Mar. P. 12)···The birds use several æsthetic means of attracting the female, such as beauty of plumage and the art of showing it and also sweetness of song. (Ev. of Mar. P. 13). Many male birds execute dances and courting parades before their females (Ibid). The law of battle prevails among land as well as aquatic mammals." (Ibid P. 16.) অর্থাৎ—"যখন প্রণয়কাল উপস্থিত হয়, তখন অনেক পুংমৎস্যের শল্কে অতি উজ্জ্বল সুন্দর সুন্দর বর্ণ রঞ্জিত হয় ; এবং তাহারা তখন স্ত্রীমৎস্যের সম্মুখে বা চতুর্দ্দিকে তাহাদের পাখনা বিস্তার করিয়া, অথবা লাফাইয়া উঠিয়া, অথবা সবেগে সন্তরণ করিয়া, নিজ নিজ সৌন্দর্য্য, বল, বিক্রম, সাহস প্রভৃতি প্রদর্শন করে। প্রণয়কাল অতীত হইলেই তাহাদের সৌন্দর্য্যও অন্তর্হিত হয়।···Black cock (কৃষ্ণ কুক্কুট) নামক পক্ষী প্রণয়ের কাল উপস্থিত হইলে কন্যার সম্মুখে যুদ্ধ করে ; কন্যা চুপ করিয়া ইহাদের যুদ্ধ দেখে, এবং যুদ্ধে যে জয়ী হয় পক্ষিণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। পক্ষিগণ, পক্ষিণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য নানাবিধ সৌন্দর্য্যসাধক উপায় অবলম্বন করে। কেহ বা পক্ষের সৌন্দর্য্য দ্বারা, কেহ বা পক্ষ-বিস্তারের কৌশল দ্বারা, কেহ বা সঙ্গীতের মাধুর্য্য দ্বারা, কেহ বা নৃত্য কৌশলের দ্বারা, কেহ বা তোষামোদ দ্বারা পক্ষিণীর চিত্ত অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কি জলচর কি স্থলচর উভয়

প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে পুরুষেরা স্ত্রী পাইবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে।" তবেই দেখুন নির্ব্বাচিত হইবার জন্য পুরুষেরা, যাহার যে ঐশ্বর্য্য, সম্পদ বা রূপ গুণ থাকে তাহাই স্ত্রীদিগের নিকট প্রকটিত করে। কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, কেশরীর কেশর, গণ্ডারের খড়্গ, ময়ূরের পাখা, ব্যাঘ্রের বিক্রম, হস্তীর দন্ত, প্রভৃতি যেখানে যাহা সুন্দর আশ্চর্য্যকর ও কৌশলময় দেখিবে, সেখানেই এই নির্ব্বাচনের প্রসঙ্গ অনুমান করিয়া লইবে। স্ত্রীগণ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন বলিয়া পুরুষগণের মধ্যে সৌন্দর্য্য, বল, বিক্রম, সাহস, প্রভৃতি সদ্‌গুণ জন্মে। এবং পুরুষগণ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন বলিয়া স্ত্রীগণের মধ্যেও সৌন্দর্য্যশালীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ জন্মে "It is difficult indeed not to attribute to this influence the production of the offensive and defensive arms, the armaments, the organs of song,...also their courage, the warlike instinct of many of them and lastly the coquetry of the females. ",Ev. of Man", P. 11.

অর্থাৎ—ইহা অস্বীকার করা যায় না যে নির্ব্বাচনের ফলে জন্তুদের 'পুরুষগণের মধ্যে অস্ত্র, শস্ত্র যুদ্ধোপকরণ, সঙ্গীতেন্দ্রিয়, সাহস, সংগ্রামপ্রবৃত্তি, প্রভৃতি জন্মে এবং স্ত্রীদের মধ্যে হাব ভাব (ইহাই স্ত্রীদিগের ব্রহ্মাস্ত্র) জন্মে। আমাদের দেশে ক্ষত্রিয়দের অমিত বলবিক্রমে আপনাদিগকে বিভূষিত করিতে পারিয়াছিলেন বঙ্গরমণীরা যে এত সুন্দরী ও সদ্‌গুণবিশিষ্টা, নির্ব্বাচনপ্রথা তাহার অন্যতম কারণ। নির্ব্বাচনকালে লোকে বরে বা কন্যায় যেরূপ

সৌন্দর্য্য বা সদ্‌গুণের প্রতি আস্থা করে বর ও কন্যায় সেই সেই সৌন্দর্য্য ও সেই সেই সদ্‌গুণ আপনা হইতে সঞ্চারিত হয়। এক্ষণে বর-নির্ব্বাচনকালে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস্‌ চায়। যদি এইরূপ মতি লোকের থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের অনেক যুবকই বি. এ. এম. এ. পাস করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে কন্যানির্ব্বাচনকালে লোকে সৌন্দর্য্য ও কিছু কিছু লেখাপড়া চায়। ইহার বলে আমাদের দেশের কন্যারা যে সুন্দরী ও কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যাবতী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ নির্ব্বাচন-কালে রূপ বা গুণের মধ্যে যে গুলির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাইবে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সেগুলি প্রকটিত হইবেই হইবে। যাহারা জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে চাহেন, বরকন্যা-নির্ব্বাচন তাঁহাদের একটি প্রধান উপায়। যদি কবি ও দার্শনিকগণ কোন জাতিকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে এইরূপ বর বা এইরূপ কন্যা প্রশস্ত তাহা হইলে ঐ জাতির বরকন্যা ঐরূপই হইবেন। অতএব বরকন্যানির্ব্বাচন সম্বন্ধে সমাজের নেতাগণ বিশেষ সাবধান হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের অশেষ কল্যাণসাধক শাস্ত্র-কারগণ কিরূপ কন্যা ও কিরূপ বরের পক্ষপাতী ছিলেন আমরা নিম্নে তাহাই দেখাইতেছি। অগ্রে কন্যা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিধান-গুলি উদ্ধৃত করিতেছি। পরে বর নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিব।

বৃহৎপরাশরে লিখিত আছে :—

"বর্জ্জয়েৎ অতিরিক্তাঙ্গীং কন্যাং হীনাঙ্গরোগিণীং।
অতিলোম্নীং হীনলোম্নীং অবাচাং অতিবাগ্‌যুতাং॥

পিঙ্গলাং কপিলাং কৃষ্ণাং দুষ্টবাক্ কাকনিঃস্বনাং।
স্থূলাঙ্গজঙ্ঘপাদাঞ্চ সদা চাপ্রিয়বাদিনীং॥
সুজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাং।
অরোগিণীং সুশীলাঞ্চ তথা ভ্রাতৃমতীমপি॥
সলজ্জাং শুভনাসাঞ্চ পতিপ্রীতিকরীমপি
শ্বশ্রূশ্বশুরগুর্ব্বাদিশুশ্রূষাকারিণীং প্রিয়াং॥"

অর্থাৎ "যে কন্যার অঙ্গের ন্যূনতা বা আধিক্য আছে (অর্থাৎ যাহার হাতের বা পায়ের আঙ্গুল চারিটা বা ছয়টা করিয়া, যে ঠুঁটো, কালা, বোবা ইত্যাদি) ; যে কন্যা দুঃসাধ্য রোগগ্রস্তা ; যে কন্যার গায়ে অধিক লোম বা যাহার গায়ে একেবারেই লোম নাই ; যে একেবারেই কথা বলে না অথবা যে অনেক কথা বলে। যাহার কেশ, চক্ষু বা অঙ্গ রক্ত, পীত বা হরিদ্রাবর্ণ ; যে কৃষ্ণবর্ণা ; যে দুর্ম্মুখা ; যাহার স্বর কাকের স্বরের ন্যায় কর্কশ ; যে অতি স্থূলা ; যাহার জঙ্ঘা ও পাদদ্বয় অতিস্থূল ; যে সর্ব্বদা রূঢ় ও পরুষ ভাষা ব্যবহার করে ; এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু যে সদ্বংশজা, সুরূপা, সুলক্ষণা, অরোগিণী, সুশীলা, ভ্রাতৃমতী, সলজ্জা, সুনাসা, পতির অনুকূলা, শ্বশ্রূশ্বশুর ও অন্য অন্য গুরুজনের শুশ্রূষাকারিণী, তাহাকে বিবাহ করিবে।" ব্যাস বলিয়াছেন :—

"প্রতীক্ষেত বিবাহার্থং অনিন্দ্যান্বয়সংভবাং।
অরোগ্যদুষ্টবংশোত্থাং অশুল্কাদানদূষিতাং॥
সবর্ণাং অসমানার্ষাং অমাতৃপিতৃগোত্রজাং।
অনন্যপূর্ব্বিকাং লক্ষ্মীং শুভলক্ষণসংযুতাং॥

ধৃতাধোবসনাং গৌরীং বিখ্যাতদশপুরুষাং।
খ্যাতনাম্নঃ পুত্রবতঃ সদাচাররতঃ সতঃ।
দাতুমিচ্ছোর্দুহিতরং প্রাপ্য ধর্ম্মেণ চোদ্বহেৎ॥"

যে কন্যা অনিন্দিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কন্যা অরোগা, যে কন্যার বংশে কোনরূপ দোষ বা কলঙ্ক নাই যে কন্যার বংশে কেহ কন্যা বা পুত্রের বিবাহে কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করে নাই, যে কন্যা বরের সহিত সমানবর্ণা, যে কন্যার গোত্র ও প্রবর বরের পিতা ও মাতার গোত্র ও প্রবর * হইতে বিভিন্ন, যে কন্যার পূর্ব্বে অন্য বরের সহিত বাগ্‌দান বা বিবাহ হয় নাই, এবং যে কন্যার পিতা অন্য কাহাকেও পূর্ব্বে সম্প্রদান করেন নাই, যে কন্যা নাতিদীর্ঘা ও নাতিস্থূলা, যে কন্যা সুলক্ষণা, যে কন্যা অধোবাস কখনও ত্যাগ করে না,† এবং যে কন্যার পূর্ব্বপুরুষগণ দশপুরুষ পর্য্যন্ত সদনুষ্ঠানাদির জন্য বিখ্যাত, এবং যে কন্যা গৌরবর্ণা, সেইরূপ কন্যা না পাওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। যদি কোন খ্যাতনামা, পুত্রবান্ সদাচারবিশিষ্ঠ সাধু পিতা তোমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেই কন্যাকে ধর্ম্মবিধি অনুসারে তুমি বিবাহ করিতে পার। মনু বলিয়াছেন :—

---

* গোত্র ও প্রবরের অর্থ প্রকটিত হইল।

† ইহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যে সকল কন্যা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে বা উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না, ইহাই কি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়? সপিণ্ডের অর্থ পরে দেখান হইয়াছে।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং ॥
অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ অসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥
মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি শ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ ॥
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং ॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং ॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং ॥
যস্যাস্তু ন ভবেৎ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া ॥ ৩। ৪—১১।

অর্থাৎ “দ্বিজ সবর্ণা, সুলক্ষণা (অর্থাৎ যাঁহার বর্ণ, রেখা তিলকাদি দ্বারা অবৈধব্য, পুত্রবতীত্ব, ধনবতীত্ব প্রভৃতি সূচিত হয়) কন্যা বিবাহ করিবেন। যে কন্যা মাতার অসপিণ্ডা, ও পিতার অসগোত্রা, সেই কন্যাই দ্বিজদের পক্ষে বিবাহ, অপত্যোৎপাদন প্রভৃতি কার্য্যে প্রশস্ত। (কারণ তিনিই অগ্ন্যাধান, সুপুত্র প্রসব প্রভৃতি কার্য্যে সক্ষম হইবেন)। গো, অজা, মেষ, ধন ধান্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হইলেও নিম্নলিখিত দশটি কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিবে না; যথা,—

(১) হীনক্রিয়—অর্থাৎ যাহারা জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ষোড়শবিধ সংস্কার অনুষ্ঠান করে না। (২) নিষ্পুরুষ—অর্থাৎ যে বংশে

অধিকাংশ কন্যাসন্তানই জন্মে। (৩) নিশ্ছন্দ—অর্থাৎ যে বংশের পুরুষগণ বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত। (৪) রোমশ—অর্থাৎ যে বংশের সন্তান সন্ততি লোমশ (বহু লোমবিশিষ্ট)। (৫) অর্শস—অর্থাৎ যে বংশ অর্শ রোগাক্রান্ত। (৬) ক্ষয়ী—অর্থাৎ যে বংশে সন্তান-সন্ততিগণ রাজযক্ষ্মা (Consumption) রোগাক্রান্ত। (৭) আময়াবী—অর্থাৎ যে বংশ মন্দাগ্নি (Dyspepsia) রোগাক্রান্ত। (৮) অপস্মারী—অর্থাৎ যে বংশে মূর্চ্ছা রোগের (Epilepsy) প্রাবল্য আছে। (৯) শ্বিত্রী—অর্থাৎ যে বংশ ধবল (White Leprosy রোগাক্রান্ত। (১০) কুষ্ঠী—অর্থাৎ যে বংশ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত।

যে কন্যার চক্ষু কেশ বা অন্য অন্য অঙ্গ স্বর্ণবর্ণ, যে কন্যা অধিকাঙ্গী (যথা—ষড়ঙ্গুলিবিশিষ্টা), যে কন্যা বহুবিধ বা দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্তা, যে কন্যা অতিলোমা বা অলোমা, যে কন্যা বহুভাষিণী, যাহার চক্ষু কেশ বা অন্য অন্য অঙ্গ পীতবর্ণ, যাহার নাম নক্ষত্র (যথা—রোহিণী, অশ্লেষা প্রভৃতি), বৃক্ষ (যথা—চাঁপা, পদ্ম প্রভৃতি), নদী (যথা—নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি), পর্ব্বত (যথা—মলয়বাসিনী প্রভৃতি), অন্ত্যজাতি (যথা—চণ্ডালী প্রভৃতি), পক্ষী (যথা—শারিকা প্রভৃতি), সর্প (যথা—নাগিনী প্রভৃতি), দাসীত্ব (যথা—চেটিকা প্রভৃতি) সূচিত করে, অথবা যাহার নামে ভয়ের সঞ্চার হয় (যথা—কপালকুণ্ডলা, নৃমুণ্ডমালিনী প্রভৃতি), এরূপ কন্যা বিবাহ করিবে না। যে কন্যা অবিকলাঙ্গী (পূর্ণাঙ্গী), যে কন্যার নাম মধুর অথবা সুললিত (যথা—হরিপ্রিয়া, হরিদাসী প্রভৃতি), যে কন্যা হংস ও হস্তীর ন্যায় গতি-

বিশিষ্টা, যে কন্যার লোম কেশ ও দশন সূক্ষ্ম, যে কন্যা কোমলাঙ্গী, তাহাকে বিবাহ করিবে। যাহার পিতার সম্বন্ধে সকল কথা জানা নাই, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যে কন্যার ভ্রাতা নাই তাহাকেও বিবাহ করিবে না; কেননা ঐ কন্যার অপুত্রক পিতা ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।”

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

“অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যঃ লক্ষণ্যাং স্ত্রিয় মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তাং অসপিণ্ডাং যবীয়সীং॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীং অসমানার্ষগোত্রজাং।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৫১—৫৪।

অর্থাৎ “গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। এবং সুলক্ষণা অনন্যপূর্ব্বা (যাহার পূর্ব্বে বাগ্‌দান সম্প্রদান বা বিবাহ হয় নাই এবং যে পূর্ব্বে কাহারও কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় নাই), যে স্ত্রী (অর্থাৎ যে নপুংসক নহে), এবং মনোহর রূপবিশিষ্টা, অসপিণ্ডা, বয়সে ও আকারে ছোট, অরোগিণী, ভ্রাতৃমতী, অসমানার্ষা, অসমান গোত্রা, কন্যা বিবাহ করিবে। মাতা হইতে উর্দ্ধে পাঁচ পুরুষ ও নিম্নে পাঁচ পুরুষ; পিতা হইতে উর্দ্ধে সাত পুরুষ ও নিম্নে সাত পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিবে। যে বংশ দশ পুরুষ হইতে বিখ্যাত, যে বংশ

বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যে বংশ বহু গোষ্ঠী দ্বারা পরিপুষ্ট, যে বংশ ধন জন দ্বারা সমৃদ্ধ, সেই বংশেই বিবাহ করিবে। কিন্তু এরূপ বংশও যদি সঞ্চারী (Hereditary) রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহা হইতে কন্যা গ্রহণ করিবে না।" শঙ্খ, লিখিত, গোতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্য অন্য ঋষিগণও এই সমস্ত কথাই বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে বিবাহযোগ্যা কন্যার যে সমস্ত লক্ষণ বিচারিত হইল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির উপযোগিতা সকলে সহজেই উপলব্ধি করিবেন। কন্যা কোমলাঙ্গী হইবেন, বাচাল হইবেন না, সুললিত নামবিশিষ্টা হইবেন, মনোহারিণী হইবেন, ইত্যাদি কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু বিবাহ্যা কন্যার কতকগুলি লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। আমরা একে একে সেই গুলির যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছি।

১। কন্যা অসগোত্রা, অসমানপ্রবরা, অসপিণ্ডা, পিতা হইতে উর্দ্ধে ও নিম্নে সপ্তম পুরুষের বহির্ভূতা ও মাতা হইতে উর্দ্ধে ও নিম্নে পঞ্চম পুরুষের বহির্ভূতা হইবেন। এতৎ সমস্তের অর্থ ও যৌক্তিকতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ক। সগোত্রাবিবাহ—মোক্ষমূলর ও তাঁহার দেখাদেখি বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গোত্র শব্দের এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন—"পূর্ব্বে গোগৃহ দ্বারাই গ্রাম, সহর প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইত। সেই গোগৃহে যাঁহারা বাস করিতেন, (অর্থাৎ যাঁহারা এক গোয়ালে থাকিতেন) তাঁহারা সগোত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন।" এই ব্যুৎপত্তি যে

অদ্ভুত ও উপহাসাস্পদ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কেন না ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে ব্রাহ্মণ, কুমার, কামার, হাড়ি, ঘোষ, বোস, চামার, চণ্ডাল সকলেই সগোত্র। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গোত্র শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ তৎ গোত্রং" অর্থাৎ "যাহা পূর্ব্বপুরুষদিগকে বিজ্ঞাপিত করে তাহাই গোত্র।" গু ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় করিলে গোত্র হয়। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলিয়াছেন—"গূয়তে শব্দ্যতে অনেন।" অর্থাৎ "যাহা দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণ বা বংশাবলী সূচিত হয় তাহাই গোত্র।" কুমারসম্ভবেও গোত্র নাম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যথা "স্মরসি স্মর মেখলাগুণৈ রুতগোত্রস্খলিতেষু বন্ধনং" অর্থাৎ "হে কাম! তুমি যখন অসাবধানতাবশতঃ বা মদের ঝোঁকে আমার নাম করিতে গিয়া তোমার প্রণয়িণী অন্য কোন রমণীর নাম করিয়া ফেলিতে, তখন আমি তোমাকে আমার মেখলা বা চন্দ্রহার দ্বারা বন্ধন করিতাম; তুমি কি তাহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি বিদ্রূপ হইতেছ?" ফলতঃ যে শব্দ আমাদের বংশের বিজ্ঞাপক তাহাই আমাদের গোত্র। এক এক ঋষি এক এক বংশের প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের নামানুসারে বংশের নামকরণ করা হয়। এবং ঐ বংশের নামের নাম গোত্র। কশ্যপ মুনির বংশ কাশ্যপ গোত্র। ভরদ্বাজ মুনির বংশ ভরদ্বাজ গোত্র। "এতেষাং যানি অপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে" অর্থাৎ—"এই সব মুনির যাঁহারা অপত্য তাঁহারা তাঁহার গোত্র বলিয়া বিবেচিত হন। অত্রি

পূর্ব্বে সাত জন, তৎপরে আট জন, তৎপরে চব্বিশ জন, তৎ পরে বিয়াল্লিশ জন পর্য্যন্ত গোত্রকার এদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের গোত্রগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ব্রাহ্মণদের গোত্রাদি এইরূপ:—

গোত্র	আদিপুরুষ	মুখ্যবংশ	গৌণবংশ
শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	বাঁড়ুয্যে	গড়গড়ী, কেশরকুণী, কুলভী, দির্ঘাটী ও পারিয়াল।
কাশ্যপ	দক্ষ	চাটুয্যে	হড়, গুড়, পীতমুণ্ডী।
ভরদ্বাজ	শ্রীহর্ষ	মুখুয্যে	দিণ্ডীসায়ী ও রায়ী।
সাবর্ণ	বেদগর্ভ	গাঙ্গুলী ও কুন্দ	ঘণ্টেশ্বর।
বাৎস্য	ছান্দড়	ঘোষাল, কাঞ্জীলাল ও পূতিতুণ্ড	চৌটখণ্ডী, মাহিন্ত্যা ও পিপ্পলী।

ইহার অর্থ এই যে বাঁড়ুয্যে, কেশরকুণী, কুলভী, দির্ঘাট ও পারিয়াল সগোত্র। ইহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। চাটুয্যে, হড়, গুড় ও পীতমুণ্ডী ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। মুখুয্যে দিণ্ডীসায়ী ও রায়ী ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। গাঙ্গুলী

কুন্দ ও ঘণ্টেশ্বর ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ঘোষাল, কাঞ্জীলাল, পূতিতুণ্ড, চৌটখণ্ডী, মাহিন্ত্যা ও পিপ্পলী ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। এতদ্ভিন্ন বাঁড়ুযো ও বাঁড়ুযোতে বিবাহ হয় না, মুখুয্যের সহিত মুখুয্যের বিবাহ হয় না; ইত্যাদি।

বৈদ্যদের তিন গোত্র; যথা—ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য ও কাশ্যপ। বৈদ্যদের মধ্যে ধন্বন্তরিতে ধন্বন্তরিতে, মৌদ্গল্যে ও মৌদ্গল্যে, কাশ্যপে ও কাশ্যপে বিবাহ হয় না। কায়স্থদের পাঁচ গোত্র; যথা—

বংশ	গোত্র	আদিপুরুষ
ঘোষ	সৌকালীন	মকরন্দ
বংশ	গৌতম	দশরথ
মিত্র	বিশ্বামিত্র	কালিদাস
দত্ত	ভরদ্বাজ	পুরুষোত্তম
গুহ	কাশ্যপ	বিরাট

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ইহাদের সকলের মধ্যেই সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বৈদ্য ও কায়স্থ ইহাদের মধ্যে সগোত্র বিবাহ দূষণীয় নহে। কায়স্থ ও বৈদ্যের গোত্র বংশের আদিপুরুষের

পরিচায়ক নহে। কেন না ইঁহারা ইঁহাদের পুরোহিতের গোত্র অবলম্বন করেন। তবে কায়স্থের আদিপুরুষ এক অর্থাৎ তাঁহারা মকরন্দ বা দশরথ প্রভৃতির বংশে উৎপন্ন তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার কারণ আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কখনও কখন ব্রাহ্মণের বংশধর বটেন *। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

খ। সমানার্ষা বা সমান প্রবরা বিবাহ।

বর ও কন্যা সগোত্র হইলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু কখনও কখনও দুই বিভিন্ন গোত্রের একই প্রবর হইতে পারে। বাৎস্য ও সাবর্ণ ভিন্ন গোত্র কিন্তু ইঁহাদের প্রবর এক। এজন্য বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রে বিবাহ হয় না। যেখানে গোত্র এক কিন্তু প্রবর বিভিন্ন সেখানেও বিবাহ হয় না। ফলতঃ গোত্র একই হউক বা ভিন্নই হউক, সমান প্রবর হইলেও বিবাহ হয় না।

প্রবরের অর্থ কি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন † প্রবর—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির নাম। যথা—শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর শাণ্ডিল্য অসিত ও দেবল। ইহার অর্থ এই যে শাণ্ডিল্যের পিতা অসিত ও অসিতের পিতা দেবল, ও শাণ্ডিল্য এই তিন জনের নামে শাণ্ডিল্য গোত্র পরিচিত।

---

* ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যানী বিবাহ করিতে পারিতেন। এইরূপ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলিত।

† কটক কলেজিয়েট স্কুলের ২য় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সজপতি মহাশয় আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন।

কেহ বা বলেন যে গোত্রকারের পুত্র পৌত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রবর পরিচিত হয়। মেধাতিথি বলেন—"তদ্‌গোত্রাৎ প্রসূতাঃ প্রবরাঃ ইতি তৎপুত্র পৌত্রাঃ তপোবিদ্যাতিশয়গুণযোগাৎ প্রখ্যাতনামাঃ" অর্থাৎ "সেই গোত্র হইতে প্রসূত, গোত্রকারের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি, যাঁহারা তপস্যা বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রবর বলিয়া পরিচিত হন।" গোত্রকে বিশেষরূপে পরিচিত করিবার জন্য প্রবরের উল্লেখ করিতে হয়। যদি গোত্র ও প্রবর উভয়ই নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বংশসম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ থাকে না। এজন্য বিবাহাদি সকল কার্য্যেই গোত্র ও প্রবর এতদুভয়ের উল্লেখ করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান গোত্রগুলির প্রবর নিম্নে লিখিত হইল।

	গোত্র		প্রবর
১।	শাণ্ডিল্য	...	শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল।
২।	কাশ্যপ	...	কাশ্যপ, অপ্সার ও নৈধ্রুব।
৩।	ভরদ্বাজ	...	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।
৪।	সাবর্ণ	...	ঊর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবৎ।
৫।	বাৎস্য		ঐ
৬।	ধন্বন্তরি	...	(জানি না)
৭।	মৌদ্গল্য	...	(সাবর্ণ ও বাৎস্যের ন্যায়)
৮।	কাশ্যপ	...	কাশ্যপ, আপ্সার ও নৈধ্রুব।

৯। সৌকালীন—সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য,
আপ্সার ও নৈধ্রুব।

১০। গৌতম ... গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।

১১। ভরদ্বাজ ··· ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।

১২। বিশ্বামিত্র... বিশ্বামিত্র, মরীচি ও কৌষিক।

১৩। কাশ্যপ ··· কাশ্যপ, আপ্সার ও নৈধ্রুব।

গ। সপিণ্ডা বিবাহ; যাঁহাদের সহিত আমাদের দেহের কোনরূপ একত্ব আছে তাঁহারাই আমাদের সপিণ্ড। মিতাক্ষরা বলেন "সমানঃ পিণ্ডঃ দেহো যস্য স সপিণ্ডঃ। সপিণ্ডতা চ এক শরীরাবয়বান্বয়েন সম্ভবতি" অর্থাৎ "যাহার দেহ ও আমার দেহ কিয়দংশেও এক সেই আমার সপিণ্ড"। এক দেহ ধারণ রূপ যে সম্বন্ধ তদ্দ্বারাই সপিণ্ডতা সিদ্ধ হয়। পুত্র পিতার সপিণ্ড, কেননা পিতার দেহ ও পুত্রের দেহ এক। পিতামহের শরীর পিতাতে আছে; এবং পিতার শরীর পুত্রে আছে, অতএব পিতামহ ও পুত্র সপিণ্ড। মাতার শরীর আমাতে আছে, সুতরাং মাতা আমার সপিণ্ড। মাতামহের শরীর মাতাতে আছে, মাতার শরীর আমাতে আছে; সুতরাং মাতামহ আমার সপিণ্ড। মামা, মাসীও সপিণ্ড। কেননা যে মাতামহের শরীর আমাতে আছে সেই মাতামহের শরীর মামা ও মাসীতেও আছে। খুড়ো জ্যেঠা ও পিসী ইঁহারাও সপিণ্ড। কেননা যে পিতামহের শরীর আমাতে আছে, সেই পিতামহের শরীর ইঁহাদের মধ্যে আছে। ভ্রাতৃভার্য্যাও সপিণ্ড। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা এক দেহ। ভ্রাতা সপিণ্ড বলিয়া

ভ্রাতৃভার্য্যাও সপিণ্ড। ঐ কারণে মামাতো ভাই, ও তাহার সন্তান-সন্ততি, পিসতুতো ভাই ও তাহার সন্তানসন্ততি, খুড়তুতো ভাই ও তাহার সন্তানসন্ততি ইহারাও সপিণ্ড।

বিবাহ সপিণ্ড (অর্থাৎ যে সমস্ত সপিণ্ডের সহিত বিবাহ হয় না তাহারা) পাঁচ প্রকার ; যথা—

১। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ; পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বৃদ্ধ প্রপৌত্র অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ইত্যাদি ; অর্থাৎ পিতা হইতে ঊর্দ্ধে সপ্তম পুরুষ ও নিম্নে সপ্তম পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না।

২। পিতার মাস্তুতো, খুড়তুতো ও মামাতো ভাই—ইঁহাদের প্রত্যেকের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সপ্তম পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না।

৩। মাতা হইতে উর্দ্ধে ও নিম্নে পঞ্চম পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না।

৪। মাতার মাস্তুতো, ও খুড়তুতো মামাতো ভাইয়ের প্রত্যেকের উর্দ্ধে ও নিম্নে পাঁচ পুরুষের সহিত যে কন্যার শোণিত সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না।

৫। নিজের মামাতো ভাই, মাস্তুতো ভাই ও খুড়তুতো ভাই সম্বন্ধেও ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সাতপুরুষ বাদ দিতে হইবে।

শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে। 'বিবাহ সপিণ্ডস্তু পিতৃ পিতৃবন্ধপেক্ষয়া সপ্তমপুরুষাবধয়ঃ। মাতা মাতামহ মাতৃবন্ধপেক্ষয়া

পঞ্চম পুরুষাবধয়শ্চ।" অর্থাৎ "পিতা ও পিতৃবন্ধুর সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত (ঊর্দ্ধে ও নিম্নে) যাবতীয় ব্যক্তি, মাতামহ মাতৃবন্ধুর ঊর্দ্ধে ও নিম্নে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যক্তি সপিণ্ড।" রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে নারদসংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারও অভিপ্রায় ঐরূপ। যথা "পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ। সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥" অর্থাৎ "মাতার পঞ্চম ও পিতার সপ্তম পুরুষের পর আর সপিণ্ডতা থাকে না। সকল বর্ণের সম্বন্ধে এই একই বিধি।"

বিবাহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু সপিণ্ডা, সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। অর্থাৎ যে নিজ হইতে অতি পৃথক্ ও যে নিজের অতি নিকট ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ডারউইন তাঁহার Origin of species নামক পুস্তকের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "Again, both with plants and animals, there is the clearest evidence that a cross between *individuals of the same species, which differ to certain extent* gives vigour and fertility to the offspring; and the close interbreeding continued during several generations between the nearest relatives, leads to decreased size, weakness and sterility." ইহার ভাবার্থ এই :—"যাহাদের মধ্যে সজাতীয়ত্ব আছে অথচ কিছু কিছু বৈষম্যও আছে, তাহাদেরই (কি বৃক্ষলতা,

কি জন্ত সকলের পক্ষে,) পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত; কেননা ঐরূপ মিলনে অপত্যাদির যে বল, ও পুত্রোৎপাদন ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। এবং অতি নিকট আত্মীয়দের মিলন হইলে বহুকাল পরে সন্তানগণের আকারের খর্ব্বতা, দুর্ব্বলতা, ক্লীবত্ব এবং বন্ধ্যাত্ব জন্মে।” আমাদের শাস্ত্রকারদেরও বিধান ঐরূপ। সমান জাতি ও সমান বর্ণে বিবাহ করিবে। কিন্তু ঐ সমান বর্ণের মধ্যে যাহারা অতি নিকট আত্মীয় তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না।

অতি নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহ করা যে অতি দোষাবহ, তাহা অন্ত অন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। Encyclopoedia Britannica নামক জগদ্বিখ্যাত অভিধানের অষ্টম বালামের (volume) ৬১৯ পৃঃ Ethnology নামক প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে:—“Tylor regards it as mainly due to the *beneficial fact of marrying out and out*, and to *the physiological evil of marrying in and in.* This theory is favoured by established maxims that breeding in and in is perhaps more noxious to human beings than professional breeders think it for animal stock.”

ইহার ভাবার্থ এই:—“দূরে দূরে বিবাহ করিলে সুফল ফলে; এবং নিকট নিকট বিবাহ করিলে শরীর সম্বন্ধে কুফল ফলে। ইহা টাইলার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। এবং ফরমাইস মত জন্তু প্রস্তুত করা যাহাদের ব্যবসায়, তাহারাও বলে যে জন্তুর মধ্যে

নিকটানিকটি মিলন হইলে কুফল ঘটে। মনুষ্যের মধ্যে ঐরূপ করিলে যে অধিকতর কুফল ঘটে তাহা একরূপ নিশ্চয় অবধারিত হইয়াছে।” হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি। ইঁহারা অনেক অত্যাচার, অনেক উপদ্রব ও অনেক উপপ্লব সহ্য করিয়াও যে এখনও জীবিত আছেন, বোধ হয় অসগোত্রা, অসপিণ্ডা, ও অসমান-প্রবরা কন্যা বিবাহ করা তাহার অন্যতম কারণ।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, যে পাঁচ বা সাতপুরুষ পর্য্যন্ত বাদ দিয়া বিবাহ করিতে হইবে এ কথার মূলে কি যুক্তি আছে? যুক্তি প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে অন্যদেশে অন্যজাতি ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে এইরূপ সাত পুরুষ বাদ দেওয়ার নিয়ম আছে। টাইলার সাহেব বলেন যে চীন ও শ্যামদেশেও এইরূপ সাতপুরুষ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। Tylor সাহেব আরও বলেন—“Gregory I. pronounces matrimony to be unlawful as far as the seventh degree.” *Tylor's Early History of Mankind.' P. 279.* অর্থাৎ—“পোপ-প্রথম গ্রিগরী সপ্তম পুরুষের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।” যে কারণে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বাদ দেওয়ার বিধি আছে, তাহা বোধ হয়, এই। মনে করুন বর ও কন্যার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ একই ব্যক্তি। মনে করুন যেন ঐ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের একটী সঞ্চারী রোগ (যথা যক্ষ্মা, অপস্মার, উন্মাদ প্রভৃতিকে সঞ্চারী বা hereditary রোগ বলে) ছিল। এখন ঐ রোগ বর ও কন্যা

উভয়েই সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা। যদি কোন রোগ পিতা ও মাতা উভয়েই বিদ্যমান থাকে, তবে উহা সন্তানাদির মধ্যে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। ডাক্তার Quain বলিয়াছেন—"When both parents are subject to the same well-marked diathesis, the transmission of it to the offspring is almost a certainty." *Dictionary of Medicine, Vol. II. P. 513.* অর্থাৎ "যখন পিতা ও মাতা উভয়ের মধ্যেই কোন একটি পীড়া নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ পীড়া যে সন্তান সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিত।" শুদ্ধ যে পীড়া সম্বন্ধে ঐ নিয়ম তাহা নহে। পিতা মাতা উভয়ের যদি কোন চরিত্র দোষ থাকে তাহা হইলেও ঐ চরিত্রদোষ সন্তানগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।" Quain সাহেব বলিয়াছেন—"And the same may be said of abnormal moral habits, which when they have fixed themselves in the cerebral organism tend to reproduce themselves in succeeding generations." Dic. of Med., Vol. II. p. 513. অর্থাৎ "পীড়া সম্বন্ধে যে কথা, কলুষিত পাপ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। ঐ পাপপ্রবৃত্তি অভ্যাসবলে মস্তিষ্কে খোদিত হইয়া যায় এবং উহা বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততিদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। অনেক পীড়া, অনেক চরিত্রদোষ দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পরে সন্তান সন্ততিতে প্রকটিত হয়। অনেক সময় উন্মাদ রোগগ্রস্ত প্রপিতামহের প্রপৌত্র উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়। পিতামহ ও পিতাতে ঐ রোগের চিহ্ন মাত্র দেখা

যায় না। ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন যে পাঁচ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত রোগের ও কুচরিত্রের প্রাবল্য থাকে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ পাঁচ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বাদ দিতে বলিয়াছেন। Quain সাহেব বলিয়াছেন—"Too much attention is generally bestowed on direct transmission of diseases from parent to child and too little on tendencies resulting from the sum of forces acting through innumerable generations of the past." Dic. of Med. Vol. I. P. 508. অর্থাৎ "পিতা হইতে পুত্রে যে ব্যাধি সঞ্চারিত হইতে পারে, এবিষয়ে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বংশমধ্যে যে সমস্ত দোষ বা পীড়া নানা কারণে উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হয়, সেগুলি কিরূপে অতি পরবর্ত্তী সন্তানসন্ততির মধ্যে কার্য্য করে, (অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের পাপ ও পীড়া বহুকাল পরে কিরূপে বংশধরদের অনিষ্ট সাধন করে) তদ্বিষয়ে কেহই লক্ষ্য করেন না।" পাপ বা রোগ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত প্রবল থাকে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ সাত পুরুষ বাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

একণে ভাবিয়া দেখুন আমাদের দূরদর্শী প্রজ্ঞানেত্র শাস্ত্রকারগণ আমাদের কল্যাণসাধনের জন্য কি সমস্ত মহামূল্য বা অমূল্য ব্যবস্থামালা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আহা! তাঁহাদের দয়া, জ্ঞান, দূরদর্শিতা, নিরপেক্ষতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি আলোচনা করিলে হৃদয় ভক্তি, প্রীতি ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। কিন্তু আমরা কি কৃতঘ্ন! এই মহোপকারক ঋষিগণের নিকট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে থাক্, আমরা এই দেবোপম পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকে কুসংস্কারান্ধ বলিয়া অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হই না। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ইংরাজেরা এদেশে বিজ্ঞানালোক আনয়ন করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের বলে আমরা আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের জ্ঞানবত্তা, দয়া ও কল্যাণসাধকত্ব বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

২। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকগণ সর্ব্বত্রই "সুলক্ষণা" কন্যা বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অগ্রে "সুলক্ষণা" কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি। বৃহৎ সংহিতাতে লিখিত আছে :—

১। "স্নিগ্ধোন্নতাগ্রতনুতাম্রনখৌ ... সমোপচিতচারুনিগূঢ়-গুল্ফৌ শ্লিষ্টাঙ্গুলী কমলকান্তিতলৌ পাদৌ"—অর্থাৎ সুলক্ষণা কন্যার পাদদ্বয় স্নিগ্ধ (মসৃণ), কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় অগ্রতনু (পায়ের গোড়ালির দিক মোটা কিন্তু আগার দিকটা অপেক্ষাকৃত সরু) হইবে। তাঁহার নখ লোহিত বর্ণ, তাঁহার গুল্ফ (গোড়ালি) স্থূল, মাংসল ও সুগঠন; তাঁহার পাদাঙ্গুলি ঘনসন্নিবিষ্ট; এবং তাঁহার পাদতল পদ্মকান্তি হইয়া থাকে।

২। "মৎস্যাঙ্কুশযববজ্রহলাদিচিহ্নৌ, অস্বেদনৌ মৃদুতলৌ চরণৌ প্রশস্তৌ"—সুলক্ষণা কন্যার পাদতলে মৎস্য, অঙ্কুশ, যব, বজ্র, হল, অসি প্রভৃতির চিহ্ন দেখা যায়; তাঁহার পায়ের তলায় ঘাম দেয় না; তাঁহার পাদতল কোমল হইয়া থাকে।

৩। "জঙ্ঘে চ রোমরহিতে বিশিরে সুবৃত্তে"—সুলক্ষণা কন্যার জঙ্ঘা (অর্থাৎ জানুর নিম্নে গোড়ালি পর্য্যন্ত শরীরের যে

অংশ তাহা shank, calf) অলোম, শিরারহিত (অর্থাৎ শিরাগুলি বাহির হইতে দেখা যায় না) ও গোলাকার হইয়া থাকে।

৪। "উরূ ঘনৌ করিকরপ্রতিমৌ অরোমৌ"—তাঁহার উরুদেশ (thigh) স্থূল, অলোম ও হস্তিশুণ্ডাকার হয়।

৫। "অশ্বত্থপত্রসদৃশ্যং বিপুলং চ গুহ্যং"।

৬। "বিস্তীর্ণ মাংসোপচিতনিতম্বঃ"—অর্থাৎ "তাঁহার নিতম্ব বিশাল ও মাংসল হয়"।

৭। "নাভি গভীরা" "নাভি গভীর"।

৮। "রোমপ্রবর্জ্জিতমুরো মৃদু"—অর্থাৎ "তাহার বক্ষোদেশ অলোম ও কোমল"।

৯। "বৃত্তৌ ঘনৌ অবিষমৌ কঠিনৌ উরজৌ"—তাঁহার স্তনদ্বয় গোলাকার, স্থূল, কঠিন ; এবং তাঁহার দুইটি স্তনই একরূপ।

১০। "গ্রীবা চ কম্বু"—তাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়।

১১। তাঁহার অধর "মাংসলোরুচিরবিম্বরূপভৃৎ"—অর্থাৎ মাংসল, সুন্দর ও বিম্বোপম।

১২। "কুন্দকুট্মলনিভাঃ সমা দ্বিজাঃ"—তাঁহার দন্ত কুন্দকলির ন্যায় ছোট ও তাঁহার দন্তপংক্তি সুবিন্যস্ত।

১৩। "দাক্ষিণ্যযুক্ত মশঠং পরপুষ্টহংসবল্গু প্রভাসিতমদীনমনল্পসৌখ্যং"—তাঁহার বচন, দয়া ও সৌজন্যসূচক, সত্য, কোকিল ও হংসের স্বরের ন্যায় মধুর ও প্রচুররূপে আনন্দদায়ক। তাঁহার বাক্য দারিদ্র্য বা কাতরতাসূচক নহে।

১৪। "নাসা সমা সমপুটা রুচিরা"—তাঁহার নাসিকা মসৃণ ও তাঁহার নাসাপুট দুইটি একরূপ।

১৫। "দৃক্ নীলনীরুজদ্যুতিহারিণী"—তাঁহার চক্ষু নীলপদ্মকে পরাস্ত করে।

১৬। "নো সঙ্গতে নাতিপৃথু ন লম্বে শস্তে ভ্রুবৌ বালশশাঙ্ক বক্রে"—তাঁহার ভ্রূদ্বয় যোড়া বা মিলিত নহে।* উহা অতি স্থূলও নহে, অতি দীর্ঘও নহে। এবং উহা বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র (cresent)।

১৭। "অর্দ্ধেন্দুসংস্থানং আরোমশং চ শস্তং ললাটং ন নতং ন তুঙ্গং" তাঁহার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অলোম, নাতিনিম্ন, নাত্যুচ্চ।

১৮। "নিগূঢ় মণিবন্ধনৌ"—তাঁহার মণিবন্ধ বা প্রকোষ্ঠ স্থূল।

১৯। "তরুণপদ্মগর্ভোপমৌ করৌ। তনুবিকৃষ্টপর্ব্বাঙ্গুলিঃ। ন নিম্নমতি নোন্নতং করতলং সুরেখান্বিতং।"—অর্থাৎ তাঁহার করদ্বয় নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের গর্ভের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। তাঁহার অঙ্গুলি সরু সরু ও দীর্ঘ দীর্ঘ পর্ব্বাবশিষ্ট (পর্ব্ব অর্থে আঙ্গুলের পাব বা গাঁট।) ইহাকে যবও বলে। তাঁহার করতল অনিম্ন ও অনুন্নত ও সুরেখাঙ্কিত।

২০। "স্নিগ্ধ নীলমৃদুকুঞ্চিতৈকজাঃ মূর্দ্ধজাঃ"—তাঁহার কেশ চিক্কণ, নীল, মৃদু, কুঞ্চিত ও ঘনসংশ্লিষ্ট বা পরস্পর অনবচ্ছিন্ন।

কুলক্ষণা কন্যার চিহ্নও সবিস্তারে বৃহৎ সংহিতাতে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা ঃ—

* যোড়াভুরু (meeting eyebrows) ইউরোপে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। হেলেনার যোড়াভুরু ছিল।

১। কনিষ্ঠা পাদয়োর্যস্যা ভূমিং স্পৃশতি নাঙ্গুলিঃ।
ন সা তিষ্ঠতি কুমারী বন্ধকীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ চলিবার সময় যাহার দুই পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দুইটি ভূমিস্পর্শ না করে, সে কখনও কুমারী থাকে না। সে নিশ্চয়ই ভ্রষ্টা হয়।

২। পাদপ্রদেশিনী যস্যা অঙ্গুষ্ঠাদতিরিচ্যতে।
কুমারী কুরুতে জারং যৌবনস্থা তু কিং পুনঃ॥

যাহার পায়ের প্রদেশিনী (বুড়া আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলটি) বুড়া আঙ্গুল হইতে বড় হয়, সে যুবতী অবস্থার ত কথাই নাই কুমারী অবস্থাতেই উপপতি করে।

৩। নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা সা দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপো যস্যা গণ্ডয়োশ্চ স্মিতেষু নিঃসন্দিগ্ধং বন্ধকীং তাং বিন্দন্তি॥

যাহার চক্ষু টেরা, পিঙ্গলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ এবং যাহার চক্ষু চঞ্চল সে দুঃশীলা হয়; হাসিবার সময় যাহার গণ্ডদেশে গর্ত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই ব্যভিচারিণী হয়।

৪। স্তনৌ সরোমৌ মলিনোল্বণৌ চ ক্লেশং দধাতে বিষমৌ চ কর্ণৌ।
স্থূলাঃ করালাঃ বিষমাশ্চ দন্তাঃ ক্লেশায় চৌর্য্যায় চ কৃষ্ণমাংসাঃ॥

যাহার স্তনদ্বয় লোমশ, মলিন ও স্থূল; যাহার কর্ণদ্বয় দুইটা দুই রকমের; সে অনেক কষ্ট পায়; যাহার দন্ত স্থূল, ভয়ঙ্কর ও বিষম (সুবিন্যস্ত নহে) ও যাহার দাঁতের মাঢ়ী কৃষ্ণবর্ণ সে অনেক ক্লেশ পায় এবং চোর হয়।

৫। যাভূত্তরোষ্ঠেন সমুন্নতেন, রুক্ষাগ্রকেশী কলহপ্রিয়া সা।
প্রায়ো বিরূপাসু ভবন্তি দোষাঃ যত্রাকৃতি স্তত্র গুণা বসন্তি॥

যাহার উত্তরোষ্ঠ (উপর ঠোঁট) স্থূল বা উচ্চ এবং যাহার অগ্রকেশ রুক্ষ (কঠিন) সে কলহপ্রিয়া হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যে কুরূপা দুশ্চরিত্রা হয় এবং সুরূপা সদ্‌গুণশালিনী হয়।

৬। বিধবা বিপুলেন স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠেন দুর্ভগা।
দীর্ঘাঙ্গুলীভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা।
সুবিশালোদরী নারী নিরপত্যা চ দুর্ভাগা।

যাহার বুড়া আঙ্গুল স্থূল সে বিধবা হয়; যাহার বুড়া আঙ্গুল লম্বা সে হতভাগিনী হয়। যাহার অঙ্গুলি দীর্ঘ হয়, সে কুলটা হয়, যাহার অঙ্গুলি কৃশ সে অতি দরিদ্র হয়। যাহার উদর বিশাল সে দুর্ভগা ও নিঃসন্তানা হয়।

রামায়ণে সীতা বলিয়াছেন :—

কেশাঃ সূক্ষ্মাঃ সমা নীলা ভ্রুবৌ চাসংগতে মম।
বৃত্তে চারোমকে জঙ্ঘে দন্তাশ্চাবিরলা মম॥
শঙ্খে নেত্রে করে পাদৌ গুল্‌ফাবূরূ সমাচিতৌ।
অনুবৃত্তনখাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম॥
স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচুচুকৌ।
মগ্নাচোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বো বক্ষ মে চিতং॥
মম বর্ণো মণিনিভো মৃদূন্যঙ্গরুহাণি মে।
প্রতিষ্ঠিতা দ্বাদশভির্মামুচুঃ শুভলক্ষণাং॥

অর্থাৎ—আমার কেশ সূক্ষ্ম সুবিন্যস্ত ও নীলবর্ণ। আমার ভ্রূদ্বয় পরস্পর অমিলিত। আমার জঙ্ঘাদ্বয় গোলাকার ও অলোম। আমার দন্ত ঘনসন্নিবিশিষ্ট। আমার নেত্রদ্বয় শঙ্খাকৃতি। আমার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, গুল্‌ফদ্বয় ও উরুদ্বয় স্থূল ও সুগঠিত।

আমার নখ অনুন্নত; আমার অঙ্গুলি মসৃণ ও সুগঠিত। আমার স্তনদ্বয় ঘনসংশ্লিষ্ট, পীন, ও আমার চুচুক ছোট ও মগ্ন। আমার নাভি ও উৎসেধনী গভীর। আমার পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল মাংসল। আমার বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল। আমার লোম কোমল। পণ্ডিতেরা অবৈধব্যের যে বারটি লক্ষণ দিয়াছেন, তৎসমস্তই আমাতে বিরাজিত রহিয়াছে। আমি কখনও বিধবা হইব না।

আকৃতির সহিত যে ভাগ্য বা চরিত্রের কোন সম্পর্ক আছে, ইহা আমাদের দেশের কেহ কেহ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিতে হইতেছে যে আকৃতির সহিত চরিত্র ও ভাগ্যের অতি নিগূঢ় ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ এই সম্পর্ক স্বীকার করিতেন। আরিষ্টটল এতৎ সম্বন্ধে গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ (ডারউইন, স্পেন্সার) ও আকৃতির সহিত চরিত্রের সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন। আকৃতির সহিত যদি চরিত্রের নিকট সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আকৃতির সহিত ভাগ্যেরও নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কেননা আমাদের চরিত্র অনুসারে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। Darwin তাঁহার Expression of Emotions নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে যখন আমাদের মনে কোনরূপ ভাব বা প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তখন আমাদের দেহেও তদনুযায়ী কতকগুলি পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত হয়। সকলেই জানেন যে ক্রোধের সময় মুখ লাল হয় নাসাপুট বিস্ফারিত হয় ও কাঁপিতে থাকে, সমস্ত শরীর কাঁপিতে

থাকে, দাঁত কড়মড় করে, ইত্যাদি*। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধের বশবর্ত্তী তাহার অঙ্গে ক্রোধের চিহ্নগুলি প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহার পুত্রেও তাহার ক্রোধাধিক্য ও ক্রোধসূচক চিহ্নগুলি সঞ্চারিত হয়। এবং ঐ চিহ্নগুলি দেখিলেই অনুমান করা যায় যে সে ক্রোধী। "As the mental disposition and proneness to action are inherited by children from parents, so the facility and proneness to expression are developed under the law of heredity." Darwin as quoted in Encyclopædia Britannica (IXth edn., vol 19, P. 5.) অর্থাৎ পুত্র পিতার চরিত্র, প্রবৃত্তি, কার্য্য প্রভৃতি অধিকার করে এবং পিতার আকৃতিও অধিকার করে। সুতরাং তাহার আকৃতি তাহার চরিত্রের পরিচায়ক হয়। 'The correlation of the physical actions and the psychical states was made the subject of speculation by Spencer and such speculations were reduced to a system by Darwin in his Expression of Emotions.' (Ibid). অর্থাৎ আকৃতি ও চরিত্রের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে স্পেন্সার কতকগুলি অনুমান করিয়াছিলেন। ঐ অনুমানগুলি ডারউইন বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। সক্রেটিস মহাজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু

---

* "Now set the teeth and stretch the nostril wide,
Hold hard the breath &c......"
Shakespeare, Henry V., Act III. Sc. I.

তিনিও আকৃতির সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। Zopyrus নামক একজন সামুদ্রিক সক্রেটসের অবয়ব, চক্ষু, মুখ, ললাট প্রভৃতি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি নির্ব্বোধ, কামুক, এবং অলস।' তাঁহার শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু Socrates বলিলেন "আমি ঐরূপই বটি। কেবল জ্ঞানালোচনা দ্বারা আমি আমার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া রাখিতে শিখিয়াছি।" অতএব আকৃতি যে চরিত্রের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং ভাগ্য যখন চরিত্রাধীন তখন আকৃতিকে ভাগ্যেরও পরিচায়ক বলিতে হইতেছে।

৩। বিবাহ্যা কন্যার কুলগৌরব বা বংশমর্য্যাদার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে কন্যার মাতা, খুড়ী, জেঠাই প্রভৃতি পতিসেবা, শ্বশ্রূশ্বশুর পরিচর্য্যা, গুরুজন শুশ্রূষা করে নাই, যে কন্যা কুটুম্ব পরিপোষণের ক্রম দেখে নাই, যে কন্যা অতিথিসৎকারের পারিপাট্য দেখে নাই, যে কন্যা পিতামাতার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, উদারতা প্রভৃতি দেখে নাই, সে কিরূপে পতিকুলে আসিয়া সুরীতি বা সুনীতি প্রদর্শন করিবে? যে বংশে দেবদ্বিজের সেবা হয় না, যে বংশে সদনুষ্ঠান সংঘটিত হয় না, যে বংশে ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না, সে বংশের কন্যার নিকট সদাচার, সুশীলতা প্রভৃতির প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনামাত্র। যে যেমন দেখে সে তেমনি শিখে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং সদ্বংশজা কন্যা যে বিবাহ্যা সে বিষয়ে আর বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে বংশে সঞ্চারী রোগ আছে, সে বংশ সম্ভ্রান্ত

হইলেও বর্জ্জনীয়। শাস্ত্রকারগণ বিবাহসম্বন্ধে যে কয়টি দোষ ও রোগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সঞ্চারী। অতিরিক্তাঙ্গ ও হীনাঙ্গ সঞ্চারী ইহা ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। ডাক্তার Quain বলেন :—"There is no doubt that (ma)lformations are handed down and when these are marked in families, it is injudicious for persons to intermarry. Where also serious diseases such as phthisis, insanity or cancer have been met with on both sides, it is most advisable that intermarriages should not take place." Dict. of Med. Vol I., P. 510.

অর্থাৎ "অঙ্গবৈকল্য যে সঞ্চারী তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং যেখানে কোন পরিবারে ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, সেখানে সে পরিবারের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া সুবিবেচনার কার্য্য নহে। তদ্ভিন্ন যেখানে কোন পরিবারের কোন সঙ্কট বা দারুণ ব্যাধি (যথা যক্ষ্মা, উন্মাদ, ক্ষত প্রভৃতি) বর ও কন্যা উভয় পক্ষে দৃষ্ট হয় সেখানে বিবাহ সঙ্ঘটন না হওয়াই সুপরামর্শ।" ইংরাজীতে ডাক্তারেরা নিম্নলিখিত রোগগুলিকে সঞ্চারী বলিয়াছেন ; যথা :—

(১) Debility বা দৌর্ব্বল্য (Quain's Dict. of Med. Vol. I., P. 435.)। (২) Convulsions বা ধনুষ্টঙ্কার (Ibid. Vol. 2 P. 396). (৩) Diabetes বা বহুমূত্র (Ibid. Vol I. P. 453). (৪) অজীর্ণতা ও অজীর্ণতাজনিত অঙ্গবৈকল্য (Disorders of digestion and here-

ditary mal-formations due to them) (Ibid. Vol. II. P. 89). (৫) বসন্ত ও উপদংশ (Ibid, Vol. I., P. 50). হৃদ্‌রোগ, diptheria, typhoid, nervous diseases, গোদ, মূর্চ্ছা, ইত্যাদি (Ibid Vol. I. P. 508). যে বংশে বা যে কন্যার এ সমস্ত রোগ আছে সে বংশ ও সে কন্যা নিতান্ত পরিবর্জ্জনীয়া। সন্তানসন্ততি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইতে পারুক বা না পারুক, তাহারা পীড়া, পাপপ্রবৃত্তি, কুস্বভাব প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের সৎ প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সুতরাং উহারা আমাদের মনে বা দেহে বিশেষ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন করিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি সন্তানাদিতে সঞ্চারিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তি ও পীড়া আমাদের শরীরে ও মনে প্রবল আধিপত্য করে, সুতরাং এ গুলি আমাদের দেহে, মস্তিষ্কে ও মনে বিশেষরূপে অঙ্কিত হয়। এবং এগুলি সহজেই আমাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং যেখানে দুষ্প্রবৃত্তি, পীড়া বা পাপ দৃষ্ট হয়, সেখানে বিবাহ করা অবিধি।

বিবাহ্যা কন্যাসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান ও তৎপ্রতিপোষক যুক্তিচয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে বরনির্ব্বাচনের বিধিগুলি প্রদত্ত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ "কন্যাতে যে সমস্ত সদ্‌গুণের কথা বলা হইয়াছে,

বরেও সেইগুলি অনুসন্ধেয়। তদ্ভিন্ন বরের সবর্ণ, বেদাধ্যয়নশীল, যুবা, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারাভিজ্ঞ ও লোকপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বরের পুংস্ত্ব (virility) কিরূপ তাহাও পরীক্ষা করা উচিত।" এই পরীক্ষার উপায় নারদসংহিতায় লিখিত আছে :—

"যস্যাপস্মু মজ্জতে বীজং হ্লাদি মূত্রঞ্চ ফেনিলং।
পুমান্ স্যাৎ লক্ষণৈরেতৈ বিপরীতৈস্তু ষণ্ডকঃ॥"

অর্থাৎ "যাহার বীজ (semen) জলে ডুবিয়া যায়, যাহার মূত্র ফেনাময়, এবং যাহার মূত্রত্যাগকালে শব্দ হয়, সে পুংস্ত্ববিশিষ্ট (virile). বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ ক্লীব ও সন্তানোৎপাদনে অক্ষম।" বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে :—

"জাতির্বিদ্যা বয়ঃ শক্তিরারোগ্যং বহুপক্ষতা।
অর্থিত্বং বিত্তসম্পত্তি রষ্টাবেতে বরে গুণাঃ॥

অর্থাৎ "জাতি, বিদ্যা, যৌবন, সুশক্তি, সুস্বাস্থ্য, ধনসম্পত্তি, বহুকুটুম্ব, বহু পোষ্য, বহু ভৃত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হওয়া, কন্যার জন্য কন্যার পিতার নিকট প্রার্থী হওয়া, বরের এই আটটি গুণ। অর্থাৎ এই আটটি গুণ যে বরে আছে সে উৎকৃষ্ট বর।" কিন্তু

"দূরস্থানাং অবিদ্যানাং মোক্ষ ধর্ম্মানুযায়িনাং।
শূরাণাং নির্দ্ধনানাঞ্চ নদেয়া কন্যকাবুধৈঃ॥" বৃহৎ পরাশর।

অর্থাৎ "যে দূরদেশবাসী, যে মূর্খ, যে গৃহস্থাবস্থাতেই মোক্ষধর্ম্ম অন্বেষণ করে, যে যুদ্ধব্যবসায়ী ও যে নির্দ্ধন তাহাকে পণ্ডিতগণ কন্যাদান করিবেন না।"

"ন চৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।"

অর্থাৎ "গুণহীন ব্যক্তিকে কদাপি কন্যাদান করিবে না।" গুণহীনের অর্থ করিতে গিয়া মেধাতিথি বলিয়াছেন :—

"গুণো বিদ্যাশৌর্য্যাতিশয়:, শোভনাকৃতিঃ, বয়:, মহত্ত্বোপেতস্ক লোকশাস্ত্রনিষিদ্ধ পরিহারং কন্যায়ামনুরাগ ইত্যাদি।" অর্থাৎ "বিদ্যাবত্তা, বলবত্তা, সৌন্দর্য্য, যৌবন, মহানুভাবতা, যাহা লোকাচার ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ তৎপরিবর্জ্জন, এবং কন্যাতে অনুরাগ। ইত্যাদি।" মল্লিনাথও কুমারসম্ভবের টীকায় বলিয়াছেন :—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ॥

"কন্যা চাহেন যে বর রূপবান্ হউক ; মাতা চাহেন যে বর ধনবান্ হউক ; পিতা চাহেন যে বর বিদ্বান্ হউক ; আত্মীয়গণ চাহেন যে বর কুলীন হউক। অন্য অন্য লোকেরা বলে যে বর মিষ্টান্নদানে সক্ষম হউক।" ফলতঃ রূপ, ধন, বিদ্যা ও বংশ সাধারণতঃ কয়টিই বিশেষ লক্ষ্য। তদ্ভিন্ন বরের বংশে কোনরূপ সঞ্চারী রোগ আছে কি না, তাহার স্বাস্থ্য কিরূপ, এ সমস্তও অনুসন্ধেয়। পুরুষ সম্বন্ধে কতকগুলি কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। আমরা উহাদের কয়েকটির মাত্র নির্দ্দেশ করিতেছি।

১। নাভী স্বরং সত্ত্বমিতি প্রশস্তং, গম্ভীরমেতৎ ত্রিতয়ং নরাণাং।
উরো ললাটং মু পুংসাং, বিস্তীর্ণমেতৎ ত্রিতং প্রশস্তং॥
বৃহৎ সংহিতা।

অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে গভীর নাভি, গম্ভীর স্বর ও বাহুবল প্রশস্ত। বিস্তৃত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃ ও বিস্তৃত বদন পুরুষের পক্ষে প্রশস্ত।

২। বক্ষোঽথ কক্ষানখ নাসিকাস্যং, কৃকাটিকা চেতি ষড়ুন্নতানি।
হ্রস্বানি চত্বারি চ...গ্রীবা চ জঙ্ঘে হিতপ্রদানি ॥
নেত্রান্তপাদ করতাল্ব ধরোষ্ঠ জিহ্বা, রক্তা নখাশ্চ খলু সপ্ত সুখাবহানি।
সূক্ষ্মাণি পঞ্চ দশনাঙ্গুলিপর্ব্ব কেশাঃ, সাকং ত্বচা কররুহা নচ দুঃখিতা ॥
প্রলম্ববাহুঃ, পৃথুপীনবক্ষা, ক্ষপাকরাস্যঃ, সিতচারু দন্তঃ।
গজেন্দ্রগামী কমলায়তাক্ষঃ স্ত্রীচিত্তহারী স্মরতুল্য মূর্ত্তিঃ ॥

অর্থাৎ "সুলক্ষণ পুরুষের বক্ষঃ, পার্শ্বদেশ, নখ, নাসিকা, মুখ ও ঘাড় উন্নত হওয়া ভাল। তাঁহার কণ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব হওয়া ভাল। তাঁহার চক্ষু, পাদতল, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ রক্তবর্ণ হওয়া ভাল। তাঁহার দশন, অঙ্গুলি, অঙ্গুলির পর্ব্ব বা যব, কেশ, ও ত্বক সূক্ষ্ম বা পাত্‌লা হওয়া ভাল। যাঁহার বাহু দীর্ঘ, বক্ষঃ বিশাল ও মাংসল, বদন চন্দ্রতুল্য, দন্ত শ্বেতবর্ণ ও সুন্দর, গমন গজেন্দ্রগমনের ন্যায় ও চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায়; সেই কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ মনুষ্য স্ত্রীচিত্ত হরণে সক্ষম। যাঁহারা বরের সুলক্ষণ সম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বাচস্পত্য অভিধানের পুরুষ নামক শব্দের ব্যাখ্যা দেখিবেন।

আমাদের সমাজে বর কন্যাকে ও কন্যা বরকে নির্ব্বাচন করিতে পারে না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত

ও অভিজ্ঞ পিতামাতার নির্ব্বাচন অপরিণতবয়স্ক অর্ব্বাচীন বরকন্যার নির্ব্বাচন অপেক্ষা ভাল হইবে ইহাই সম্ভব। তদ্ভিন্ন বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদপ্রথা প্রবল থাকিলে বর কন্যার পক্ষে স্বতঃ নির্ব্বাচন অসম্ভব হয়। বালিকা নির্ব্বাচনের কি জানে? নির্ব্বাচনে জাতির কথা সকলে মনে রাখিতে পারে না। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদের সুখ ভোগ করিতে চান, তাঁহারা নিজে নিজে নির্ব্বাচন করার যে সুখ বা সুবিধা ত্যাগ করিবেন। "আগারও পাড়িব ও তলারও কুড়াব" এই দুই সুবিধা যুগপৎ ঘটা অসম্ভাবিত। ইংরাজদের সমাজ হইতে ইহাও শিখা যাইতেছে যে নিজে নিজে নির্ব্বাচন করার বিশেষ লাভ বা সুখ বা সুবিধাও নাই। অধ্রুব ও কাল্পনিক সুখের আশায় যে ধ্রুব ও প্রকৃত কল্যাণের ও সুখের পথ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করে, সে বুদ্ধিমান্ নহে।

নবম অধ্যায়।

বিবাহের প্রকার ভেদ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ অষ্টবিধ। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই কয় প্রকার বিবাহের লক্ষণ প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। ব্রাহ্ম—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহুয় দানং কন্যায়াং ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ মনু ৩। ২৭।

"ধর্ম্মানুগত ব্রাহ্মবিবাহে, একটি বেদবৎ সচ্চরিত্র বর দেখিয়া, তাহাকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া, তাহাকে বিধিমত অর্চ্চনা বা অভ্যর্থনা করিয়া, এবং তাহাকে যথোপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া, পরে তাহাকে কন্যাদান করিতে হয়।" এইরূপ কন্যাদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা ইহাতে কন্যাপক্ষ বরপক্ষের নিকট কোনরূপ উপকারের বা লাভের প্রত্যাশা পর্য্যন্ত করেন না। তদ্ভিন্ন, আহ্বান করিয়া দান করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানের মধ্যে গণ্য। পরাশর বলিয়াছেন :—

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহুয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ॥

অর্থাৎ "সত্যযুগে দাতা গ্রহীতার নিকট গমন করিয়া দান করিতেন। ত্রেতায় দাতা গ্রহীতাকে আহ্বান করিয়া দান করিতেন। দ্বাপরে গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে দাতা তাহাকে দান

করিতেন। কলিতে বিনা সেবায় কেহ কাহাকেও কিছু দান করে না।” সুতরাং বরকে আহ্বান করিয়া দান করিলে ত্রেতা যুগের ন্যায় কার্য্য করা হয়, এবং উহাতে কন্যাদানের ফল অধিকতর রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। “দৈব—

যজ্ঞে তু বিততে সম্যক্ ঋত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষ্যতে॥ মনু ৩।২৮।

অর্থাৎ “কন্যার পিতা কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন; এবং ঐ যজ্ঞে কোন এক ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের কার্য্য করিতেছেন। যজ্ঞ শেষ হইলে কন্যাকর্ত্তা যদি ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণাস্বরূপ অলঙ্কৃতা কন্যা দান করেন তবে উহা দৈব বিবাহ। এই বিবাহও ধর্ম্মানুগত।” ধর্ম্মানুগত হইলেও এই বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেননা ইহাতে কন্যাপক্ষ বরের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিতেছেন।

৩। একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ মনু ৩।২৯॥

অর্থাৎ “বরের নিকট হইতে ধর্ম্মার্থে একটি বা দুইটি গোমিথুন (একটি গাভী ও একটি বৃষ এতদুভয়ের সমষ্টিকে গোমিথুন বলে) লইয়া যদি তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে কন্যা দান করা যায় তবে এই বিবাহকে আর্ষবিবাহ বলে। আর্ষ বিবাহও ধর্ম্মবিবাহ।” “ধর্ম্মার্থে গোমিথুন লইয়া” ইহার অর্থ কুল্লুক ভট্ট এইরূপ করিয়াছেন। “ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মার্থং যাগাদিসিদ্ধয়ে কন্যায়ৈ বা দাতুং

নতুশুল্কবুদ্ধ্যা” অর্থাৎ “গোমিথুন লইয়া উহা দ্বারা যাগ যজ্ঞ করিবে, অথবা উহা কন্যাকে দান করিবে। উহা নিজের কোনরূপ ব্যবহারে আনিবে না। উহা কন্যাদানের মূল্য বা বিনিময় স্বরূপ এরূপ মনে করিবে না।” সে যাহা হউক, আর্ষবিবাহে প্রতিগ্রহের সম্পর্ক আছে বলিয়া উহা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ হইতে হীন।

৪। প্রাজাপত্য—

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ মনু ৩।৩০।

অর্থাৎ “বরকে রীতিমত অর্চ্চনা করিয়া ও “তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর” এই কথা বলিয়া যদি বরকে কন্যাদান করা যায় তবে ঐ বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।” এই বিবাহও ধর্ম্মানুগত বিবাহ। কেননা ইহাতে কন্যাপক্ষ বরের নিকট হইতে কিছুমাত্র উপকার বা লাভের প্রত্যাশা করেন না। তবে, ইহা ব্রাহ্মবিবাহ অপেক্ষা হীন। কেননা, ব্রাহ্ম বিবাহে বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাদান করিতে হয়। কিন্তু প্রাজাপত্যে বর আসিয়া কন্যার জন্য প্রার্থী হইলে তবে তাঁহাকে কন্যাদান করিতে হয়। যাচিতকে দান অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট দানের মধ্যে গণ্য।

৫। আসুর—

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাৎ আসুরোধর্ম্ম উচ্যতে॥ মনু ৩।৩১।

অর্থাৎ “কন্যার জ্ঞাতিকে বা কন্যাকে যথাশক্তি ধনদান করা

হইলে যদি কন্যাকর্ত্তা সন্তুষ্টচিত্তে কন্যাদান করেন তবে উহা আসুর বিবাহ।" এই বিবাহ ধর্ম্মানুগত বিবাহ নহে। ইহা কন্যাদান নহে, কন্যাবিক্রয়। সুতরাং এ বিবাহ অতি নিকৃষ্ট ও অতি দূষণীয়। মনু বলিয়াছেন—"পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন" অর্থাৎ পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাচ করিবে না।

৬। গান্ধর্ব্ব—

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ মনু ৩৩২।

অর্থাৎ "যেখানে বরকন্যা উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হয়, সেখানে ঐ বিবাহকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। ঐ বিবাহ কাম হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা রতিসুখের পক্ষে প্রশস্ত।" এই বিবাহ কামপর বা কামমূলক। সুতরাং ইহাও ধর্ম্মবিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না।

৭। রাক্ষস—

হত্বা, ছিত্ত্বা, চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।

প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ মনু ৩.৩৩।

অর্থাৎ "কন্যাপক্ষকে বিনাশ করিয়া, তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া, তাহাদের গৃহদুর্গাদি ভগ্ন করিয়া বলপূর্ব্বক যদি কন্যা হরণ করা যায় এবং ঐ কন্যা যদি বিলাপ করিতে করিতে ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে হরণকর্ত্তার গৃহে গমন করে, তবে উহা রাক্ষস বিবাহ।" এই বিবাহ বলমূলক। সুতরাং ইহাও ধর্ম্মবিবাহ মধ্যে গণ্য হয় না।

৮। পৈশাচ—

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ মনু ৩। ৩৪॥

অর্থাৎ যদি নিদ্রিতাবস্থায়, মদ্যপান জনিত অপ্রকৃতিস্থতার সময়, অথবা রোগাদিজনিত চেতনারাহিত্যাবস্থায়, কেহ গোপনে কন্যাতে উপগত হয়, তবে ঐরূপ পাপিষ্ঠ বিবাহকে পৈশাচ বিবাহ বলে এবং উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, আর্ষ, দৈব, ও প্রাজাপত্য বিবাহই প্রশস্ত এবং এই চারিটি বিবাহ ধর্ম্মমূলক সংস্কার বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। আসুর বিবাহ অর্থমূলক। ইহা সংস্কার বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ কামমূলক, রাক্ষস বলমূলক ও পৈশাচ ছলমূলক। সুতরাং ইহাদের কোনটিই সংস্কার নহে। বেদব্যাস দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহকে "অনগ্নিকং অমন্ত্রকং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদি গান্ধর্ব্ব বিবাহই সংস্কার না হয়, তাহা হইলে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহও যে সংস্কারবর্জ্জিত ইহা বলাই বাহুল্য। আসুর বিবাহ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু অধিকাংশের অভিপ্রায়ানুসারে ইহাও সংস্কারবিহীন বিবাহ।

নিম্নে এই কয় প্রকার বিবাহের গুণাগুণ প্রদর্শিত হইতেছে। মনু বলেন যে ব্রাহ্মীপুত্র "দশপূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যান্ আত্মানঞ্চৈকবিংশকং" পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও পরতন দশপুরুষ ও আপনি এই একুশপুরুষ উদ্ধার করেন। দৈবীপুত্র ঊর্দ্ধে সাত ও নিম্নে সাত

"সপ্ত সপ্ত পরাবরান্" এই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন। প্রাজাপত্য পুত্র ঊর্দ্ধে ছয় ও নিম্ন ছয় এই বারপুরুষ উদ্ধার করেন। আর্য্যাপুত্র উর্দ্ধে তিন ও নিম্নে তিন এই ছয় পুরুষ উদ্ধার করেন। আসুর বিবাহে কন্যার পিতা নরকে গমন করেন। গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ ও রাক্ষস এই সব নিন্দনীয় বিবাহের ফলও যে নিন্দনীয় তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। মনু বলিয়াছেন :—

ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥
রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥ মনু ৩।৩৯, ৪০।

অর্থাৎ "ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারি বিবাহে বেদজ্ঞ, তেজঃপুঞ্জ, শিষ্টজনের অভিমত, রূপবান্, বলবান্, গুণবান্, ধনবান্, যশস্বী, বহুভোগক্ষম, ধর্ম্মপরায়ণ ও শতায়ু (দীর্ঘজীবি) পুত্র জন্মে।" কিন্তু

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজাঃ।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্ নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।
মনু ৩,৪১, ৪২॥

অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ এই যে চারিটী দুর্ব্বিবাহ, ইহাতে নৃশংস, মিথ্যাবাদী, বেদদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী পুত্র জন্মে। অনিন্দিত বিবাহে অনিন্দিত পুত্র জন্মে এবং নিন্দিত বিবাহে নিন্দনীয় পুত্র জন্মে। অতএব নিন্দিত বিবাহ (আসুর

গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ) এই চারি প্রকার বিবাহ পরিত্যাগ করিবে। পুরাণাদিতে পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার বিবাহেরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জরৎকারুর বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ। ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দৈববিবাহ। হরগৌরীর বিবাহ প্রাজাপত্যবিবাহ। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ব্ববিবাহ। গাধি ভার্গবকে বলিয়াছিলেন "শুল্কং প্রদীয়তাং মহ্যং ততো চেৎস্যসি মে সুতাং" আমাকে শুল্ক প্রদান কর। তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে। অতএব এই বিবাহ আসুর বিবাহ। বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বা ও অম্বালিকার বিবাহ রাক্ষস বিবাহ। কোন কোন স্থলে মিশ্র বিবাহও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সেখানে দুই প্রকার বিবাহের একত্র সম্মিলন দেখা যায়। হরগৌরীর বিবাহে প্রথম হর ও গৌরী উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। পরে হর গৌরীর পিতার নিকট গৌরীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং হরগৌরীর বিবাহে গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য এতদুভয়ের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। রুক্মিনীহরণ ও সুভদ্রা হরণে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এতদুভয়ের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

অন্য অন্য দেশেও এই আট প্রকারের বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চীনবাসীদের মধ্যে, য়িহুদীদের মধ্যে, ও রোমানকাথলিকদের মধ্যে পিতা কন্যাকে পাত্রস্থ করেন। সুতরাং উহাদের বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইংরাজদের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত আছে। মুসলমানদের বিবাহ হয় গান্ধর্ব্ব, নয় রাক্ষস, নয় আসুর। ভারতবর্ষে অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে ও

অন্য অন্য দেশে যে সমস্ত বিবাহ হয় তাহাদের অধিকাংশই গান্ধর্ব্ব বা আসুর। ফলতঃ, সাধারণতঃ দৃষ্ট হইবে যে ধর্ম্মপরায়ণ জাতির মধ্যে বিবাহ হয় ব্রাহ্ম, নয় দৈব, নয় আর্য, নয় প্রাজাপত্য; যুদ্ধপরায়ণ জাতির মধ্যে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এবং ধনবান্ জাতির মধ্যে আসুর বিবাহের আধিক্য লক্ষিত হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহ করেন। ক্ষত্রিয়েরা গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ করেন। বৈশ্য ও শূদ্র আসুর বিবাহ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে:—

"প্রশস্তান্ চতুরো পূর্ব্বান্ ব্রাহ্মণস্যাবধারয়। ষড়ানুপূর্ব্ব্যান্ ক্ষত্রিয়স্য বিদ্ধিধর্ম্মাননিন্দিতে॥ রাজ্ঞান্তু রাক্ষসোপ্যুক্তো বিট্শূদ্রেম্বাসুরঃ স্মৃতঃ। পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন॥" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারিটি বিবাহ প্রশস্ত। ঐ চারিটি এবং আসুর ও গান্ধর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষত্রিয় রাক্ষস বিবাহ করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের আসুর বিবাহ। বিবাহ এইরূপে হইতে পারে। কিন্তু কোন বর্ণের পক্ষেই পৈশাচ ও আসুর বিবাহ বিহিত নহে।

আমাদের সমাজে এক্ষণে যে বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ। সম্প্রদান ও সঙ্কল্পের সময় কন্যাকর্ত্তা বারম্বার বলেন —"অস্মিন্ ব্রাহ্মবিবাহে।" বরও বারম্বার স্বীকার করেন— "অস্মিন্ ব্রাহ্মবিবাহে।" কন্যাকর্ত্তা সম্বন্ধে যে একথা সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা কন্যাকর্ত্তা বরপক্ষের নিকট হইতে কোন

উপকার বা লাভের প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু বরকর্ত্তার পক্ষে এক্ষণকার বিবাহ আসুর বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। বরকর্ত্তা যে প্রণালীতে কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে টাকা লন তাহা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ অতি নিন্দনীয় ও দূষণীয়। কন্যাকর্ত্তা বরকে কন্যাদান করেন; ঐ কন্যার বিনিময়ে তিনি বরং অর্থ চাহিলেও চাহিতে পারেন। কিন্তু বরকর্ত্তা ত কন্যাকর্ত্তাকে কিছুই দেন না। তিনি কন্যা পান। তবে আবার তিনি কেন অর্থ চাহেন। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা না হয় ভিক্ষাস্বরূপ কন্যাপক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত তাঁহারা কি বলিয়া এই নীচ প্রবৃত্তি প্রকাশ করেন বুঝা যায় না। হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মমূলক। এই বিবাহে অর্থের কথা কেন? কন্যার যাহা ইচ্ছা স্ত্রীধন ও বরকে যাহা ইচ্ছা যৌতুক দিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে ফর্দ্দ কেন? হায় কি অধঃপতন। আমরা কি বাস্তবিকই সেই অসিত দেবলের বংশধর? তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সকল বিসর্জ্জন দিতেন। আমরা তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সামান্য অর্থের লোভে ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছি। অধর্ম্মার্জ্জিত ধনে কেহ কখনও বড়মানুষ হইতে পারে না। আর এক জনের সর্ব্বনাশ করিয়া যে ধন উপার্জ্জিত হয় সে ধনে কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় না। কিন্তু ঐরূপ নীচ ও কলুষিত ব্যবহারে অনেক অপকার হয়, যথা—

১। বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে "আয়ুর্ব্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা। নশ্যন্ত্যেতে তদাপ্রীতৌ তাসাং শাপাদ্-

সংশয়ঃ” অর্থাৎ “স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘ আয়ু, ধন, যশঃ ও পুত্র লাভ করে। কিন্তু স্ত্রীগণ অসন্তুষ্ট থাকিলে তাহাদের শাপে এতৎ সমস্তই বিনষ্ট হয়।” বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে স্ত্রীর প্রীতির বা সন্তোষের সম্ভাবনা কোথায়? ঐ যে নববধূটি গৃহে লইয়া আসিয়াছেন, ও উঁহার পিত্রালয়ে কি দেখিয়া আসিয়াছে? ও দেখিয়াছে পিতার মলিন বদন, দীর্ঘনিশ্বাস, হাহুতাশ; ও দেখিয়াছে মাতার নীরব রোদন। ও দেখিয়াছে যে উঁহারই জন্য পিতার বাস্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। যাহারা উঁহার পিতৃকুলের এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাদের প্রতি উঁহার প্রীতি কিরূপে হইবে? কিন্তু যে যেরূপ পাপাচারণ করে সে তাহার প্রতিফলও হাতে হাতে পায়। ঐ যে নববধূটি ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া রহিয়াছেন, উনিই কিছুকাল পরে ইহার প্রতিশোধ লইবেন। বর উঁহার পিতামাতাকে কাঁদাইয়াছেন। উনি বরের পিতামাতাকে চোখের জলে নাকের জলে করিবেন। উনি উঁহার স্বামীর ধনে পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিয়া উঁহার শ্বশুর শাশুড়ীকে পথের কাঙ্গালেরও অধম করিবেন। যে বিবাহের আদিতে পাপ ও অধর্ম্ম থাকে তাহার পরিণামে এইরূপ অধর্ম্ম ও অমঙ্গল হইবেই হইবে।

২। এই ধনমূলক আসুর বিবাহের ফলে বঙ্গে ধার্ম্মিক সন্তান জন্মিতেছেনা। যেখানে পতিপত্নী উভয়ের মনে কেবল ধর্ম্মভাব থাকে, সেখানেই পুত্রকন্যার মনে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে বর অর্থগৃধ্নু ও শ্বশুরশাশুড়ী

সর্ব্বগ্রাসক, যেখানে কন্যা বাঘিণী শ্বাশুড়ীর করালকবলগ্রস্তা, যেখানে ঐ শ্বাশুড়ীর তর্জ্জনগর্জ্জন আস্ফালন বাহ্বাস্ফোট প্রভৃতি হেতু কন্যা ভীতা ত্রস্তা ও বিহ্বলা, সেখানে সুপুত্রের সম্ভাবনা কোথায়? সুপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা, সমাজরক্ষা ও জগৎরক্ষা হয়। যে প্রথা এই সুপুত্রোৎপাদনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে সে প্রথা প্রচলিত থাকাতে কাহারও মঙ্গল নাই।

৩। এই বিষময় প্রথার ফলে দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে কন্যা আহ্লাদের কারণ না হইয়া ভয়ের কারণ হইতেছে। কালে কন্যাসন্তানকে পিতামাতা স্নেহ করিতে পারিবেন না। কালে পিতামাতা কন্যাকে ঘৃণা ও দ্বেষ করিবেন। কালে পিতামাতা কন্যাকে অযত্ন করিবেন। কালে অন্য অন্য সমাজের ন্যায় আমাদের দয়াময় পিতা ও দয়াময়ী মাতাগণ কন্যার প্রাণবিনাশেও কুণ্ঠিত হইবেন না। কোন কোন স্থলে কন্যা পিতামাতার দারুণ মনবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইবেন। কোন খ্রীষ্টান্ পাদ্রী বলিয়াছেন—"Kill sin; or it will kill you." পাপকে মারিয়া ফেল, নতুবা পাপ তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। যে সমাজ পাপবিনাশে কৃতসঙ্কল্প না হয় সে সমাজ শীঘ্রই ঐ পাপ দ্বারাই বিনাশিত হইবে।

৪। শাস্ত্রে কন্যাবিক্রয় ও পাত্রবিক্রয় এতদুভয়ই নরক গমনের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন :—

> "ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
> গৃহ্লন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।" মনু ৩।৫১

অর্থাৎ "কন্যার পিতা বিদ্বান্ হইলে অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না। যে লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করে তাহাকে অপত্য-বিক্রয়ী (অর্থাৎ পাঁঠীবেচা ও পাঁঠাবেচা) বলে।" আপস্তম্ব বলেন :—

"অল্পেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্রমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ "যদি পিতা কন্যাদান করিয়া অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে রৌরব নামক নরকে পতিত হইতে হয় এবং তিনি তথায় বহুবর্ষ ধরিয়া মূত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করেন" উপলক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে যদি বরের পিতা কন্যার পিতার নিকট হইতে বিবাহের সময় কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন তবে তাঁহার দশা ঐরূপই হইয়া থাকে। অত্রি বলিয়াছেন :—

"ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতা স্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ "যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীতা হয় সে পত্নী বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। তাহার গর্ভে যে সমস্ত সন্তান জন্মে তাহারা পিতার পিণ্ড দিতে পারে না।" উপলক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে বর ক্রয়ক্রীত তাহার ঔরসজাত সন্তানগণেরও পিতৃপিণ্ড দিবার অধিকার থাকে না। মহাভারতে লিখিত আছে :—

যো মনুষ্যং স্বকং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি॥
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন্ মূঢ়ঃ সমশ্নুতে॥

অর্থাৎ "যে মনুষ্য নিজ পুত্রকে বিক্রয় করিয়া ধন ইচ্ছা করে; এবং যে জীবন ধারণের জন্য শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যাবিক্রয় করে, তাহারা উভয়েই সপ্ততলনিম্নস্থ কালসূত্র নামক মহাঘোর নরকে পতিত হইয়া তথায় স্বেদ, মূত্র, পুরীষ প্রভৃতি ভক্ষণ করে।" অতএব দেখুন বরবিক্রয় ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার অমঙ্গলের হেতু। যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা এ কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদেরও মঙ্গল, সমাজেরও মঙ্গল।

দশম অধ্যায়।

বিবাহের মন্ত্র।

কুশণ্ডিকা।*

ক। অগ্নিস্থাপন ভবদেব পণ্ডিত সর্ব্বাগ্রে কুশণ্ডিকার মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরাও সেই জন্য অগ্রে কুশণ্ডিকার কথাই লিখিলাম। প্রথমে, দীর্ঘে চারি হাত ও প্রস্থে চারি হাত একটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পরে উহা হইতে শর্করা, অঙ্গার, অস্থি, কেশ, তুষ প্রভৃতি অশুচিকর দ্রব্যগুলি অপসারিত করিতে হইবে। তৎপরে কর্ম্মকর্ত্তা কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া একটি কুশপত্র লইয়া বেদির উপর নিম্নলিখিত রেখাগুলি অঙ্কিত করিবেন। প্রথম রেখাটি দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিতা ও পূর্ব্বমুখী হইবে। ঐ রেখাটি পৃথিবী দেবীর। ঐ রেখাটি অঙ্কিত করিবার সময় বলিতে হইবে—"ওঁরেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।" অর্থাৎ এই পীতবর্ণা রেখাটি পৃথিবী দেবীর। পরে ঐ প্রথম রেখার মূল হইতে উত্তরাভিমুখে আর একটি রেখা টানিতে হইবে। এই দ্বিতীয় রেখাটি অগ্নি দেবতার এবং ইহা একুশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। এই রেখাটি টানিবার সময় বলিতে হইবে

---

* বিবাহকালীন কার্য্যগুলির ক্রম জানিবার জন্য এই পুস্তকের পরবর্ত্তী অংশে ফুটনোট দেখুন।

"ওঁ রেখেয়ং অগ্নি দেবতাকা লোহিত বর্ণা।" অর্থাৎ—এই লোহিত বর্ণ রেখাটি অগ্নি দেবতার।" পরে এই দ্বিতীয় রেখার মূল হইতে সাত আঙ্গুল বাদ আর একটি রেখা পূর্ব্বাভিমুখে টানিতে হইবে। এই তৃতীয় রেখাটি বার আঙ্গুল পরিমিত হইবে। এবং ইহা টানিবার সময় বলিতে হইবে—"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা"—"এই কৃষ্ণবর্ণ রেখাটী প্রজাপতি দেবতার।" পরে এই তৃতীয় রেখা হইতে সাত আঙ্গুল বাদ দিয়া আর একটি বার আঙ্গুল পরিমিত রেখা পূর্ব্বাভিমুখে টানিতে হইবে। এই চতুর্থ রেখা টানিবার সময় বলিতে হইবে "ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা"—"এই নীল বর্ণ রেখাটি ইন্দ্র দেবতার।" পরে এই চতুর্থ রেখা হইতে সাত আঙ্গুল বাদ দিয়া আর একটি বার আঙ্গুল পরিমিত রেখা পূর্ব্বাভিমুখে টানিতে হইবে। এই রেখাটি টানিবার সময় বলিতে হইবে—"ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা"—অর্থাৎ "এই শুক্লবর্ণ রেখাটি সোমদেবতার।" এই পাঁচটি রেখা টানিবার সময় উহাদের প্রত্যেকের দেবতাগণকে ধ্যান করিতে হইবে। রেখাগুলি ভালরূপে হৃদয়াঙ্গম করিবার জন্য নিম্নে উহাদের একটী চিত্র দেওয়া গেল।

ঐ পাঁচটি রেখা অঙ্কিত হইলে উহাদের প্রত্যেকটি হইতে একটু একটু ধূলি লইয়া বলিতে হইবে—ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ' অর্থাৎ—"এই রেখাগুলির মধ্যে যেখানে রাক্ষসাধিষ্ঠান যোগ অপকৃষ্ট ভূভাগ ছিল তাহা অপসারিত হইল"। এই বলিয়া ঐ ধূলিকণাগুলি ঈশান কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে।

উত্তর

বে		দী
	৫ম রেখা, সোম, শ্বেতবর্ণ।	
	৪র্থ রেখা, ইন্দ্র, নীলবর্ণ।	— পূর্ব্ব
২য় রেখা, অগ্নি, লোহিতবর্ণ	৩য় রেখা, প্রজাপতি, কৃষ্ণবর্ণ।	
	১ম রেখা পৃথ্বী, পীতবর্ণ।	

পরে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া বলিতে হইবে—"ওঁ ক্রব্যাদং (আমমাংসভোজিনং) অগ্নি প্রহিণোমি (প্রস্থাপয়ামি) দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু, রিপ্রবাহঃ (রিপ্রং পাপং বহতি ইতি, পাপবাহী)।" অর্থাৎ—এই "যে আমমাংস-ভোজী অতএব অকল্যাণকর অগ্নি, ইহাকে আমি দূর দেশে পাঠাইতেছি, ইহা পাপসমস্ত বহন করিয়া লইয়া যমরাজ্যে গমন করুক।" এই বলিয়া ঐ জ্বলন্ত কাষ্ঠখানি দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। তৎপরে আর একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তৃতীয় রেখার উপর রাখিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিবে—"ওঁ ইহৈবায়ং ইতরং (কল্যাণকরঃ, পবিত্রঃ) জাতবেদা (অগ্নিঃ), দেবেভ্যঃ (দেবানাং সমীপে) হব্যং বহতু প্রজানন্ (স্বীয়ং অধিকারং কর্ত্তব্যং প্রকর্ষেণ জানন্)।" অর্থাৎ—

"আমার গৃহে স্থাপিত এই পবিত্র ও কল্যাণকর অগ্ন অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের নিকট হব্য বহন করুন। ইনি আপন কর্ত্তব্য বিশেষরূপে অবধারণ করিয়া তাহা যথাযুক্তরূপে সম্পাদন করুন। যে দেবতাকে যেরূপ হব্য দেওয়া উচিত ইনি তৎসমস্ত জানিয়া তাহাকে সেইরূপ হব্য প্রদান করুন। পরে নিম্নলিখিত অগ্নি সম্বন্ধীয় স্তবগুলি পাঠ করিতে হইবে।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

অর্থাৎ—"হে অগ্নে! তোমার করাঙ্গুলি ও পাদাঙ্গুলি সর্ব্বদিকেই বিস্তৃত রহিয়াছে। তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। তুমি সর্ব্ববস্তুতেই অধিষ্ঠান কর। তুমি মহান্। তুমি সংস্কৃতাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়া সকল কার্য্য (যাগযজ্ঞাদি) সম্পাদিত কর। তোমার ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ, ও চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ। তোমার অঙ্গ ও জঠর (উদর) স্থূল। তুমি রক্তবর্ণ। তুমি ছাগবাহন। তোমার করে অক্ষমালা। তুমি সপ্তার্চ্চি বা সপ্তশিখা সম্পন্ন। তুমি মহাশক্তি সম্পন্ন।" তৎপরে ঐ সপ্তার্চ্চির প্রত্যেক্যের নাম করিয়া—"ওঁ অগ্নে ত্বং কালী নামাসি—"অর্থাৎ হে অগ্নে তোমার একটি নাম কালী এইরূপ বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাক্ত সমিধ্ (কাষ্ঠ) নিক্ষেপ করিবে। অগ্নির সাতটি শিখার নাম,—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা। ইঁহাদের

প্রত্যেকের নাম করিয়া প্রতিবার এক একটি কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

খ। ব্রহ্মস্থাপন। এইরূপে অগ্নিস্থাপন হইলে, অন্য একটী স্থান পবিত্রিত করিয়া লইবে। অর্থাৎ—"নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্র বলিয়া সেই স্থানকে ব্রাহ্মণের উপবেশনের উপযুক্ত করিয়া লইবে। পরে একটি কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া, অথবা একটি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইয়া, অথবা কোন এক ব্রাহ্মণের ছত্র, উত্তরীয় ও কমণ্ডলু লইয়া, উহাদের মধ্যে যেটিকে পাও, সেইটিকে সুব্রাহ্মণ মনে করিয়া লইয়া, উহাকে পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশন করাইবে; পরে বলিবে—"ওঁ আবসোঃ (বসু দক্ষিণারূপং ধনং যাবদ্দীয়তে তাবৎকালং) সদনে (কুশাস্তরণস্থানে) সীদ (তিষ্ঠ)" অর্থাৎ—"এই কার্য্যের দক্ষিণান্ত হওয়া পর্য্যন্ত এই কুশাস্তৃত স্থানে উপবেশন করুন।" পরে ঐ ব্রাহ্মণকে কুশ কুসুমাদি দ্বারা পূজা করিবে।* পরে নিম্নলিখিতরূপে ভূমিজপ করিবে—"ওঁ ইদং (জগৎ) বিষ্ণুঃ বিচক্রমে (আক্রান্তবান্) (যতঃ) ত্রেধা নিদধে পদং (পৃথিব্যাং আকাশে স্বর্গে চ পদত্রয়মর্পিতবান্) সমূঢ়ং (সম্যক্ নিবিষ্টং) অস্য (অস্য বিষ্ণোঃ পদং) পাংশুলে (পাংশুযুক্তে পৃথিব্যাং)। অর্থাৎ "বিষ্ণু পাদত্রয় দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ

---

* যদি ব্রাহ্মণটি কুশময় বা ছত্র, বা উত্তরীয়, বা কমণ্ডলু না হইয়া প্রকৃতপক্ষে একটি জীবন্ত ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে এই মন্ত্রটি (সীদামি—অর্থাৎ আমি উপবেশন করিব) তিনি পাঠ করিবেন। নতুবা কর্ম্মকর্ত্তা ইহা নিজেই পাঠ করিবেন।

এই ত্রিলোক আক্রমণ (অধিকার) করিয়াছিলেন। পাংশুময় এই পৃথিবীতে তাঁহার একটি পদ বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পদসম্পর্ক আছে বলিয়া এই ভূমি অতি পবিত্র হইয়াছে। এই ভূমি আমাদের সকল দোষ মোচন করিবে।" পরে ভূমি-জপের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা আরও তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা :—

১। "ওঁ ইদং ভূমেঃ (ভূমেঃ সম্বন্ধি স্থণ্ডিলং) (ভবতা অধিষ্ঠিতং) (ততঃ) ভজামহে (গৃহ্লীম) ইদং (ভূমিং) ভদ্রং (কল্যাণকরং) সুমঙ্গলং (প্রশস্ততরং)। (বে অগ্নে) পরা সপত্নান্ (শত্রূন্) (সম্যক্) বাধয়স্ব (পীড়য়স্ব) অন্যেষাং বিন্দতে ধনং।" অর্থাৎ—"হে অগ্নে, এই পৃথিবীর অন্তর্গত এই যে আমাদের এই বেদী ইহা আপনি আশ্রয় করিয়াছেন। সুতরাং ইহা আরও পবিত্র হইয়াছে। আমরা এই স্থণ্ডিলের কল্যাণকর ও প্রকৃষ্ট ভূমি গ্রহণ করিলাম। হে অগ্নে আপনি আমাদের শত্রুগণকে প্রপীড়িত করুন। যে আপনার অধিষ্ঠিত ভূমি গ্রহণ করে সে অন্যের ধন লাভ করে।"

২। "ওঁ ইমং স্তোমং (স্তবং) অর্হতে (স্তুতি যোগ্যায়) জাতবেদসে রথমিব (সারথিঃ রথমিব) সম্মহেমা (পূজোপকরণ যুক্তং কুর্ম্মহে)। মনীষয়া (প্রজ্ঞয়া) ভদ্রা (কল্যাণী) হিনঃ প্রমতিঃ (বুদ্ধিঃ) অস্য সংসদি (জনসমাজে) অগ্নে সখ্যে (মিত্রত্বে স্থিতা) মারিষামা (মা হিংস্যামহে) বয়ং তব।" অর্থাৎ—"হে অগ্নে! সারথি যেমন যত্নসহকারে রথ সজ্জিত করে, আমরাও সেইরূপ আমাদের বুদ্ধি দ্বারা আপনার এই স্তবটিকে সুবিন্যস্ত

করিয়া আপনার পূজার উপযুক্ত করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে সুমতি দিন যে তদ্দ্বারা আমরা আপনার উপযুক্ত স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারি। এই স্তব দ্বারা যদি আমরা আপনার সখ্য লাভ করি তবে আমাদের শত্রুগণ আমাদের হিংসা বা অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমাদের যেন কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না।"

৩। "ওঁ ভরাম (আহরাম) ইধ্মং (যজ্ঞদারু) কৃণবামা (সম্পাদয়ামঃ) হবীংষি তে বিতরন্তং (উৎপাদয়ন্তঃ) পর্ব্বণা (পর্ব্বণি পর্ব্বণি) বয়ং জীবাতবে (জীবনায়) প্রতরাং (সুদীর্ঘকালং) সাধয়া (সফলানি কুরু) ধিয়ঃ (কর্ম্মাণি) অগ্নে সখ্যে (তব সখ্যে স্থিতা) মারিষামা বয়ং তব।" অর্থাৎ "হে অগ্নে! আমরা তোমার জন্য যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিয়া থাকি। প্রতি পর্ব্বে আমরা দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির আশায় তোমার জন্য চরু প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকি। আমাদের কর্ম্ম সফল করুন। আমাদের সঙ্গে আপনার সখ্য সংস্থাপিত হউক এবং আপনি দেখুন যেন কোন দুরাত্মা আমাদের অনিষ্ট না করে"।

৪। "ওঁ শকেম (শক্নুয়াম) ত্বা (ত্বদর্থং) সমিধং বারি (রক্ষিতুং) সাধয়া (সফলীকুরু) ধিয়ঃ (কর্ম্মাণি) (অথবা বুদ্ধিঃ দেবারাধনযোগ্যাঃ সম্পাদয়)। তে দেবা হবিঃ অদন্ত্যা (অদন্তি) হুতং। ত্বং আদিত্যাং (দেবান) আবহ (আবাহয়)। তান্ (দেবান্) হি (বয়ং) উশ্মসি (কাময়ামহে)। অগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব।" অর্থাৎ হে অগ্নে আমাদের বুদ্ধি দেবারাধন-

যোগ্যা করুন। যেন আমরা আপনার জন্য যজ্ঞকাষ্ঠ, বারি প্রভৃতি রক্ষা করিতে সক্ষম হই। আপনাতে যে হবি হুত হয়, তাহা দেবগণ ভক্ষণ করেন। অতএব আপনি দেবতাদিগের এস্থলে আহ্বান করুন। আমরা ঐ দেবগণের আগমন আকাঙ্ক্ষা করি। হে অগ্নে! আপনি আমাদের সখা হইয়া থাকুন, এবং দেখুন যেন কোন দুরাত্মা আমাদের অনিষ্ট না করে।” পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাগণকে আহুতি দিতে হয়। “ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।” এই বলিয়া দশদিকে পূর্ব্বোক্ত দশদিক্‌পতিদের উদ্দেশে দশটি আহুতি দিবে। তৎপরে খদির পলাশ বা উড়ুম্বর (ডুমুর) গাছের কুড়ি খানি কাঠি ঘৃতে ডুবাইয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। পরে দুইটি কুশ লইয়া অন্য একটি কুশ দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিবে এবং বলিবে “পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ” অর্থাৎ “হে কুশদ্বয়! তোমরা যজ্ঞের উপযুক্ত হও।” পরে বলিবে “বিষ্ণু মনসা পূতেস্থঃ”—“বিষ্ণু তোমাদিগকে মনে মনে বা অনুমোদন গ্রহণ করুন এবং উহা দ্বারা তোমরা পবিত্র হও।” পরে কুশ দুইটি ঘৃতে ডুবাইয়া বলিতে হয় “ওঁ দেবস্ত্বা সবিতা উৎপুনাতু (পবিত্রীকরোতু)। অচ্ছিদ্রেণ (একত্র সম্বন্ধেন) পবিত্রেণ। বসোঃ (তেজাধারস্য) সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা” অর্থাৎ—“হে ঘৃত! তোমাকে সবিতৃদেব এই একত্র সম্বন্ধ পবিত্র দ্বারা

পবিত্রীকৃত করুন। অর্থাৎ তোমাতে যে অজ্ঞাত (কেশকীটাদি) দোষ আছে তাহা দূর করুন। তেজাধার সূর্য্য তাঁহার কিরণ দ্বারা তোমাকে (ঘৃতকে) পবিত্র করুন।” এই বলিয়া কুশদ্বয় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। ঘৃত সংশোধনের পরে ঘৃতকাষ্ঠ প্রভৃতিও এইরূপে সংশোধিত করিয়া লইবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া উদকাঞ্জলি করিবে—ওঁ অদিতে অনুমন্যস্ব। ওঁ অনুমতে (দেবমাতা) বা পৌর্ণমাসী বিশেষা) অনুমন্যস্ব (অনুজানীহি)। ওঁ সরস্বতি (বাচাং অধিষ্টাত্রী নদী বা) অনুমন্যস্ব।” অর্থাৎ—“হে অদিতি (দেবমাতা), হে অনুমতি (দেবমাতা বা পূর্ণিমা বিশেষ), হে সরস্বতি (বাগ্‌দেবী অথবা সরস্বতীনদী)—আপনারা আমাকে এই কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে অনুমতি করুন। আপনারা অনুমতি করিলে আমার কার্য্য সফল হইবে।” পরে এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হইবে “ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং (প্রবর্ত্তমানং কর্ম্ম অনুজানীহি); প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় (কর্ম্মফল) জননায়)। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ (সূর্য্যঃ) কেতপূঃ (চিত্ত-পবিত্রকারী) কেতন্ন (অস্মাকং কেতং চিত্তং) পুনাতু। বাচস্পতিঃ বাচং নং স্বদতু (সুস্বাদয়তু)।” অর্থাৎ হে সূর্য্য আমাদের এই যজ্ঞ সম্বন্ধে অনুমতি করুন। আমি যজ্ঞপতি হই, কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্য আমাকে এইরূপ অনুমতি করুন। হে সূর্য্য আপনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের প্রধান অবলম্বন। আপনি আমাদের চিত্তশুদ্ধি করুন। বাচস্পতি, (বৃহস্পতি) আমাদিগকে মিষ্টবাক্য প্রদান করুন।” পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবে। “ওঁ তপশ্চ

(উপবাসাদি) তেজশ্চ (প্রকাশাত্মকং) শ্রদ্ধাচ (চিত্তস্য কালুষ্যাপনয়নং) হ্রীশ্চ (লজ্জা) সত্যঞ্চ (যথার্থবাদিত্বং) অক্রোধশ্চ (প্রতিকূলবিষয়েঽপি মনসঃ প্রসাদঃ) ত্যাগশ্চ (ন্যায়াগতধনস্য বিধিনা বিসর্গঃ) ধৃতিশ্চ (সৌমনস্যং) ধর্ম্মশ্চ (যজ্ঞকর্ম্ম) সত্বঞ্চ (আত্মপ্রকাশকোগুণঃ) বাক্চ (বচনং মনশ্চ) আত্মাচ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) ব্রহ্মচ (পরং তত্ত্বং) তানি প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি)। তানি মা মবন্তু (রক্ষন্তু)।" অর্থাৎ "তপস্যা, যাহাতে মনের বল প্রকাশ হয় এরূপ কার্য্য (force of character) চিত্তের পাপাদিরাহিত্য, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা, কেহ কোন প্রতিকূলকার্য্য করিলেও তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকা, ন্যায়গত ধন উপার্জ্জন করিয়া উহা বিধিমতে দান করা, ধৈর্য্য বা সৌমনস্য (cheerfulness), যাগযজ্ঞাদি, আত্মপ্রকাশক সাত্বিকগুণ, বাক্য, মন, আত্মা ও ব্রহ্ম-আমি ইঁহাদের শরণ লইলাম। ইঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ আমি এই সমস্ত সদ্‌গুণ লাভ ও অভ্যাস করিয়া যেন আত্মাতে ও পরাৎপর ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারি।" পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিরূপাক্ষ জপ করিতে হয়। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোম্। মহান্তং আত্মানং প্রপদ্যে। বিরূপাক্ষঃ (নানা-রূপনেত্রঃ) অসি; দন্তাঞ্জিঃ (ব্যক্তদন্তঃ) তস্যতে শয্যা পর্ণে (পত্রে, কুশাস্তীর্ণে স্থণ্ডিলে); গৃহা (তে তব গৃহং) অন্তরীক্ষে বিমিতং (নির্ম্মিতং) হিরণ্ময়ং। তৎ (গৃহে) দেবানাং হৃদয়ানি; অয়শ্ময়ে কুম্ভে অন্তঃ সন্নিহিতানি তানি; বলভৃৎচ (আত্মভক্তানাং বলকারকঃ) বলসাচ্চ (বিপক্ষাণাং বলনাশকঃ) রক্ষতঃ (পালকৌ)

অপ্রমণী (অপ্রমাদিনৌ), অনিমিষং (অনিমীলিতাক্ষৌ ; তৎসত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে সম্বৎসরে সম্বৎসরে কামপ্রেণ (অভিলাষ পূর্ব্বকেন) যজ্ঞেন যাজয়িত্বা (যজমানং) পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মভূতং) (ত্বাং) উপযান্তি (প্রবিশন্তি)। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽসি, অহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণঃ ; (ব্রাহ্মণো) বৈ ব্রাহ্মণং উপধাবতি (উপসেবতে) (অতঃ) (ত্বাং) উপধাবামি; জপন্তং মা মা প্রতিজাপী (জপকর্ম্মণি মম প্রাতিকূল্যং মা কৃথাঃ) ; জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহোষীঃ ; কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকর্ষীঃ ত্বাং প্রপদ্যে ; ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি ; তন্মে রাধ্যতাং (সংসিধ্যতু); তন্মা সমৃদ্ধ্যতাং (সম্বর্দ্ধতাং) ; তন্মা উপাস্থতাং (ফলং দদাতু) ; সমুদ্রো মা বিশব্যচা ব্রহ্মা অনুজানাতু , তুথো মা বিশ্বেদেবা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু ; শ্বাত্রো মা প্রচেতা, মিত্রাবরুণো হ্যনুজানাতু ; তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায়, বিশ্বব্যচসে, তুথায়, বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায়, প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায়, ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ” অর্থাৎ— “হে অগ্নে! আপনি মহৎ; আমি আপনার শরণ লইলাম; আপনি বহুনেত্র ও বাক্তদন্ত ; কুশাস্তীর্ণ স্থণ্ডিল (বেদী) আপনার শয্যা ; অন্তরীক্ষে আপনার জন্য স্বর্ণময় গৃহ নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। সেই গৃহে দেবতাদের হৃদয় থাকে। (অর্থাৎ দেবতারা সেই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখেন এবং ভাবেন - কখন অগ্নি আমাদের জন্য হব্য আনয়ন করিবেন)। লৌহময় কলসে যেমন দ্রব্যাদি পিণ্ডীকৃত হইয়া থাকে, ঐ গৃহে দেবতাগণের আত্মা সেইরূপ পিণ্ডীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তোমার বলভৃৎ (ভক্তের বলকারক)

ও বলসাৎ (শত্রুর বলনাশক) দুইটি অনুচর আছে; তাহারা সর্ব্বদা ঐ দেবতাগণের আত্মাগুলিকে সাবধানে ও অমীলিতনেত্রে রক্ষা করিতেছে। এ কথা সত্য। যখন যজমান কোন অভিলাষ করিয়া কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তখন আপনার দ্বাদশটি পুত্র তাহাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া আপনার ব্রহ্মময় শরীরে পুনঃপ্রবিষ্ট হন। আপনি দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ; আমি মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেরই সেবা করেন। আমিও সেইজন্য আপনারই সেবা করিতেছি। আমার জপ বা হোম বা অন্য অন্য যজ্ঞীয় কার্য্যে কোনরূপ প্রতিকূলতা করিবেন না। আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনার অনুমতি লইয়া আমি এই কর্ম্ম করিতেছি। আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হউক; আমার কর্ম্মের যথোচিত সমুন্নতি হউক; আমার কর্ম্ম ফলপ্রদ হউক। হে সমুদ্র, হে বিশ্বব্যচা, হে বিশ্ববেদা হে তুথা, হে ব্রহ্মাপুত্র, হে শ্বাত্র, হে প্রচেতা, হে মিত্রাবরুণ।* আমাকে এই কার্য্যে অনুমতি প্রদান করুন। হে অগ্নে! সমুদ্র, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি যে তুমি (অগ্নির পুত্রগণও অগ্নি) তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

বিবাহ, অন্নাশন, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ, লাজহোম, সপ্তপদী, উত্তর বিবাহ প্রভৃতি সকল কার্য্যেই পূর্ব্বোক্ত রূপ কুশণ্ডিকা করিতে হয়।

গ। শাট্যায়ন হোম। কুশণ্ডিকার পরে পাণিগ্রহণ, লাজহোম সপ্তপদী প্রভৃতি বিবাহের অঙ্গীভূত কার্য্যগুলি সম্পাদন

* এই গুলি অগ্নির পুত্রগণের মধ্যে কয়েকটির নাম।

করিয়া পরে ব্যস্তসমস্ত হোম করিতে হয়।* অর্থাৎ প্রথমে ভূঃ স্বাহা, বলিয়া একবার আহুতি দিয়া, পরে ভুবঃ স্বাহা বলিয়া আর একটি আহুতি দিয়া, পরে ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা বলিয়া একটি আহুতি দিতে হয়। প্রথমে এক একটি ও পরে সকলগুলির আহুতি দিতে হয় বলিয়া ইহাকে ব্যস্তসমস্ত হোম বলে। এই হোমের পর শাট্যায়ন হোম বলে। শাট্যায়ন হোমে সংকল্প করিতে হয় যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক কর্ম্মাণি যৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়।" অর্থাৎ "অদ্য যে কর্ম্ম করা হইল (বিবাহ, অথবা অন্নাশন প্রভৃতি) সেই কার্য্যে যদি কিছু বৈলক্ষণ্য বা ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তবে তদ্দোষ প্রশমনের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই শাট্যায়ন হোম করিতেছি।" পরে বলিতে হয় "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" হে অগ্নে তোমার নাম বিধু" এই বলিয়া বিধু বিধু এইরূপে কয়েকবার নামোচ্চারণ করিয়া অগ্নির স্তব করিতে হয়—যথা

ওঁ পিঙ্গ ভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরবরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষ সূত্রোগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

[ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।

তৎপরে—"ওঁ পাহি নোহগ্ন এনসে স্বাহা" অর্থাৎ "হে অগ্নে!

---

* বিবাহ কালীন কার্য্যগুলির ক্রম –

১। জ্ঞাতি কর্ম্ম। ২। সম্প্রদান। ৩। কুশণ্ডিকা। ৪। পাণিগ্রহণ, লাজহোম, সপ্তপদী, পুনরায় পাণিগ্রহণ। ৫। শাট্যায়ন হোম ও বামদেব্য গান। ৬। উত্তর বিবাহ। ৭। চতুর্থী হোম।

কর্ম্মের অসম্পূর্ণতাহেতু আমাদিগকে মুক্ত করুন।” এই বলিয়া অগ্নির উদ্দেশে একটি যজ্ঞকাষ্ঠ আহুতি দিতে হয়। পরে “ওঁ পাহি নো বিশ্ব বেদসে স্বাহা” অর্থাৎ “হে বিশ্ব দেবগণ আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত (অসম্পূর্ণতাজনিত) পাপ হইতে রক্ষা করুন।” এই বলিয়া বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে আর একটি আহুতি দিতে হয়। পরে “ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো” অর্থাৎ “হে চন্দ্র বা সূর্য্য! আমাদিগের যজ্ঞকালীন পাপসমস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।” এই বলিয়া সূর্য্য বা চন্দ্রের উদ্দেশে আর একটি আহুতি দিতে হয়। পরে “ওঁ সর্ব্বং (যজ্ঞং) পাহি শতক্রতো স্বাহা” অর্থাৎ “হে ইন্দ্র আমাদিগকে যজ্ঞকালীন পাপ মোচন করুন” এই বলিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে আর একটি আহুতি দিতে হয়। পরে বলিতে হয়—ওঁ পাহি নোহ অগ্নে একয়া, পাহি উত দ্বিতীয়য়া পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিঃ ঊর্জ্জাং পতে, পাহি চতসৃভির্ব্বসো স্বাহা” অর্থাৎ “হে অগ্নে, হে বলীশ্রেষ্ঠ, হে বসো, আমাদিগকে একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদের যজ্ঞকালীন পাপ মোচন করুন।” এই বলিয়া পুনরায় অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। পরে বলিতে হয়—ওঁ পুনরুর্জ্জা (বলেন) নিবর্ত্তস্ব; পুনরগ্ন ইষায়ুষা (এক পুরুষায়ুষা) পুনর্নঃ পাহি অংহসঃ (পাপাৎ) স্বাহা” অর্থাৎ “হে অগ্নে আপনি আমাদিগকে বলশালী করিবার জন্য পুনরায় আগমন করুন। আমাদিগকে একশত বর্ষ পরমায়ু দিবার জন্য পুনরায় আগমন করুন। পুনরায় আমাদের যজ্ঞ কালীন পাপ মোচন করুন।” এই বলিয়া পুনরায় অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়

পরে বলিতে হয় "সহ ঋজা (ঋজুত্বেন) নিবর্ত্তস্বাগ্নে; পিন্বস্ব (প্রণীহি) ধারয়া বিশ্বপ্স্ন্যা (অগ্নি সম্বন্ধিন্যা); বিশ্বত্বং পরি (বিশ্বং পরিত্যজ্য)" স্বাহা অর্থাৎ হে অগ্নে আপনি বিশ্বপরিত্যাগ করিয়া এখানে আসুন। আপনাতে যে ঘৃতধারা দেওয়া হইতেছে তদ্বারা আপনি আপনাকে পরিপুষ্ট করুন। এবং পুনরায় এখানে আগমন করিয়া আমাদিগকে সরলতা প্রদান করুন।" এই বলিয়া অগ্নিতে আর একটি আহুতি দিতে হয়। তৎপরে বলিতে হয়—"ওঁ আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয়ত্বংহিবেত্থ যথাযথং স্বাহা।" অর্থাৎ হে অগ্নে! আপনার অনুমতি লইয়া বা আপনার অননুমতিতে আমরা এই যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কার্য্য পরস্পরের উদ্দেশে (বিবাহস্থলে বর কন্যার উদ্দেশে ও কন্যা বরের উদ্দেশে) করিয়াছি আপনি তৎসমস্তের যথাযথ ফল আমাদিগকে প্রদান করুন। কাহার কি ফল তাহা আপনি সমস্ত জানেন।" এই বলিয়া অগ্নিতে আর একটি আহুতি দিতে হয়। পরে "ওঁ প্রজাপতে ন ত্বং এতানি অন্যো বিশ্বাজাতানি (চরাচরাণি) পরিতা (পালয়িতা) বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমঃ তন্নোহস্তু। বয়ং স্যাম্ পতয়ো রয়ীণাং (ধনানাং) স্বাহা" অর্থাৎ "হে প্রজাপতে! আপনি এই সমস্ত চরাচরের একমাত্র স্রষ্টা ও একমাত্র পাতা। যে কামনা করিয়া আমরা আপনাকে আহুতি দিতেছি, আমাদের সেই কামনা আপনি পূর্ণ করুন। এবং আপনি আমাদিগকে বহুধনের অধিপতি করুন।" এই বলিয়া প্রজাপতিকে একটি আহুতি দিতে হয়। পরে ভূঃ

স্বাহা ভুবঃ স্বাহা স্বঃ স্বাহা ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা প্রভৃতি বলিয়া অগ্নি সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগকে আহুতি দিতে হয়। পরে নবগ্রহ হোম করিতে হয়। যথা

১। সূর্য্য—"ওঁ আ কৃষ্ণেন (মলিনেন) রজসা (রাগজনকেন রাত্রিকালেন) বর্ত্তমানঃ (অনুদিনং পরাবর্ত্তমানঃ) নিবেশয়ন্ (স্বেষু ব্যাপারেষু সমাবেশয়ন্) অমৃতান্ (দেবান্) মর্ত্ত্যাঞ্চ (মর্ত্ত্যান্, মনুষ্যান্); হিরণ্যয়েন (হিরন্ময়েন) সবিতা (সূর্য্যঃ) রথেন দেবঃ যাতি (আয়াতি) ভুবনানি পশ্যন্ (পুণ্যপাপ কর্ত্তৃন্ সাক্ষিবন্নিরীক্ষ্যমানঃ) স্বাহা" অর্থাৎ "সূর্য্য রাগজননী, পুণ্য-বিঘাতিনী নিশার সহিত প্রতিদিন পরাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন প্রত্যহই হইয়া থাকে।) সূর্য্য দেবতাদিগকে ও মনুষ্যদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যহ হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিয়া আগমন করেন। তিনি সাক্ষীস্বরূপ মনুষ্যকৃত পাপ পুণ্য অবলোকন করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া সূর্য্যকে একটি আহুতি দিতে হয়।

২। চন্দ্র—"ওঁ আপ্যাস্ব (প্রীণয়স্ব); সমেতু (সঙ্গচ্ছতাং তে (তৎসান্নিধ্যং যাতু) বিশ্বে (বিশ্বং) সোম, বৃষ্ট্যং (বৃষ্টিজলং) ভবা (ভব) বাজস্য (অন্নস্য) সঙ্গমে (সঙ্গমে) স্বাহা—অর্থাৎ "হে চন্দ্র বৃষ্টির জল তোমার নিকট গমন করুক। তুমি উহা দ্বারা বিশ্বের প্রীতি সম্পাদন কর। এবং উহা দ্বারা অন্নেরও উৎপত্তি কর।" এই বলিয়া চন্দ্রকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৩। মঙ্গল—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা (অগ্নেঃ প্রধান ভূতঃ অত্যন্ত তেজোরূপতয়া) দিবঃ ককুৎ (আকাশস্য ভূষণং) পতিঃ (জলানাং পতিঃ); পৃথিব্যাঃ অয়ং (মঙ্গলঃ) অপাং (পতিঃ) রেতাংসি (বীজানি) জিন্নতি (সফলাং করোতি)" অর্থাৎ—"হে মঙ্গল! আপনি অগ্নি অপেক্ষাও অধিক তেজোময়; আপনি আকাশের অলঙ্কারস্বরূপ। আপনি জলাধিপতি। আপনিই পৃথিবীর যাবতীয় বীজকে ফলশালী করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আপনার প্রভাবেই শস্য ও বৃক্ষলতাদির বীজ ফলপ্রসবে সমর্থ হয়।" এই বলিয়া মঙ্গলকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৪। বুধ—"ওঁ অগ্নে, বিবস্বৎ (সূর্য্যায়), উষসশ্চিত্রং (উষসি চিত্রং রূপং) রাধঃ (আরাধনীয়) অমর্ত্ত্যঃ (দেবস্বরূপ) আদাষুসে (উপাত্তবতে, চিত্রং রূপং উপাত্তবতে ইতি অন্বয়ঃ) জাতবেদা (হে অগ্নে) বহা (ভক্ষণান্ প্রাপ্য) ত্বং অদ্য (অদ্য) দেবা (দেবান্) উষর্ব্বুধঃ (উষসি বুধ্যতে জাগর্ত্তি যঃ সঃ) স্বাহা।" অর্থাৎ "হে অগ্নে! তুমি আরাধ্য দেবতা। তুমি প্রাতঃকালেই নিদ্রোত্থিত হও, অতএব তুমি বুধস্বরূপ। সূর্য্য যখন প্রাতঃকালে বিচিত্ররূপ ধারণ করেন, তখন তুমি তাঁহার জন্য ভক্ষ্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাও। এবং ঐ সমস্ত ভক্ষ্য পরে দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হয়। তুমি অদ্য ঐরূপে দেবতাগণের নিকট তাঁহাদের ভক্ষ্য লইয়া যাও।" এই বলিয়া বুধকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৫। বৃহস্পতি—"ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়াঃ (পর্য্যটন্) রথেন

রক্ষোহা (রাক্ষসহন্তা) অমিত্রা (শত্রূন্) অপবাধমানঃ (পীড়য়ন্); প্রভঞ্জং (বিমর্দ্দং কুর্ব্বতাং) সেনা (সৈনানি) প্রমৃণো (প্রক্ষিপ) যুধা (যুদ্ধে); জয়ন্ (সন্) অস্মাকং এধি (ভব) অবিতা (অধিপালকো) রথানাং স্বাহা” অর্থাৎ—“হে বৃহস্পতে! তুমি রাক্ষসহন্তা। তুমি রথে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগকে প্রপীড়িত কর ও দৈত্যসেনাগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে ইতস্ততঃ তাড়াইয়া দিয়া থাক (put them to rout)। তুমি জয়লাভ কর। এবং আমাদের রথীগণের (সৈন্যমণ্ডলের) অধিনায়ক হও।” এই বলিয়া বৃহস্পতিকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৬। শুক্র—‘ওঁ শুক্রং, তে (তব অহঃ) অন্যৎ; যজং (যজতাং শুক্রং ইতি পদেন সহ অন্বয়ঃ; তে (তব অহঃ) অন্যৎ। বিধুরূপে (অনানারূপে); অহনী (সম্বোধন পদং) দ্যৌঃ ইব অসি। বিশ্বাহি মায়া (মায়াময়ং বিশ্বং) অবসি (পালয়সি), স্বধাবন্ (হে সূর্য্য); ভদ্রা (কল্যাণ করা) তে পূষন্ (সম্বোধন পদং) ইহ (যজ্ঞে) রাতিঃ (দানঃ) অস্তু। স্বাহা” অর্থাৎ—“হে স্বধা তোমার পূজার দিন এক; হে পূষা তোমার পূজার দিন অন্য। অর্থাৎ যে দিন একের পূজা হয় সে দিন অন্যের পূজা হয় না। কিন্তু তোমরা উভয়ে শুক্রের সহিত পূজিত হও অর্থাৎ একদিন শুক্র স্বধার সহিত ও একদিন পূষার সহিত পূজিত হন। অতএব শুক্রসম্বন্ধে তোমরা অভিন্নপ্রকৃতি, হে স্বধাবন্ (সূর্য্য) তুমি আকাশের ন্যায় বিশ্বব্যাপক। তুমি এই মায়াময় বিশ্ব পালন করিয়া থাক; হে পূষা এই যজ্ঞে তুমি আমাদিগকে কল্যাণকর

বস্ত্র দান কর। অর্থাৎ (বিবাহস্থানে) যাহাতে আমার পত্নী উৎকৃষ্টা হয় তাহার বিধান কর।" [এই মন্ত্রে শুক্র, সুধা ও পূষা এই তিনেরই অর্চ্চনা করা হইল] এই বলিয়া শুক্রকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৭। শনি—"ওঁ শং নো দেবী (দেব্যাঃ স্তুত্যাদিবিষয়াঃ) অভীষ্টয়ে (উপচয়ার্থং); শং নো ভবন্তু পীতয়ে (পানার্থং), শংযোঃ (কল্যাণযোগায়) অভিস্রবন্তু (ভবন্তু) নঃ স্বাহা।" অর্থাৎ "এই জল ইহার দ্বারা আমাদের দেবী পূজা সুসম্পাদিত হউক; ইহা দ্বারা আমাদিগের উন্নতি হউক; ইহা আমাদের পানার্থে ব্যবহৃত হউক; এবং ইহা আমাদের কল্যাণের কারণ হউক।" এই বলিয়া শনিকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৮। রাহু—"ওঁ কয়া নঃ চিত্রে (চয়ন কর্ম্মণি প্রয়োজকঃ ইন্দ্রঃ) আভুবৎ (ভূয়াৎ) উত্যা (তর্পণেন) সদাবৃধঃ (সদা বৃদ্ধিকারী) সখা কয়া সচিষ্টয়া (অতিশয় কর্ম্মবত্যা কেন কর্ম্মণা) আবৃত্তা (ক্রিয়য়া বা) স্বাহা" অর্থাৎ "হে রাহো! অগ্নিচয়ন কর্ম্মে প্রবর্ত্তক ইন্দ্র কোন্ তর্পণ দ্বারা, কোন্ কর্ম্মের পারিপাট্য দ্বারা এবং কোন কর্ম্মদ্বারা আমাদের উন্নতিকারক ও সখা হইবেন তাহা আমাদিগেকে বলিয়া দাও। অর্থাৎ কোন্ কার্য্য দ্বারা আমরা তাঁহার সাহায্য (patronage) লাভ করিতে পারিব তাহা আমাদিগকে বলিয়া দাও।" এই বলিয়া রাহুকে একটি আহুতি দিতে হয়।

৯। কেতু—"ওঁ কেতুং (জ্ঞানং) কৃণ্বন্ (প্রযচ্ছন্) অকেতবে (অজ্ঞানেভ্যঃ) পেশো (রূপং ধনং বা) মর্য্যা

(মনুষ্যেভ্যঃ) অপেশসে (নির্ধনেভ্যঃ কুরূপেভ্যো বা) সমুষদ্ভির-জায়থাঃ (বসদ্ভিঃ গৃহস্থৈঃ সংজাতোভব)।' "হে কেতো! গৃহস্থগণ গৃহে বাস করিয়া যখন তোমার ধ্বজরূপ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তোমাকে পূজা করে তখন তুমি তাহাদিগের মধ্যে, নির্দ্ধনকে ধন, কুরূপকে রূপ ও অজ্ঞানকে জ্ঞানদান করিয়া থাক।" [এই বৈদিক নবগ্রহ স্তবের অনুসরণ করিয়া পৌরাণিক নবগ্রহস্তোত্র রচিত হইয়া থাকিবে; পৌরাণিক নবগ্রহস্তোত্র নিম্নে দেওয়া গেল।]

"১। জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ২। দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং। নমামি শশিনংভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণং॥ ৩। ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং। কুমারং শক্তিহস্তং চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥ ৪। প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং সৌমং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং॥ ৫। দেবতা-নামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং ত্বাং নমামি বৃহস্পতিং॥ ৬। হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং। শর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥ ৭। নীলাঞ্জন-চয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং। ছায়ায়াঃ গর্ভসম্ভূতং বন্দেভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥ ৮। অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং॥ ৯। পলালধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্দকং। রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥"

পরে "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুনায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা।" এই বলিয়া ঐ দশদিক্‌পালকে এক একটী করিয়া আহুতি দিতে হয়। পরে "ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব, যজ্ঞং প্রসুব, যজ্ঞপতিং প্রসুব, ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃকেতন্নঃ পুনাতু। বাচস্পতি বাচন্নঃস্বদতু"।* এই বলিয়া অগ্নির চারিদিকে জল ছিটাইতে হয়। পরে "ওঁ অদিতে অন্বমংস্থাঃ, ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থাঃ ওঁ সরস্বতি অন্বমংস্থা। †" এই বলিয়া অগ্নিতে জলনিক্ষেপ করিতে হয়। পরে "ওঁ অক্তাং (ঘৃতাক্তাং) রিহাণাঃ (আসাদয়ন্তঃ) ব্যন্তু (খাদয়ন্তু) বয়ঃ (পক্ষিণঃ)" অর্থাৎ "পক্ষিগণ এই ঘৃতাক্ত তৃণ (কুশ) আস্বাদন করিয়া (আনন্দ অনুভব করিতে করিতে) ভক্ষণ করুক" এই বলিয়া ঐ তৃণগুলিকে জলে ডুবাইয়া লইবে। এবং পরে "ওঁ যঃ পশূনামধিপতিঃ রুদ্রঃ তন্তিচয়ঃ (অন্তরীক্ষসঃ) বৃষা (মেধাঃ)। পশূনস্মাকং মা হিংসীঃ এতদস্তু হুতং তব স্বাহা" অর্থাৎ "রুদ্র পশুর অধিপতি ও অন্তরীক্ষচর মেঘস্বরূপ। হে রুদ্র আমাদের পশুর হিংসা করিবেন না। এই আপনার আহুতি রাখিলাম। ইহা গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া অগ্নিতে ঐ কুশতৃণগুলি প্রক্ষেপ করিবে। পরে অগ্নিকে ফলপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ণহোম করিবে। "ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি।

* এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। † পূর্ব্বে দেখ।

বরং বৃণে। যশসা ভামি লোকে স্বাহা” অর্থাৎ যশের নিকট আমি পূর্ণহোম করিতেছি। যে যশের উদ্দেশে হোম করে, যশ তাহাকে বর প্রদান করেন; “হে যশঃ! আমি তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি। আমি যেন সমাজে যশস্বী হই।” এই বলিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। পরে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে “চতুর্ব্বদন সম্ভূত চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয়সৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥”

অর্থাৎ “হে ব্রাহ্মণ! তুমি ব্রহ্মার বদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে। তুমিই বেদের প্রধান আত্মীয়। তুমি দ্বিজকৃত সৎকর্ম্মসমূহের সাক্ষী। তোমাকে নমস্কার।” পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া অগ্নিকে নমস্কার করিবে।

“ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাং অন্তশ্চরসি পাবকঃ।
হব্যং বহসি দেবানাং ততঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে॥
ওঁ পিঙ্গাক্ষঃ লোহিতগ্রীব প্রত্যাপিংশ্চ হুতাশন।
সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোস্তুতে॥”

অর্থাৎ “হে অগ্নি তুমি সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে সঞ্চারিত রহিয়াছ। তুমি দেবতাদের হব্য বহন করিয়া থাক। তুমি আমাকে শান্তি প্রদান কর। হে পিঙ্গনেত্র *! হে রক্তগ্রীব। হে মহাবিক্রম! হে হুতাশন, হে ধনঞ্জয়—তুমি পাপপুণ্যের সাক্ষী, আমি তোমাকে প্রণাম করি।” এই বলিয়া অগ্নিকে প্রণাম করিবে। পরে “ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব” অর্থাৎ হে “ব্রাহ্মণ ক্ষমা করুন” এই বলিয়া

* পিঙ্গ পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

ব্রাহ্মণকে বিদায় দিবে এবং (কুশময় ব্রাহ্মণ হইলে) ব্রহ্মগ্রন্থি খুলিয়া ফেলিবে। পরে "অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" অর্থাৎ "হে অগ্নি তুমি সমুদ্রে গমন কর" এই বলিয়া অগ্নিকে বিদায় দিবে। পরে "পৃথিবি ত্বং শীতলা ভব" "অর্থাৎ পৃথিবী তুমি শীতল হও" এই বলিয়া কতকটা দুগ্ধ ঈশান কোণে ঢালিয়া দিবে। পরে ঘৃতক্ষেপ পাত্রের ভস্ম লইয়া "ওঁ কাশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। অর্থাৎ কাশ্যপের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য যেরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল আমারও সেইরূপ হউক" এই বলিয়া নিজ ললাটে ঐ ভস্মের ফোঁটা পরিবে। পরে "ওঁ জামদগ্নে স্ত্র্যায়ুষং (অর্থ আগেকার মত) এই বলিয়া কর্ণে ঐ ভস্মের ফোঁটা পরিবে।" পরে "ওঁ যদ্দেবানাংত্র্যায়ুষং" এই বলিয়া বাহুমূলে ঐ ভস্মের ফোঁটা পরিবে। পরে "ওঁ তন্মেহস্তুত্র্যায়ুষং"।* এই বলিয়া হৃদয়ে ঐ ভস্মের ফোঁটা বা তিলক পরিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া শান্তিজপ করিবে।

১। কয়ানশ্চিত্র আভুবদতি সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়াবৃতা।

২। কঃ (রসঃ) ত্বা (ত্বাং) সত্য (সোমযাগে ক্রিয়মাণে) মদানাং (সুরাণাং) মংহিষ্যোর (অতিশয়েন মদজনকং) মৎসৎ (মত্তং করোতি) অন্ধসঃ (সোমস্য) দৃঢ়াচিৎ (দৃঢ়চিত্তঃ) আরুজে ভঞ্জয়সি বসু (ধনানি)" অর্থাৎ হে ইন্দ্র! সোমযাগের সময় কোন্ সোমের রস সকল প্রকার সুরা অপেক্ষা অধিকতর মাদকতার

* অর্থাৎ কাশ্যপ, জমদগ্নি ও দেবতাগণের যেরূপ ত্র্যায়ুষ, (বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য আমারও সেইরূপ হউক।

উৎপত্তি করে? কোন্ সোমের রস তোমাকে মত্ত করে? কোন্ সোমের রস পান করিয়া তুমি দৃঢ়তা সহকারে ধনার্জ্জনে যাত্রা কর এবং ধন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর? ইহা আমাদিগকে বলিয়া দাও, আমরা সেই সোমরস তোমার জন্য প্রস্তুত করিব।

৩। "ওঁ অভীষুনঃ (আভিমুখ্যেন তথা সুষ্ঠু যথা স্যাৎ) সখীনাং (অস্মাকং মিত্রাণাং) অবিতা (লালয়িতা) জরিতৃণাং (স্তবকারিণাং) (অবিতাভব) শতংভরা (স্বয়ং শতধাভূত্বা) অসি উতরে (বহুপ্রকার রক্ষণায়)" অর্থাৎ "হে ইন্দ্র! সদয়ভাবে ও সম্যক্‌রূপে আমাদের বন্ধুগণকে পালন করুন; আপনার যাঁহারা স্তবকারী তাহাদিগের বহুপ্রকার রক্ষার জন্য আপনি বহুরূপ ধারণ করুন"।

৪। "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ (বৃদ্ধ বাক্য শ্রবণকারী), স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ (বিশ্বজ্ঞঃ), স্বস্তি নঃ তার্ক্ষ্যোঽরিষ্ট নেমিঃ (অব্যাহত গতিঃ), স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু—অর্থাৎ "বৃদ্ধদিগের বাক্য শ্রবণ ও পালন করেন এমন যে ইন্দ্র, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বিশ্বজ্ঞ পূষা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। অব্যাহতগতি গরুড় আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

এই কয়টি মন্ত্রগান করিতে হয়। গানে অশক্ত হইলে এই মন্ত্রগুলি তিনবার পাঠ করিবে। বিবাহ, অন্নাশন প্রভৃতি সকল স্থলেই প্রকৃত কর্ম্মের পর শাট্যায়ন হোম করিতে হয়।

২। বিবাহ।

ক। জ্ঞাতিকর্ম্ম—বিবাহদিনে কন্যার সপিণ্ড অথবা সখী (সই) মুগ, যব, মাসকলাই, মসূর এ সমস্ত সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া ও মিশ্রিত করিয়া কন্যার গায়ে মাখাইবে। পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "ওঁ কামদেব তে নাম মদো নামাসি, সমানয় অমুং, সুরা তেহভবৎ, পরমত্রজন্মাগ্নে, তপসো নির্ম্মিতোহসি।"—অর্থাৎ "হে কামদেব! আমি তোমার নাম জানি, তোমার নাম মদ অর্থাৎ উন্মাদক। তুমি বরকে এখানে আনয়ন কর। তোমার উৎপত্তির জন্য সুরা হইয়াছিল, (সুরা কামোৎপত্তির কারণ); এই কন্যাও তোমার উৎপত্তির প্রধান হেতু, হে অগ্নে! অর্থাৎ হে কাম! [অগ্নি ও কাম এতদুভয়ই সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সকল কর্ম্মের আরম্ভে কামও থাকে, এবং অগ্নিও সঞ্চিত হয় এজন্য কাম ও অগ্নি এক]। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য প্রজাপতি তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া অগ্নিতে একটি আহুতি দিবে। পরে এক কলসী জল লইয়া কন্যাকে স্নান করাইবে। পরে এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে। "ওঁ ইমং ত উপস্থং মধুনা সংস্থজামি। প্রজাপতের্ম্মুখমেৎ দ্বিতীয়ং। তেন পুংসোভিবাসি; সর্ব্বানবশান্ বশিন্যসি বশিনী রাজ্ঞী স্বাহা।" অর্থাৎ—"হে কন্যে! আমি তোমার আনন্দেন্দ্রিয়ে মধু সংযোগ করিতেছি। ইহা প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ। (অর্থাৎ ইহা হইতেই প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে)। তুমি ইহা দ্বারা

স্বাধীনচিত্ত পুরুষকেও বশীভূত কর। তুমি ইহা দ্বারাই কান্তিমতী ও সর্ব্বাধীশ্বরী হইয়া থাক।" এই বলিয়া কন্যার মস্তকে ও অন্য অন্য অঙ্গে জল ঢালিয়া দিবে। পরে আবার এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে। "ওঁ ক্রব্যাদং অগ্নিং অকৃণ্বন্ (কৃতবন্তঃ) গৃহাণাঃ স্ত্রীণাং উপস্থং ঋষয়ঃ পুরাণাঃ (আদ্যাঃ)। তেন আজ্যং অকৃণ্বন্। ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রংত্বয়ি তদ্দধাতু।" অর্থাৎ "বশিষ্ঠাদি প্রাচীন গৃহস্থ ঋষিগণ অপবিত্র অগ্নি লইয়া ঐ অগ্নির দ্বারা স্ত্রীদিগের উপস্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে ঐ উপস্থ হইতে শুক্রের উৎপত্তি করিয়াছিলেন। সূর্য্য ও বৃষভদেবতা (রুদ্র) তোমাতে ঐ শুক্র সিক্ত করুন। অর্থাৎ ঐ শুক্র যাহাতে তোমাতে গর্ভোৎপাদন করে, দেবতারা ঐরূপ বিধান করুন।" এই বলিয়া কন্যার শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্ব অঙ্গে পুনরায় প্রভূত জল ঢালিয়া দিবে।*

খ। সম্প্রদান—কন্যাকর্ত্তা আচমনাদি করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"অস্মিন্ শুভ ব্রাহ্মবিবাহ কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুয়ন্তাঃ"—"অর্থাৎ অদ্য যে শুভ ব্রহ্মবিবাহ হইতেছে আপনারা বলুন যে আজিকার দিন ঐ কার্য্যের জন্য পুণ্য বা উৎকৃষ্ট দিন হউক।" কন্যাকর্ত্তা তিনবার ঐরূপ বলিলে

* রঘুনন্দন জ্ঞাতিকর্ম্মের উল্লেখ করেন নাই। এবং সমাজে জ্ঞাতি-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু শাস্ত্রে যাহা বিধি বলিয়া লিখিত আছে তাহার সহিত সাধারণের অবগতি থাকা ভাল; গৃহ্যসূত্রেও জ্ঞাতিকর্ম্মের বিধি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। (সত্যব্রত সামশ্রমীর "গোভিলগৃহ্য সূত্র নামক পুস্তকের ৯২ পৃঃ দেখ)।

ব্রাহ্মণগণ তিনবার বলিবেন "ওঁ পুণ্যাহং",—"হাঁ আজিকার দিন পুণ্যদিন হউক।" পরে কন্যাকর্ত্তা তিনবার বলিবেন—"ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু"—"আপনারা বলুন এই কার্য্য সুখকর হউক।" ব্রাহ্মণগণ তিনবার বলিবেন—"ওঁ ঋদ্ধিঃ" "সুখকর হউক"। পরে কন্যাকর্ত্তা তিনবার বলিবেন "ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু"—অর্থাৎ "আপনারা বলুন যে এই কার্য্য কল্যাণকর বা মঙ্গলকর হউক।" ব্রাহ্মণেরা তিনবার বলিবেন—"ওঁ স্বস্তিঃ" "মঙ্গলকর হউক।" পরে সোমং রাজানং বরুণং অগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং" অর্থাৎ "রাজা যে চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিয়া আমি এই কার্য্য আরম্ভ করিতেছি। পরে বলিতে হইবে—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃক্ষপা। পবনোদিক্পতি-ভূর্মিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহসন্নিধিং॥" অর্থাৎ "সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, প্রাতঃ সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা, ভূতগণ, দিবা, নিশি, পবন, দিক্পালগণ, ভূমি, আকাশ, আকাশচর জন্তু ও দেবগণ তোমরা ব্রহ্মার শাসন বা আদেশ অনুসারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হও।" এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কন্যাকর্ত্তা বরকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"ওঁ সাধুভবান্ আস্তাং" অর্থাৎ "আপনি সুখে উপবেশন করিয়াছেন ত ?" বর বলিবেন "সাধ্বহমাসে"—"হাঁ করিয়াছি।" তাহার পর কন্যাকর্ত্তা বলিবেন—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং"—আমি আপনাকে অর্চ্চনা করি ?" বর বলিবেন "ওঁ অর্চ্চয়"—"হাঁ অর্চ্চনা করুন।"

পরে কন্যাকর্ত্তা জামাতাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, মাল্য, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীত, চাদর ও কাপড় দিয়া অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করিয়া "ওঁ তৎসদদ্য, অমুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে, অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য, অমুক প্রবরস্য, অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং। অমুক গোত্রস্য, অমুক প্রবরস্য, অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং। অমুক গোত্রস্য, অমুক প্রবরস্য, অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং। অমুক গোত্রং, অমুক প্রবরং, শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং বরং। অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুক গোত্রস্য, অমুক প্রবরস্য, অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুক গোত্রস্য, অমুক প্রবরস্য, অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং; অমুক গোত্রাং, অমুক প্রবরাং, শ্রীঅমুক দেবীং শুভ ব্রাহ্মবিবাহায় দাতু মেভিঃ পাদ্যাদিভি রভ্যর্চ্চ বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে"—অর্থাৎ—"আজি অমুক মাসে, সূর্য্য অমুক রাশিতে থাকা কালে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রের, অমুক প্রবরের, অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, অমুক দেবশর্ম্মার পৌত্র, * অমুক দেবশর্ম্মার পুত্র*, অমুক দেবশর্ম্মা* বর যে আপনি, আপনাকে—অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্রী,*অমুক দেবশর্ম্মার পৌত্রী*, অমুক দেবশর্ম্মার পুত্রী*, শ্রীঅমুকী দেবী,—দান করিবার জন্য আপনাকে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া আপনাকে বররূপে বরণ করিলাম।" বর বলিলেন—"আমি বৃত হইলাম।" পরে সম্প্রদাতা বলিবেন—"যথাবিহিতং বরকর্ম্ম কুরু" অর্থাৎ "যথা-

---

* ইহাদের বেলাও গোত্র ও প্রবরের নামোল্লেখ করিতে হইবে।

বিহিতরূপে বরকার্য্য করুন।” বর বলিবেন—“যথাজ্ঞানং করবাণি”—“যথাজ্ঞান করিতেছি।” তৎপরে বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীগণ মঙ্গলাচরণ করিবেন। পরে বরকন্যা উভয়ে উভয়ের মুখচন্দ্র অবলোকন করিবেন। পরে জামাতা পুনরায় সম্প্রদানস্থলে আসিয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইবেন। পরে সম্প্রদাতা বলিবেন—“ওঁ অর্হণাঃ, পুত্র বাসসা, ধেনুরভবৎ যামে সানঃ পয়স্বতী দুহাং উত্তরা মুত্তরাং সমাঃ” অর্থাৎ “এই যে পূজনীয়া, পুত্রানুগামিনী (বৎস-বৎসলা) ধেনু, তিনি আমাদের গৃহে চিরকাল দুগ্ধ প্রদান করিয়া বহু বহু বর্ষ ধরিয়া আমাদের মনস্কামনা সমস্ত পূর্ণ করুন।” “ওঁ ইদমহমিলাং পদ্যাং (পাদপদবাং) বিরাজেৎ (বিরাজমানাং) অন্নাদ্যায় অধিতিষ্ঠামি।” অর্থাৎ—“এই যে পাদপীঠযুপ্ত আসন যাহা এখানে বিরাজিত রহিয়াছে, আমি তাহা অধিকার করিয়া বসিলাম। আমার অন্নাদি বর্দ্ধিত হউক (অথবা এই আসনে উপবেশন করিয়া আমি অন্নাদি সুখে ভক্ষণ করিব)।” এই বলিয়া বর আসনে উপবেশন করিবেন। পরে সম্প্রদাতা একটী কুশরচিত শয্যা বা মাদুর লইয়া বরকে বলিবেন—“ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং” অর্থাৎ “এই শয্যা আপনি গ্রহণ করুন।” বর বলিবেন—“প্রতিগৃহ্লামি” “গ্রহণ করিলাম।” পরে বর বলিবেন—ওঁ যা ঔষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শত বিচক্ষণা তা মহ্যং তস্মিন্নাসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্মযচ্ছত।” অর্থাৎ “হে ওষধিগণ! সোম তোমাদের রাজা, তোমরা বহু ও শতমুখবিশিষ্ট ও অচ্ছিদ্র। তোমরা আমার মঙ্গল বিধান কর।” পরে একখানি পাদাসন

লইয়া সম্প্রদাতা পুনরায় ঐরূপ বলিবেন। বরও পুনরায় ঐরূপ বলিয়া পাদাসন গ্রহণপূর্ব্বক, বলিবেন—"ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বেষ্টিতা পৃথিবী মনু তা মহ্যমস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।" অর্থাৎ "হে ওষধিগণ, সোম তোমাদের রাজা; তোমরা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। এই অচ্ছিদ্র পাদাসন আমার মঙ্গল বিধান করুক।" তৎপরে সম্প্রদাতা জলপাত্র লইয়া বলিবেন—"ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাং।" অর্থাৎ "এই আপনার পাদ্য। ইহা আপনি গ্রহণ করুন"। বর বলিলেন—"ওঁ পাদ্যান্ প্রতিগৃহ্লামি"—"আমার পাদ্য আমি গ্রহণ করিলাম।" পরে বর জলপাত্র অবলোকন করতঃ বলিবেন—"ওঁ যতোদেবী প্রতিপশ্যামি আপঃ ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু।" অর্থাৎ "আমি এই দেবী আপ্ (জলরূপ দেবতা) দর্শন করিলাম। অতএব জলের অধিষ্ঠাতা ও উৎপাদয়িতা সূর্য্য আমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন।" পরে ঐ জলে বাম পদ প্রক্ষালন করিয়া বলিবেন—"ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে (বিষয়ে) শ্রিয়ং দধে"—অর্থাৎ এই বাম পদ প্রক্ষালন করিয়া এই বিবাহ কার্য্যের মঙ্গল বিধান করিলাম।" পরে ঐ জলে দক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করিয়া বর বলিবেন—"ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয় মাবেশয়ামি"—অর্থাৎ "দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিয়া আমি এই বিবাহকার্য্যের মঙ্গল বিধান করিলাম।" পরে যুগপৎ উভয় পাদ প্রক্ষালন করিয়া বর বলিবেন।—"ওঁ পূর্ব্বং অন্যং অপরং অন্যং উভৌ পাদাবনেনিজে রাষ্ট্রস্য ঋদ্ধ্যৈ অভয়স্য অবরুদ্ধ্যৈ

(পরিগ্রহায়)।—অর্থাৎ "প্রথমে এক পা, পরে এক পা ও পরে দুই পা প্রক্ষালন করিয়া আমি এবিষয়ের মঙ্গল বিধান করিলাম। এক্ষণে এই বিষয়ের সুসম্পাদন সম্বন্ধে সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইল।" পরে সম্প্রদাতা পূর্ব্বোক্তরূপে "ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া জামাতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। জামাতা "ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি" এই বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া বলিবেন— "ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিঃ (দীপ্তিঃ) অসি রাষ্ট্রস্তে ভূয়াসং"—অর্থাৎ "হে অর্ঘ্য তুমি অন্নের দীপ্তিস্বরূপ।" অর্থাৎ অন্ন বা তণ্ডুল তোমার দীপ্তিবিধান করিতেছে। তোমার প্রসাদে আমিও যেন দীপ্তিমান (তেজঃপুঞ্জদ্বারা সুশোভিত) হই।" পরে সম্প্রদাতা ঐরূপে আচমনীয় প্রদান করিলে জামাতা উহা ঐরূপে গ্রহণ করিয়া বলিবেন—"ওঁ যশোহসি যশো ময়ি ধেহি"—অর্থাৎ "হে আচমনীয়! তুমি যশ, আমাকে যশস্বী কর।" পরে সম্প্রদাতা একটী বাটিতে ঘৃত দধি মধু রাখিয়া ও অন্য একটি বাটি দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া জামাতাকে বলিবেন—"ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং"। "এই মধুপর্ক আপনি গ্রহণ করুন।" জামাতা উহা গ্রহণ করিয়া বলিবেন "ওঁ যশসো যশোহসি।" অর্থাৎ "হে মধুপর্ক তুমি যশের ন্যায় বা যশ অপেক্ষা মধুর। তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমিও যশস্বী হইলাম।" পরে বর বলিবেন "ওঁ যশসো ভক্ষ্যোসি, মহসো ভক্ষ্যোসি, শ্রীর্ভক্ষ্যোসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি।" অর্থাৎ "হে মধুপর্ক তুমি যশস্বীর যশ, অতএব যশের জন্য তুমি ভক্ষণীয়; তুমি তেজস্বীর

তেজ, অতএব তুমি তেজের জন্য ভক্ষণীয়; তুমি শ্রীমন্তের শ্রী (সৌন্দর্য্য বা ধন); অতএব তুমি শ্রীর জন্য ভক্ষণীয়; আমাকে যশ, তেজ ও ধন প্রদান কর।” এই বলিয়া জামাতা মধুপর্ক ভক্ষণ করিবেন। পরে বর কন্যার দক্ষিণ হস্ত নিজ দক্ষিণ হস্তের উপর রাখিবেন। পরে কোন সৌভাগ্যবতী ও পতিপুত্রবতী নারী নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করত কুশ দ্বারা বরকন্যার হস্তদ্বয় বন্ধন করিবেন। “ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কৌ অশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ”—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সকলে চিরকাল এই গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া বাস, করুন—অর্থাৎ “এই দম্পতীর মধ্যে এই বন্ধন যেন কখন ছিন্ন না হয়।”

পরে, সম্প্রদাতা বামহস্তে কন্যাকে স্পর্শ করিয়া ও দক্ষিণ হস্তে কুশ তিল তুলসী পুষ্পাদি লইয়া বলিবেন—“এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ সালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ।”—অর্থাৎ “এই সবস্ত্রা সালঙ্কারা কন্যাকে নমস্কার। এই চন্দনসিক্ত পুষ্প বিবাহাধিপতি প্রজাপতি দেবতাকে সপ্রণাম অর্পিত হইল। ওই বরকে নমস্কার করা গেল।” পরে সম্প্রদাতা বরের গোত্র, প্রবর, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, মাস, তিথি, পক্ষ প্রভৃতির তিনবার নামোল্লেখ করিয়া ও কন্যার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, গোত্র, প্রবর প্রভৃতির তিনবার নামোল্লেখ করিয়া তিনবার বলিবেন—এনাং কন্যাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যং অহং দদে।”

অর্থাৎ "এই সবস্ত্রা সালঙ্কারা প্রজাপতির অধীনে বর্ত্তমানা কন্যা আমি আপনাকে দান করিলাম।" এই বলিয়া বরের দুইহস্তে জলতিলকুশাদি দিবেন। পরে জামাতা বলিবেন—"স্বস্তি—আপনার মঙ্গল হউক"। পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কামদেবের স্তুতি করিবেন—যথা—"ওঁ ক ইদং? কস্মা অদাৎ? কামঃ কামায় অদাৎ। কামো দাতা, কামো প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ: কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি। কাম এতৎ তে—অর্থাৎ—এই কন্যাকে কে কাহার নিকট দান করিয়াছে? ইঁহাকে কাম কামের নিকট দান করিয়াছেন। কাম ইঁহার দাতা, কাম ইঁহার প্রতিগৃহীতা। কাম ইঁহার জন্য সমুদ্র প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইনি সমুদ্রতলে রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত ছিলেন। কাম সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আমি সকামচিত্তে ইঁহাকে গ্রহণ করিলাম। হে কাম! এই কন্যা তোমারই।" পরে সম্প্রদাতা দক্ষিণাস্বরূপ কিঞ্চিৎ সুবর্ণ বা তন্মূল্য দান করিবেন*। পরে এই সময়ে সম্প্রদাতা যৌতুকস্বরূপ বরকে ভূমি, হিরণ্য, গো, অন্ন, জল, শয্যা দিবেন। তৎপরে কোন পতিপুত্রবতী নারী বরের বস্ত্র ও কন্যার বস্ত্র একত্র উভয়ে গাঁইট বাঁধিবেন। গাঁইট বাঁধিবার সময় এই সমস্ত মন্ত্র বলিতে হয়—"ওঁ যথেন্দ্রানী মহেন্দ্রস্য স্বাহাচৈব বিভাবসোঃ। রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে। যথা বৈবস্বতি ভদ্রা

* সম্প্রদাতা বলিবেন—"সম্প্রদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং, দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং বা তন্মূল্যং বরায় তুভ্যং অহং সম্প্রদদে।

বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী। যথা নারায়ণে লক্ষ্মী তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি॥ অর্থাৎ "ইন্দ্রের যেমন ইন্দ্রাণী, সূর্য্যের যেমন স্বাহা, চন্দ্রের যেমন রোহিণী, বৈবস্বতের যেমন ভদ্রা, নলের যেমন দময়ন্তী, নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী, তুমি তোমার পতির সেইরূপ হও।" পরে প্রথম গাঁইট পড়িলে কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—"কয়োগ্রন্থিঃ পততি" অর্থাৎ "কাঁহার কাঁহার গাঁইট পড়িল?" ব্রাহ্মণ বলিবেন লক্ষ্মীনারায়ণের "লক্ষ্মীনারায়ণয়োঃ।" দ্বিতীয় গাঁইট পড়িলে পুনরপি কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—"কাঁহার কাঁহার গাঁইট পড়িল? ব্রাহ্মণ বলিবেন —"সীতারামের।" তৃতীয় গাঁইটে প্রশ্ন হইবে—"কাঁহার কাঁহার গাঁইট পড়িল?" ব্রাহ্মণ বলিবেন "নলদময়ন্তীর।" চতুর্থ গাঁইটে প্রশ্ন হইবে—কাঁহার কাঁহার গাঁইট পড়িল?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন—"অমুক বর ও অমুক কন্যার।" পরে সম্প্রদাতা বর-কন্যার হস্তের কুশবন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উভয়কে উভয়ের মুখাবলোকন করাইবেন। তৎপরে কন্যা বরের বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন।* পরে নাপিত আসিয়া গৌঃ গৌঃ (গাভী গাভী) এইরূপ দুইবার বলিলে জামাতা বলিবেন—"ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাৎ দ্বিষন্তং মে অভিধেহি। তং জহি। অমুষ্য চ উভয়োঃ। উৎসৃজ গাং। অত্তু তৃণানি। পিবতু উদকং। অর্থাৎ "এই গাভীকে বরুণ-পাশের ন্যায় কঠিন পাশ হইতে উন্মুক্ত কর। করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও। এই গাভী উন্মুক্ত হইয়া গিয়া তৃণ ভক্ষণ করুক ও

* ইহার পূর্ব্বে তিনি বরের দক্ষিণ পার্শ্বেই ছিলেন।

জলপান করুক।, হে গাভী! তুমি ইহাঁর (কন্যাপক্ষের) ও আমার শত্রুগণের কথা আমাদিগকে বলিয়া দাও, এবং ঐ শত্রুগণকে তুমি বধ কর।" পরে নাপিত গাভীকে মুক্ত করিয়া দিলে জামাতা বলিবেন ঃ—"ওঁ মাতা রুদ্রাণাং, দুহিতা বসূনাং, স্বসা আদিত্যানাং, অমৃতস্য নাভিঃ, প্রণুবোচং (প্রোক্তবানস্মি) চিকিতুষে (জ্ঞানসম্পন্নায়) জনায়, মা গাং অনাগাঃ (অনপরাধাং) অদিতিং (অদীনাং) বশিষ্ট।" অর্থাৎ "এই গাভী রুদ্রদিগের মাতা, বসুদিগের দুহিতা, আদিত্যদিগের ভগিনী, দধিদুগ্ধের কারণ বা উৎস। আমি সেই জন্য অত্রস্থ জ্ঞানসম্পন্ন সকল ভৃত্যাদিগকে বলিতেছি এই অনপরাধা, বহু সম্পৎশালিনী গাভীকে কেহ বিনাশ করিও না।"* এই বলিয়া গাভীকে ছাড়িয়া দিবে। পরে সম্প্রদাতা বলিবেন—"ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতেহস্মিন্ দানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মহং করিষ্যে"। অর্থাৎ এই কন্যাদানকর্ম্মে যদি কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, তবে তদ্দোষ দূরীকরণের জন্য আমি শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিতেছি।" এই বলিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু নামোচ্চারণ করিবে।

গ। পাণিগ্রহণ—সম্প্রদানকার্য্য শেষ হইলে বর ও কন্যাকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইবে। পরে পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, প্রভৃতি কুশণ্ডিকার কার্য্যসমূহ সম্পাদন

---

* ইহা হইতে অনুমান হয় যে অতি পূর্ব্বে সকল উৎসর্গেই গাভী বধ করা বিধি ছিল। কিন্তু ইহাও প্রতীতি হয়, যে বৈদিক সময় হইতেই গোবধ এদেশে নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

করিবে। পরে জামাতা নিজে কাপড় চাদর পরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা কন্যাকেও অধোবাস ও উত্তরীয় পরিধান করাইবে। "ওঁ যা অকৃন্তন্ (সূত্রাণি কর্ত্তিতবত্যঃ) অবয়ন্ বা (তন্তুসন্তানং কৃতবত্যঃ) অতন্বত (বিস্তারিতবত্যঃ) যাশ্চ দেব্যঃ অন্তান্ অভিতঃ (উভয় পার্শ্বে) অততন্ত (গ্রথিতবত্যঃ) তা ত্বা দেব্যো জরসা (জরান্তং যাবৎ) সংব্যয়ন্তু (পরিধাপয়ন্তু) আয়ুষ্মতি (হে আয়ুষ্মতি) ইদং (বস্ত্রং) ইদং পরিধৎস্ব (পরিধত্তু) বাসঃ।" অর্থাৎ "হে কন্যে! যে সমস্ত দেবতা এই বস্ত্রের জন্য সূতাকাটিয়াছিলেন, যাঁহারা ইহা তাঁতে ফেলিয়াছিলেন বা বুনিয়াছিলেন, যাঁহারা ইহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন "যাঁহারা উহার উভয় পার্শ্বে দশা সংযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমার বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে বস্ত্র পরিধান করাউন। হে আয়ুষ্মতি! তুমি এই অধোবাস পরিধান কর।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যাকে অধোবাস পরিধান করাইবে। পরে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ পরিধত্ত (পরিধাপয়ত) ধত্ত (বস্ত্রাবৃতাং কুরুত) বাসসা এনাং শতায়ুষীং কৃণুত; (হে কন্যকে) শতঞ্চ জীবঃ শরদঃ (বর্ষাণি) সুবর্চ্চাসু (কান্তিমতী) বসূনি চ আর্য্যো বিভজাসী (বিভজাসি) জীবন— অর্থাৎ "হে উপাধ্যায়গণ আপনারা এই কন্যাকে বস্ত্রাবৃতা করুন। ইহাকে আপনারা শতায়ুষী করুন। হে কন্যে তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হউক। তুমি লাবণ্যবতী হও। তুমি দীর্ঘজীবিনী হইয়া বহুসম্পৎ বা ঐশ্বর্য্য ভোগ কর।" এই বলিয়া কন্যাকে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইবে।" পরে বর কন্যাকে অগ্নিসকাশে আনয়ন

করিয়া বলিবেন :—'ওঁ সোমোঽদদৎ গন্ধর্ব্বায় (আদিত্যায়) গন্ধর্ব্বোঽদদৎ অগ্নয়ে রয়িঞ্চ (ধনঞ্চ) পুত্রাংশ্চাদদৎ মহ্যং অথোইমাং"—অর্থাৎ প্রথমে "এই কন্যা চন্দ্রের ছিল; চন্দ্র ইহাকে সূর্য্যকে দান করেন; সূর্য্য ইহাকে অগ্নিকে দান করেন। অগ্নি ইহাকে আমাকে দান করিয়াছেন। অগ্নির আশীর্ব্বাদে ইনি, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে আমাকে ধন ও পুত্র দ্বারা সুখী করিবেন।" তৎপরে কন্যা একটী বস্ত্রবেষ্টিত বেনাপাতের মাদুর পাদ দ্বারা বেদীর সম্মুখে আনয়ন করিবেন। "ওঁ প্র মে পতি র্যানঃ পন্থাঃ (পন্থামং) কল্পতাং (করোতু)। শিবা (সুখাবহা) অরিষ্ঠা (অহিংসিতা) পতিলোকং (পতিদেবং) গম্যাঃ (গমেয়ং)।" আমার পতি আমার জন্য পথ প্রস্তুত করুন এবং সেই পথ দ্বারা যেন আমি সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার নিকট গমন করিতে পারি।" কন্যা যদি লজ্জাবশতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিতে না পারে তাহা হইলে বর স্বয়ং ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠ করিবেন। অর্থাৎ যেখানে "আমার" আছে সেখানে বর বলিবেন "ইঁহার," এবং যেখানে "যাইতে পারি" আছে সেখানে বর বলিবেন—"যাইতে পারে।" তৎপরে পূর্ব্ব কথিত মাদুরে কন্যা বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিবে এবং কন্যা বরের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে। পরে জামাতা অগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ছয়টী আহুতি প্রদান করিবেন; যথা—

১। "ওঁ অগ্নিরেতু (আগচ্ছতু) প্রথমা (প্রথমঃ)

দেবতাভ্যঃ। সঃ অস্যৈঃ (অস্যাঃ) প্রজাং (ভাবিনীং) মুঞ্চাতু (মোচয়তু) মৃত্যুপাশাৎ তৎ (তস্মাৎ) অয়ং রাজা বরুণঃ অনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং (পুত্রসম্বন্ধিব্যসনং) ন রোদাৎ (ন রুদ্যাৎ—তদুদ্দিশ্য রোদনং কুর্য্যাৎ) অর্থাৎ "অগ্নি দেবতাগণের মধ্যে প্রথম। তিনি এখানে আগমন করুন। তিনি আসিয়া এই কন্যার ভাবী অপত্যগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মোচন করুন—অর্থাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। এবং বরুণরাজ ইহা অনুমতি করুন যেন এই কন্যাকে পুত্রসম্বন্ধীয় কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে না হয়, এবং যেন ইহাকে পুত্রের জন্য রোদন করিতে না হয়।"

২। "ওঁ ইমামগ্নিঃ ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ, প্রজামস্যৈ (অস্যাঃ) জরদষ্টিং (চিরায়ুষীং) কৃণোতু (করোতু)। অশূন্যোপস্থা (নিত্যং ভর্ত্তুঃ সঙ্গতা)। জীবিতাং (পুত্রাণাং) অস্তুমাতা। পৌত্রং আনন্দং অভিবুধ্যতাং ইয়ং"—অর্থাৎ "গার্হপত্য অগ্নি এই কন্যাকে রক্ষা করুন। তিনি ইঁহার পুত্রকন্যাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন। ইনি যেন চিরকাল স্বামিসহবাস প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্রগণ যেন জীবিত থাকে। ইনি যেন পুত্রকন্যা সম্বন্ধে প্রভূত আনন্দ অনুভব করিতে পারেন।"

৩। "ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু, বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ, স্তনন্ধয়ঃ তে পুত্রান্ সবিতা, অভিরক্ষতুঃ আবাসসঃ পরিধানাৎ বৃহস্পতিঃ বিশ্বেদেবাশ্চভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ"—অর্থাৎ "তোমার পৃষ্ঠদেশ আকাশ রক্ষা করুন। বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন। তোমার পুত্রগণ যতদিন স্তন্যপান করে, ততদিন

তাহাদিগকে সূর্য্য রক্ষা করুন। সেই কাল হইতে বস্ত্র পরিধান করার কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বৃহস্পতি রক্ষা করুন। পরে বিশ্বদেবগণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন।"

৪। "ওঁ মাতে গৃহেষু নিশি ঘোষঃ (আক্রন্দরূপঃ শব্দঃ) উত্থাৎ (উত্তিষ্ঠতু)। অন্যত্র ত্বৎ (তব শত্রুগৃহেষু রুদত্যঃ (নার্য্যঃ) সংবিশন্তু। মা ত্বং রুদতী উরং আবধিষ্ঠা (মা ত্বং উরোঘাতং রুদিষ্যতি) জীবপত্নী (জীবপতিকা সতী) পতিলোকে বিরাজ। পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং (হৃষ্টচিত্তাং)*—অর্থাৎ "হে কন্যে! রাত্রিতে তোমার গৃহে যেন ক্রন্দন শব্দ না উঠে। তোমার শত্রুদিগের গৃহে রাত্রিতে ক্রন্দনধ্বনি উঠুক। তুমি জীবপতিকা হইয়া পতিকুলে চিরকাল বিরাজ কর। তোমার পুত্রকন্যাগণ চিরকাল হৃষ্টচিত্তে থাকুক; তুমি ইহা দেখিয়া সুখে বাস কর।"

৫। "ওঁ অপ্রজস্যং (বন্ধ্যাত্বং), পৌত্রমর্ত্ত্যং (পুত্রসম্বন্ধিমরণং) পাপ্মানং (ত্বদীয়মেব মরণং) উতবা (অথবা) অন্নং (অনিষ্টং) শীর্ষ্ণঃ (মূর্দ্ধ্নঃ) স্রজমিব মুন্মোচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি (দদামি) পাশং (মৃত্যুপাশং)—অর্থাৎ—"হে কন্যে! লোকে যেমন মস্তক হইতে মালা খুলিয়া ফেলে, সেইরূপ আমি তোমা হইতে বন্ধ্যাত্ব, পুত্রশোক, তোমার নিজের মৃত্যু, এবং তোমার অন্য অন্য অমঙ্গল অপসারিত করিয়া ঐ সব অমঙ্গল তোমার শত্রুগণের উপর নিক্ষিপ্ত করিতেছি। মৃত্যুপাশে তোমার শত্রুগণকে আবদ্ধ করিতেছি।"

৬। "ওঁ পরেতু (মত্তঃ প্রাঙ্মুখোভবতু) মৃত্যুঃ। অমৃতং মা (মম) আগাৎ (আগচ্ছতু) বৈবস্বতঃ (যমঃ) নঃ অভয়ং

কৃণাতু। পরং মৃত্যো অনুপরেহি (অনুগচ্ছ) পন্থা। যত্র নোঽন্যঃ ইতরেঃ (পন্থা) দেবযানাৎ (অন্যঃ পিতৃপথঃ)। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ (হিংসীঃ)। মা উত্ত বীরান্"—অর্থাৎ "মৃত্যু আমা হইতে দূরে যাউক। আমি যেন অমৃতত্ব (অমৃত্যু) প্রাপ্ত হই। যম আমাদের উভয়কে অভয় প্রদান করুন। হে মৃত্যু! তুমি আমা হইতে অন্য পথে গমন কর। তুমি দেবপথে গমন না করিয়া পিতৃপথে গমন কর অর্থাৎ তুমি আমাদের অমঙ্গলের কারণ না হইয়া মঙ্গলের কারণ হও। চক্ষুষ্মান্ ও কর্ণবিশিষ্ট যে তুমি তোমাকে আমি বলিতেছি তুমি আমার পুত্রগণের হিংসা করিও না। আমাদের বংশে যে সমস্ত বীরপুরুষ জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তুমি তাহাদেরও হিংসা করিও না।'

এই ছয়টি আহুতি দিয়া—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা বলিয়া তিনটী পৃথক আহুতি দিবে। পরে ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা বলিয়া আর একটী আহুতি দিবে।

ঘ। লাজহোম—প্রথমে বর নিজের দুই হস্ত দ্বারা কন্যার দুই হস্ত ধারণ করিবেন। পরে বধূর মাতা বা ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ কতকগুলি খই লইয়া বধূর হস্তে দিবেন এবং বধূকে লোড়া সহিত একখানি শিলের উপর চড়িতে বলিবেন। বধূ শিলোপরিস্থ লোড়ার উপর দাঁড়াইলে জামাতা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ ইমং অশ্মানং আরোহ; অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব (পাষাণ ইব দৃঢ়া ভব)। দ্বিষন্তং অপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতাং অধঃ (ভব)"—অর্থাৎ "হে কন্যে! তুমি এই শিলার উপর

আরোহণ কর। তুমি পতিকুলে শিলার ন্যায় দৃঢ়া হও, অর্থাৎ পতিকুলে তুমি চিরকাল দৃঢ়রূপে বাস কর। তুমি আমাদের শত্রু-গণের পীড়াদায়িনী হও। শত্রুরা যেন তোমাকে পরাভূত না করে।” পরে বধূ নিজ হস্তস্থিত খই অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। তখন বর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। “ওঁ ইয়ং নারী উপব্রূতে (অগ্নেঃ সমীপে বদতি), অগ্নৌ লাজান্ আপবন্তী (ক্ষিপন্তী) দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবতু এধন্তাং (বৰ্দ্ধন্তাং) জ্ঞাতয়ো মম”—অর্থাৎ “এই কন্যা অগ্নিতে লাজনিক্ষেপ করিয়া অগ্নির সমীপে বলিতেছে—“আমার পতি দীর্ঘায়ু হউন, তিনি শতজীবী হউন; আমার জ্ঞাতিগণ ধনধান্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হউন।” পরে পতি বধূকে অগ্রে লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। “ওঁ কন্যলা (কন্যা) পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যাতী (গচ্ছন্তী)। ইয়ং অপদীক্ষাং (দীক্ষাং বৰ্দ্ধয়িত্বা) অযষ্ট (ইষ্টবতী)। কন্যা (হে কন্যে) উত (অপিচ) ত্বয়া (সহিতঃ) বয়ং ধারা (বৃষ্টিধারাঃ) উদন্যাঃ (পিপাসাঃ) ইব অতিগাহেমহি (অতিক্রমেমহি) দ্বিষঃ (শত্রূন্)”—অর্থাৎ “এই কন্যা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে যাইতেছেন। যে সব দ্রব্য বিবাহব্রতে নিষিদ্ধ, ইনি তৎসমস্ত বর্জ্জন করিয়াছেন। [অর্থাৎ ইনি ত্রিরাত্র যাবৎ হবিষ্যান্নাদি করিতেছেন] হে কন্যে! বৃষ্টিধারা যেমন পিপাসা দমন করে, আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের শত্রুগণকে আমরা সেইরূপে দমন করিব।” পরে পুনরায় কন্যা শিলোপরিস্থ নোড়ার উপর দাঁড়াইবেন। পুনরায়

তাঁহার হস্তে খই রাখা হইবে। পরে জামাতা "ওঁ ইমং অশ্মানং"* "মন্ত্র পাঠ করিবেন। পুনরায় ঐ খই অগ্নিতে আহুতি স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। তখন জামাতা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন" —"ওঁ অর্য্যমনং (আদিত্যং) নু দেবং অগ্নি অশ্মক্ষত (ইষ্টবত্যঃ) স ইমাং দেবর অর্য্যমা প্র ইতঃ (পিতৃকুলাৎ) মুঞ্চাতু মা অমুতঃ (পতিকুলাৎ) স্বাহা"—অর্থাৎ "এই কন্যা অর্য্যমা নামক আদিত্য ও অগ্নি এতদুভয়ের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিয়াছেন। ঐ দুই দেব ইঁহাকে পতিকুল ও পিতৃকুল হইতে যেন বিয়োজিত না করেন। অর্থাৎ ইনি যেন হয় পতিকুল, নয় পিতৃকুলে থাকেন।" পরে কন্যা পুনরায় শিলা আরোহণ করিবেন। পুনরায় তাঁহার হস্তে খই প্রদত্ত হইবে। পুনরায় জামাতা বলিবেন "ওঁ ইমং অশ্মানং †।" পরে কন্যা ঐ খই পুনরায় অগ্নিতে আহুতি দিবেন। পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। "ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিং অযক্ষত, স ইমাং দেবঃ পূষা প্র ইতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা।" অর্থাৎ "এই কন্যা পূষা ও অগ্নির উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিয়াছেন। ঐ দুই দেব ইঁহাকে পিতৃকুল ও পতিকুল হইতে যেন বিয়োজিত না করেন।" পরে পুনরায় অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া "ওঁকন্যলা পিতৃভ্যঃ ইত্যাদি" মন্ত্র পাঠ করিয়া অবশিষ্ট খই সমস্ত অগ্নিতে আহুতি দিবে। ঐ আহুতি দিবার সময় বলিবে "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা"—অর্থাৎ এই বিবাহ ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হউক এই আশয়ে এই আহুতি দিলাম।

---

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখ। † এই পাতায় দেখ।

ঙ। সপ্তপদী—সাতটী মণ্ডল আঁকিয়া রাখিতে হইবে। কন্যা প্রথমে প্রথম মণ্ডলটীতে দক্ষিণ পাদনিক্ষেপ করিবেন, পরে দ্বিতীয়টীতে বাম, তৃতীয়টীতে দক্ষিণ এইরূপে পাদ নিক্ষেপ করিয়া করিয়া চলিবেন। পাদনিক্ষেপের পূর্ব্বে বর কন্যাকে বলিবেন—"মা বামপাদেন দক্ষিণং পাদং আক্রাম"—অর্থাৎ "দেখিও বাম পদের সঙ্গে যেন দক্ষিণ পাদ সংলগ্ন না হয়।" পরে কন্যা প্রথম মণ্ডলটীতে পাদ নিক্ষেপ করিলে বর বলিবেন "ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু"—অর্থাৎ "এই প্রথম পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমার যাবদীয় অভিলাষ পূর্ণ করুন।" দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপে বর বলিবেন—"ওঁ দ্বেউর্জ্জে (বলায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু") অর্থাৎ "এই দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে সপরিবারে বলশালিনী করুন।" তৃতীয় পাদনিক্ষেপে বর বলিবেন—"ওঁ ত্রীণি-ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু"—অর্থাৎ "এই তৃতীয় পাদনিক্ষেপ হেতু ব্রতাচরণশালী করুন।" চতুর্থের "ওঁ চত্বারি মায়াভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু"—অর্থাৎ "এই চতুর্থ পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে উৎকৃষ্ট বন্ধু প্রদান করুন।" পঞ্চমে বর বলিবেন—"ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু" অর্থাৎ "এই পঞ্চম পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে পশুশালিনী বা পশুস্বামিনী করুন।" ষষ্ঠে বর বলিবেন "ওঁ ষড়্রয়ং প্রোষায় (ধনপ্রাপ্তয়ে) বিষ্ণুস্ত্বানয়তু"—অর্থাৎ "এই ষষ্ঠ পাদ-নিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে ধনশালিনী করুন।" সপ্তমে বর বলিবেন—"ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যোঃ (ঋত্বিক্ প্রাপ্তয়ে) বিষ্ণুস্ত্বানয়তু"—অর্থাৎ "এই সপ্তম পাদবিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে উৎকৃষ্ট

ঋত্বিক্ প্রদান করুন।" তৎপরে কন্যাকে বর বলিবেন—'ওঁ, সখা সপ্তপদী ভব। সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মাযোষাঃ; সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ'—অর্থাৎ "হে কন্যে! তুমি আমার সখা হও, তুমি আমার সহচারিণী হও। আমাকে তোমার সখা কর। অন্য রমণী কর্তৃক যেন আমাদের সখ্য বিনষ্ট না হয়। সুলক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীগণেরই সহিত তোমার বন্ধুত্ব হউক।" তৎপরে জামাতা বিবাহসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"ওঁ সুমঙ্গলী (পরিণীতা) ইয়ং বধূঃ ইমাং সমেত (সমাগচ্ছত) পশ্যত, সৌভাগ্যং অস্যৈ দত্বা যাথ অস্তং গৃহং বিচারেতন (মা বিপ্রিয়া ভবথ)"—এই বধূ পরিণীতা হইয়াছেন। আপনারা আসুন; আসিয়া ইঁহাকে দেখুন। ইঁহাকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া (অর্থাৎ ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া) আপনারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করুন। আপনারা ইঁহার প্রতি বিরূপ হইবেন না।" পরে জামাতাকে স্নান করাইবে। স্নানকালে জামাতা বলিবেন "ওঁ সমঞ্জন্তু (অকলুষী কুর্ব্বন্তু) বিশ্বেদেবাঃ সমাপো (তথা জলানি) হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা (তথা বায়ুঃ) সন্ধাতা (তথা প্রজাপতি) সমুদ্রেষ্ট্রী (তথা উপদ্রষ্টা দেবতা অর্থাৎ মহেশ্বর) দধাতু (একী করোতু) নৌ।"—"বিশ্বদেবগণ, জল, বায়ু, প্রজাপতি এবং উপদ্রষ্টা দেবতা (মহেশ্বর) আমাদের হৃদয়ের পাপ প্রক্ষালন করুন এবং আমাদের দুইটী হৃদয়কে এক করুন।" পরে ঐ মন্ত্র বলিয়া বধূকেও স্নান করাইবে।

৮। পাণিগ্রহণ—পরে জামাতা দক্ষিণ হস্তের নীচে বাম হস্ত

রাখিয়া ও ঐ দক্ষিণ হস্তের চারিটী অঙ্গুলীদ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—

১। "ওঁ গৃভ্ণামি (গৃহ্লামি) তে সৌভগত্বায় (সৌভাগ্যোৎপাদনায়) হস্তং। ময়া পত্যা জরদষ্টি (জরান্তং) যথা (যাবৎ) আসঃ (ভবসি)। ভাগঃ, অর্য্যমা, সবিতা, পুরন্ধ্, মহ্যং ত্বা অদুঃ গার্হপত্যায় দেবাঃ"—অর্থাৎ "তোমার ও আমার সৌভাগ্য সম্পাদন করিবার জন্য আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার সহিত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অবস্থান কর। ভগ, (আদিত্য বিশেষ) অর্য্যমা (আদিত্য বিশেষ), সূর্য্য ও পুরন্ধ্রী (গৃহদেবতা) অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবার জন্য তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

২। "ওঁ অঘোর চক্ষুঃ (অক্রূরদৃষ্টিঃ) অপতিঘ্নী এধি (ভব)। শিবা (সুখবহা) পশুভ্যঃ (পশূনাং)। সুমনাঃ (প্রসন্নমানসা) সুবর্চ্চা (তেজস্বিনী) বীরসূঃ (সৎপুত্রপ্রসবিনী) জীবসূঃ (জীবদপত্যা) দেবকামা (পঞ্চযজ্ঞাভিরতা) স্যোনা (সুখকারিণী) শং নো ভব দ্বিপদেশং (কল্যাণকারিণী চতুষ্পদে (গবাদিষু)"—অর্থাৎ "হে কন্যে! তোমার দৃষ্টিতে যেন কাহারও অমঙ্গল না হয়; তুমি যেন পতিঘাতিনী না হও। তুমি পশুদিগের সুখকারিণী হও। তুমি হৃষ্টচিত্তা তেজস্বিনী, সুপুত্রপ্রসবিনী, জীবিতপুত্র শালিনী, পঞ্চযজ্ঞানুরক্তা, সুখকারিণী হও। তুমি আমাদের দ্বিপদ (পক্ষী) ও চতুষ্পদ (পশুগণের) মঙ্গলবিধায়িনী হও।"

৩। "ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিঃ আজরসায়

সমনক্তু (প্রকটীকরোতু) অর্য্যমা (তান্)। ত্বা অদুঃ মঙ্গলীঃ (মঙ্গলদেবতাঃ) পতিলোকমাবিশ। শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে" —অর্থাৎ "প্রজাপতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমাদের সন্তানোৎপাদন করান। অর্যমা ঐ সন্তানদিগকে সদ্‌গুণশালী করুন। তোমাকে মঙ্গলময় দেবতাগণ আমাকে দিয়াছেন। তুমি পতিলোকে প্রবেশ কর। আমাদিগের দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের সুখকারিণী হও।

৪। "ওঁ ইমা ত্বং ইন্দ্র ঈঢ্ব সুপুত্রাং সুভগাং কৃষি। দশ অস্যাং পুত্রান্ আধেহি। পতিং একাদশং কুরু।"—অর্থাৎ "হে ইন্দ্র! তুমি জলসেক দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল বিধান ও তাহাতে বীজোৎপাদন করিয়া থাক। তুমি ইঁহাকে সুপুত্রশালিনী ও পতির প্রিয়া কর! তুমি ইঁহাতে দশটী পুত্র জন্মাও। ইঁহার পতি যেন ইঁহার একাদশ পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করুন।

৫। "ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব সম্রাজ্ঞা শ্বশ্র্বাং ভব ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু"—অর্থাৎ "হে কন্যে! তুমি শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের সর্ব্বপ্রধান প্রিয়-পাত্র হও। তাঁহারা তোমাকে রাণীর ন্যায় যত্নে ও আদরে রাখুন।"

৬। "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু; মমচিত্তং অনুচিত্তং তে অস্তু; মমবাচং একমনা জুষস্ব (সেবস্ব)। বৃহস্পতি স্ত্বা নিযুনক্তু (নিতরাং যোজয়তু) মহ্যং।"—অর্থাৎ "হে কন্যে! আমার কার্য্যে তোমার মন থাকুক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুসরণ করুক (অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের ঐক্য হউক), অনন্তচিত্তে আমার আজ্ঞা পালন কর। বৃহস্পতি তোমাকে আমার পদানুবর্ত্তিনী করুন।"

পরে ভূঃ স্বাহা ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা বলিয়া তিনটী আহুতি দিয়া শেষে ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিয়া আর একটী আহুতি দিবে। পরে শাট্যায়ন হোম ও বামদেব্যগানাদি সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

ছ। উত্তর বিবাহ—এই বিবাহ বর নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া করিবেন। যদি নিজগৃহ বহুদূরস্থ হয়, তাহা হইলে কন্যার বাপের বাড়ীর কোন এক সুব্রাহ্মণের গৃহে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। প্রথমে অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, কুশণ্ডিকা ও বিরূপাক্ষ জপ করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে শুষ্ক লোহিতবর্ণ একখানি গোচর্ম্ম "লোমপৃষ্ঠ উপরিভাগে রাখিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বমানরূপে" আস্তৃত করিবে। উহার উপর কন্যা নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন। পরে নক্ষত্রদর্শন হইলে জামাতা ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা [illegible] চারিটী আহুতি দিয়া, নিম্নলিখিত ছয়[illegible] পাঠ করিয়া, ছয় বার আহুতি দিবেন।

১। "ও[illegible]সন্ধিষু (হস্তরেখানাং মিলনস্থানেষু), পক্ষ্মসু, আবর্ত্তেষু, চ যা[illegible]লক্ষণানি) তে তানিতে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা"—অর্থাৎ "তোমার করের রেখাসমূহে, তোমার নেত্রলোমে, তোমার হৃদ্‌বিবরে যে সমস্ত কুলক্ষণ আছে তাহা প্রশমন করিবার জন্য আমি পূর্ণাহুতি দিতেছি।"

২। "ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকং (অলক্ষণং) ঈক্ষিতে (দর্শনে) রুদিতে (অশ্রুবিমোচনে) চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা"—অর্থাৎ "তোমার কেশে, দর্শনে, রোদনে যে সমস্ত অলক্ষণ আছে তাহা প্রশমন করিবার জন্য আমি পূর্ণাহুতি দিতেছি।

৩। "ওঁ শীলে (বৃত্তে যাচ্চ) পাপকং ভাষিতে (বাক্যে) হসিতে (হাস্তে) চ যৎ তানি তে পূর্ণ হুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা"—"তোমার আচরণ, বাক্য, হাস্য প্রভৃতিতে যে সমস্ত অলক্ষণ আছে তাহা প্রমশন করিবার জন্য পূর্ণাহুতি দিতেছি।

৪। "ওঁ আরোকেষু (দন্তান্তরেষু) চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ তানি তে পূর্ণ হুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামাহং স্বাহা"—অর্থাৎ "তোমার দন্তান্তরে (অর্থাৎ দুই দন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানে), দন্তে, হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে যে সমস্ত অলক্ষণ আছে তাহা প্রশমন করিবার জন্য আমি পূর্ণাহুতি দিতেছি।"

৫। "ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা"—অর্থাৎ "তোমার উরুদ্বয়ে, উপস্থে, জঙ্ঘাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে, যে কিছু অলক্ষণ আছে তৎসমস্ত প্রশমন করিবার জন্য আমি পূর্ণাহুতি দিতেছি।"

৬। "ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভান্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং"—অর্থাৎ "হে কন্যে! তোমার সর্ব্বাঙ্গে যে সমস্ত অমঙ্গলের চিহ্ন আছে তত্তাবৎ প্রশমন করিবার জন্য আমি ঘৃতের পূর্ণাহুতি দিতেছি।"

প্রত্যেক আহুতিতেই কিছু কিছু ঘৃতধারা কন্যার মস্তকে ঢালিয়া দিবে। পরে বরবধূ উঠিয়া বাহিরে যাইবেন এবং বর কন্যাকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া ধ্রুবতারা দেখাইবেন। কন্যা বরের কথামত বলিবেন—"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবমহং পতিকুলে ভূয়াসং। শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণোহমুকী অহং।"—অর্থাৎ "হে ধ্রুব! তুমি

অচল। আমি যেন পতিকুলে অচলা হইয়া থাকি। আমি অমুক দেবশর্ম্মার পত্নী, আমার নাম অমুক।" এই বলিয়া বধূ নিজের ও নিজপতির নামগ্রহণ করিবেন। পরে বর বধূকে অরুন্ধতী দর্শন করাইবেন এবং তাঁহাকে বলিতে বলিবেন :—"ওঁ অরুন্ধতি! অবরুদ্ধা (পতিবশগা, ত্বমিব) অস্মি।"—অর্থাৎ "হে অরুন্ধতি! তুমি যেমন কায়মনোবাক্যে তোমার পতির বশবর্ত্তিনী হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ হই।" পরে বর বধূর দিকে দৃষ্টি করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে—"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবং বিশ্বং ইদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং" —অর্থাৎ "এই আকাশ স্থির, এই পৃথিবী স্থির, চরাচর সমস্ত জগৎ স্থির, পর্ব্বত সমস্ত স্থির। এতৎ সমস্তের ন্যায় এই কন্যাও পতিকুলে স্থিরা হউন।" তৎপরে বধূ বলিবেন—"অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকাভিধানা অহং ভোঃ অভিবাদয়ে।"—অর্থাৎ "অমুকগোত্রের (এস্থলে পতির গোত্র দ্বারা বধূ নিজ পরিচয় দিবেন) অমুক নাম্নী আমি আপনাকে অভিবাদন (সাদর সম্ভাষণ) করিতেছি।" বর বলিবেন—"আয়ুষ্মতি ভব সৌম্যে"—অর্থাৎ 'হে সৌম্যে তুমি দীর্ঘজীবিনী হও।" পরে স্নান করিয়া বর পুনরায় শাট্যায়ন হোম ও বামদেব্যগানাদি করিবেন। পরে বর হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া নিজের জন্য অন্ন পরিবেশন করিবেন।

১। "ওঁ অন্নপাশেন (অন্নরূপ বন্ধনেন) মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা (সূক্ষ্মেণ) সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে"—অর্থাৎ "হে

কন্যে! অন্ন মণিস্বরূপ *; অন্নই সূক্ষ্ম প্রাণসূত্রস্বরূপ †; অন্নের বন্ধন চিরস্থায়ী ‡; এই অন্নদ্বারা আমি তোমার মন ও বুদ্ধি বন্ধন করিলাম। অর্থাৎ তুমি আমার অন্ন ভক্ষণ কর; তাহা হইলেই আমাদের বন্ধন অচল ও অটল হইবে।"

২। "ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"—"তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক। অর্থাৎ তোমার ও আমার হৃদয় এক হইয়া যাউক। আমরা অভিন্নহৃদয় হই।"

৩। "ওঁ অন্নং প্রাণস্য পংক্তিশঃ (বন্ধনং) তেন বধ্নামি ত্বা অসৌ স্বাহা"—অর্থাৎ "অন্নই প্রাণের বন্ধন। ঐ বন্ধন দ্বারা তোমাকে বাঁধিলাম। হে বধু! তুমি দেবতাস্বরূপ, এই অন্ন তোমার তৃপ্তিসাধক হউক।"

পরে কিছু অন্ন ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট অন্ন বধুকে প্রদান করিবে। বিবাহের পর তিন দিন বরকন্যা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবেন এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন ও অন্যান্য ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। পরে চতুর্থ দিনে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূকে রথে আরোহণ করাইয়া স্বগৃহে আনয়ন করিবেন। "ওঁ সুকিংশুকং (শোভন পলাশপুষ্পাভং) শাল্মলিং (শাল্মলিমিব সুরক্তং) বিশ্বরূপং (নানাবর্ণং) সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং

---

* অর্থাৎ অন্ন মহামূল্য পদার্থ। † অর্থাৎ অন্নই প্রাণরক্ষার প্রধান হেতু।

‡ অর্থাৎ যাহার সহিত আমরা অন্ন ভক্ষণ করি তাহার সহিত আমাদের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় না।

সুচক্রং আরোহ সূর্য্যে (বধু!) অমৃতস্য নাভিং (উৎপত্তিস্থানং) শ্যোনং (সুক্ষং) পত্যে বহন্তং (যান্তং রথং) কৃণুষ।"—অর্থাৎ "এই গম্যমান রথ সূর্য্যের রথের ন্যায়। সূর্য্যের রথ পলাশ পুষ্প ও শাল্মলি (শিমুল) পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। সূর্য্যের রথ নানাবিধ চিত্র দ্বারা শোভিত। উহা স্বর্ণবর্ণ, সুনির্ম্মিত, সুচক্র ও সর্ব্বসুখের উৎপাদক। এই পথ তোমাকে পুত্র পৌত্র, পশু, ধন ধান্য প্রভৃতি সুখের অধিকারিণী করুন। হে কন্যে তুমি স্বামীকে সুখী কর। পরে পথে বাহির হইয়া বর পথকে উদ্দেশ করিয়া বলিবেন, "ওঁ" মাবিদন্ (জানন্তু) পরিপন্থিনঃ (চৌরাঃ) যে আসীদন্তি (অবরুন্ধন্তি) দম্পতী। সুগেভিঃ (সুগমৈঃ) (মার্গৈঃ) দুর্গং (দুর্গমং স্থানং) অতীতং। অপযান্তু অরাতাঃ (অন্যে শত্রবঃ)"—অর্থাৎ "হে পথ! গৃহে যাইতেছেন যে এই বরকন্যা ইঁহাদিগকে পথে যেন চোরগণ জানিতে না পারে [চোরেরা যেন ইঁহাদের সন্ধান না পায়] এবং চোরেরা যেন ইঁহাদিগকে পথে না আটকায়। ইঁহারা যেন দুর্গম প্রদেশেও সুগম পথ প্রাপ্ত হন। ইঁহারা যেন শীঘ্র শীঘ্র পথ অতিবাহিত করেন। অন্য অন্য শত্রুগণ ইঁহাদের গন্তব্য পথ হইতে দূরে গমন করুক।'

পরে গৃহে উপস্থিত হইলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া বরবধূ গৃহে প্রবেশ করিবে। পরে একখানি রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপর সধবা ব্রাহ্মণকন্যা বধূকে উপবেশন করাইবে। তৎকালে বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। "ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বং, ইহাশ্বাঃ, ইহো পুরুষাঃ, ইহো সহস্র দক্ষিণোঽপি পূষা নিষীদতু"—

"এই গৃহে গাভীগণ বৎস প্রসব করুক; অশ্বীগণও বৎস প্রসব করুক; পুরুষদিগেরও সন্তান সন্ততি হউক; যে পূষার প্রসাদে লোকে যজ্ঞকালে সহস্র গো দক্ষিণা দিতে সমর্থ হয়, সেই পূষা এই গৃহে বাস করুন।" পরে বধূর ক্রোড়ে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণীগণ একটী ব্রাহ্মণকুমারকে উপবেশন করাইবেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণকুমারের হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্ট ফলমূল প্রদান করিবেন। পরে পতি পুনরায় অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন ইত্যাদি করিয়া ভূঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা ভূর্ভুবস্বঃ স্বাহা এইরূপ কয়েকটী আহুতি দিয়া নিম্নলিখিত আটটী মন্ত্র পাঠ করিয়া আটটী আহুতি দিবেন। যথা—১। ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা—"হে বধূ! এই গৃহে তুমি প্রসন্নচিত্তে বাস কর।" ২। ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা—"এই গৃহে তোমার আত্মীয়বর্গ সুখে থাকুক।" ৩। ওঁ ইহ রতি স্বাহা—"এই গৃহে তোমার রতি সুখ হউক।" ৪। ওঁ ইহ রমস্ব—"এই গৃহে ক্রীড়া কৌতুক করতঃ সুখে বাস কর।" ৫। ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা—"আমা দ্বারা তোমার মনের আহ্লাদ বর্দ্ধিত হউক।" ৬। ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা—"তোমার আত্মীয়বর্গ আমাতে প্রীতিলাভ করুন।" ৭। ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা—"আমাতে তোমার প্রীতি হউক।" ৮। ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা—"আমার সহিত তুমি ক্রীড়া কর।" পরে জামাতা বধূকে লইয়া উপস্থিত গুরুজনের নিকট যাইবেন এবং কন্যা তাহাদিগকে স্বগোত্র (পতিগোত্র) উচ্চারণ করিয়া নমস্কার ও অভিবাদনাদি করিবেন। পরে বর শাট্যায়ন হোম সম্পন্ন করিয়া ও বামদেব্য গান করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

ছ। চতুর্থী হোম। বিবাহের দিবস হইতে চতুর্থ দিবসে অগ্নি স্থাপন ব্রহ্মস্থাপন ইত্যাদি করিয়া বধূকে দক্ষিণ দিকে বসাইয়া বর নিম্নলিখিত কুড়িটী আহুতি দিবেন। যথা—

১। "ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে (দোষাণাং নিষ্কৃতি বিধানে) ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ (দোষস্য অপহন্তা) অসি ; ব্রাহ্মণঃ ত্বা নাথকাম) (যাচ্ঞাকামঃ) উপধাবামি। যা অস্যাঃ পাপী (অশুভসম্বন্ধিনী লক্ষ্মীঃ (শোভা) তাং অস্যা অপজহি (অপহর) স্বাহা!"—"হে অগ্নে! দেবতারা কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তকালে আপনিই ঐ দুষ্কর্ম্মের ক্ষালন করিয়া থাকেন। আমি ব্রাহ্মণ আপনার নিকট যাচ্ঞা করিবার আশায় উপস্থিত হইয়াছি! এই কন্যার শরীরে যে যে দুর্লক্ষণ আছে তাহা আপনি দূর করুন।"

২। "ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং" (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়)—"হে বায়ো! দেবতারা (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়।)"

৩। "ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তেত্বং" (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়)" —"হে চন্দ্র দেবতারা (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়)।

৪। "ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে" (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়) —"হে সূর্য্য দেবতারা...(অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়)।"

৫। "ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃস্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাসাং পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপহত স্বাহা"—"হে অগ্নি বায়ু চন্দ্র ও সূর্য্য আপনারা ইত্যাদি (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়)"—

৬। "ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি

ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনু স্তা অপজহি স্বাহা”—(অর্থ—১ম শ্লোকের ন্যায়)। কেবল শরীরে যে যে দুর্লক্ষণ আছে না বলিয়া বলিতে হইবে “শরীরে যে যে পতি-ঘাতিনীর চিহ্ন বা বৈধব্য চিহ্ন আছে।”

৭। “ওঁ বায়ো” (অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ শ্লোকের ন্যায়) কেবল হে অগ্নে না হইয়া হে বায়ো হইবে।

৮। “ওঁ চন্দ্র” (অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ শ্লোকের ন্যায়) হে অগ্নে না হইয়া হে চন্দ্র হইবে।

৯। “ওঁ সূর্য্য—”(অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ শ্লোকের ন্যায়) হে অগ্নে না হইয়া হে সূর্য্য হইবে।

১০। “ওঁ অগ্নিবায়ূচন্দ্রসূর্য্যাঃ—(অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ট শ্লোকের ন্যায়)—কেবল সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি একবচনান্ত না হইয়া বহুবচনান্ত হইবে। (অর্থ ৬ষ্ঠ শ্লোকের ন্যায়।)

১১। “ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তেঃ ত্বং প্রায়শ্চিত্তি রসি। ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি। হাস্যাঃ অপুত্র্যা তনুস্তা মস্যা অপজহি স্বাহা”—(অর্থ ১ম শ্লোকের ন্যায়।) কেবল “শরীরে যে যে দুর্লক্ষণ আছে” এরূপ না হইয়া হইবে “শরীরে যে যে বন্ধ্যাত্ব চিহ্ন আছে।”

১২। “ওঁ বায়ো—” (অবশিষ্টাংশ ১১শ শ্লোকের ন্যায়)। কেবল হে অগ্নে না হইয়া হে বায়ো হইবে।

১৩। “ওঁ চন্দ্র—” (অবশিষ্টাংশ ১১শ শ্লোকের ন্যায়)। কেবল হে অগ্নে না হইয়া হে চন্দ্র হইবে।

১৪। "ওঁ সূর্য্য—" হে অগ্নে না হইয়া হে সূর্য্য হইবে। অবশিষ্ট ১১শ শ্লোকের ন্যায়।

১৫। "ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ"—(অর্থ ১১ শ শ্লোকের ন্যায়)। শুদ্ধ :অগ্নি সম্বোধন না করিয়া এই চারি দেবতাকেই সম্বোধন করিতে হইবে।

১৬। "ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তেঃ ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ অপসব্যা তনুঃ তামস্যা অপজহি স্বাহা"—অর্থ ১ম শ্লোকের ন্যায়। কেবল "শরীরে যে যে দুর্লক্ষণ আছে" এরূপ না হইয়া "শরীরে যে সমস্ত প্রতিকূল (স্বামীর প্রতিকূলতাসূচক) চিহ্ন আছে" বলিতে হইবে।

১৭। "ওঁ বায়ো"—অবশিষ্ট ১৬ শ শ্লোকের ন্যায়। কেবল ইহা বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে।

১৮। "ওঁ চন্দ্র"—অবশিষ্ট ১৬শ শ্লোকের ন্যায়। কেবল ইহা চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে।

১৯। "ওঁ সূর্য্য"—অবশিষ্ট ১৬শ শ্লোকের ন্যায় কেবল ইহা সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে।

২০। "ওঁ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্যাঃ"—অবশিষ্ট ১৬শ শ্লোকের ন্যায়। কেবল ইহা অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য এই চারি দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। সংস্কৃত শ্লোকে এক বচনান্ত সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি বহুবচনান্ত হইবে।

এইরূপে কুড়িটী আহুতি দেওয়া হইলে শ্রুবলগ্ন ঘৃতের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া সেই জলে বধূকে স্নান করাইবে এবং তাহাকে

নূতন কাপড় পরাইবে এবং তাঁহার কপালে সিন্দুর দিবে। পরে বর মহাব্যাহৃতিহোম, শাট্যায়নহোম প্রভৃতি উদীচ্য কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।*

---

* বিবাহের মন্ত্রগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সম্বন্ধে পরিশ্রম ও গবেষণার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তথাপি ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকার সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠকগণ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব।

১১শ অধ্যায়।

গর্ভাধান ও দারোপগমন বিধি।

মাতৃত্ব নারীজীবনের প্রধান ও চরম লক্ষ্য। রমণীগণের প্রধান গৌরব এই যে তাঁহারা আমাদের মাতা। "Woman is the mother of man—নারী পুরুষদিগের মাতা।" গর্ভধারণ ও অপত্য প্রতিপালন এই দুই কার্য্য অপেক্ষা মহৎ বা পবিত্র কার্য্য নারীজীবনে সম্ভাবিত নহে। সৃষ্টিরক্ষা ও সমাজরক্ষার জন্য ঐ দুই কার্য্যের মহত্ত্ব, গৌরব ও অত্যাবশ্যকীয়তা সর্ব্ববাদি সম্মত।

রজোদর্শন মাতৃত্বের প্রথম লক্ষণ। রজোদর্শনের পরই বালিকাগণ হঠাৎ স্ত্রীত্বে পরিণত হন। ডাক্তার Quain বলেন—"When puberty is reached, the individual passes, as it were, in a bound, from childhood to womanhood. Quain. Dic. of Med. Vol. II, P. 55.—অর্থাৎ—"ঋতুর পরেই রমণী একেবারে বালিকা অবস্থা হইতে রমণী অবস্থাতে উপনীত হন।" এই সময়েই জননেন্দ্রিয় বর্দ্ধিত হয়, এবং জরায়ু, গর্ভকোষ, স্তন প্রভৃতি স্ব স্ব আকার ধারণ করে। এই সময়েই বালিকার রূপশোভার আতিশয্য উপস্থিত হয় এবং যৌবনসুলভ হাব ভাব শালীনতা প্রভৃতি ঐ সময়েই বালিকার হৃদয়মন্দির অধিকার করে। পুষ্পেও ঐরূপে যথাকালে কোমলতা, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ, মধু প্রভৃতি সঞ্চারিত হয়। এবং পুষ্পের রজঃ

আবির্ভাব দেখিয়াই বোধ নয় নারীগণের এই অবস্থাকে রজোদর্শন বা পুষ্পোৎসব বলা যায়।

প্রথম রজোদর্শনের নির্দ্দিষ্ট বা অবধারিত কাল নাই। দেশ-ভেদে ও অবস্থাভেদে এই কালের তারতম্য লক্ষিত হয়। ডাক্তারেরা বলেন—"This epoch occurs earlier in warmer countries, sanguine temperaments, and highly cultivated and luxurious states of society; it is retarded by the opposite conditions,—Quain. D. M. Vol. II, P. 550 অর্থাৎ—"গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই অবস্থা শীঘ্রই উপস্থিত হয়। যাহাদের চিত্তের প্রফুল্লতা অত্যধিক, যাহারা সুসভ্য ও যাহারা বিলাসী তাহাদের মধ্যে এই অবস্থা শীঘ্রই উপস্থিত হয়। যেখানে পূর্ব্বোক্ত কারণের অভাব থাকে সেখানে এ অবস্থা বিলম্বে ঘটে।" ইংলণ্ডে বালিকারা ১৩ ও ১৫ বৎসর মধ্যে ঋতুমতী হন। কোন কোন বালিকা ইংলণ্ডে দশবৎসর বয়সেই ঋতুমতী হন, এরূপও লিখিত আছে। নিজের বা নিজ বংশের পীড়াদি থাকিলে রমণীগণ ১৪ বৎসরের পর ঋতুমতী হয়। কিন্তু সচরাচর ইংলণ্ডে রমণীর ঋতুকাল ১৩ হইতে ১৫র মধ্যে। আমাদের শাস্ত্রে এই অবস্থার কাল দ্বাদশ বর্ষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমান মসৃক পুনঃ। জরাপক শরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং॥ সুশ্রুত—অর্থাৎ এই রজঃ দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় আবির্ভূত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। পরে

যখন শরীর জরা দ্বারা জর্জ্জরিত হয় তখন এই রজঃ তিরোহিত হয়।

রজোদর্শনের সময় রমণীগণের নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি ও ব্যতিক্রম জন্মে। 'The process of menstruation is invariably productive of more or less general constitutional disturbance and mental irritation. D. M. Vol. II. P. 551." প্রথম রজোদর্শনের পর এই ব্যতিক্রম বা বিকৃতির অতীব প্রাবল্য লক্ষিত হয়। এবং এই সময়ে বালিকাগণের শরীরে নানাপ্রকার পীড়ারও সূত্রপাত হয়। সুতরাং এই সময়ে বিশেষ সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক। রজস্বলা স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বিস্তৃত বিধান আছে। আমরা প্রথমে কয়েকটী গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিধির উল্লেখ করিতেছি :—যথা।

"ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ—প্রভৃতি, ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্ন—অঞ্জন—অশ্রুপাত—অনুলেপন—অভ্যঙ্গ—নখচ্ছেদন—প্রধাবন—হসন—কথন—অতিশব্দশ্রবণ—অবলেখন—অনিলায়াসান্ পরিহরেৎ। কিং কারণং? দিবাস্বপন্ত্যাঃ স্বাপশীলাঃ অঞ্জনাৎ অন্ধঃ; রোদনাৎ বিকৃতদৃষ্টিঃ; স্নানানুলেপনাৎ দুঃখশীলঃ; তৈলাভ্যঙ্গাৎ কুষ্ঠী; নখাপকর্ত্তনাৎ কুনখী; প্রধাবনাৎ চঞ্চলঃ; হসনাৎ শ্যাবদন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বঃ; প্রলাপী চাতিকথনাৎ; অতিশব্দশ্রবণাৎ বধিরঃ; অবলেখনাৎ খলতিঃ, মারুতায়াসসেবনাৎ উন্মত্তো গর্ভো ভবতি ইতি এবং তান্ পরিহরেৎ। দর্ভসংস্তরণশায়িন করতলশরাবপর্ণান্যতমভোজিনীং হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ।...তত্র প্রথম-

দিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুনগমনং অনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি। যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ স প্রসবমানো বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েঽপি এবং অসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্ব্বা। চতুর্থেতু সম্পূর্ণাঙ্গো দীর্ঘায়ুশ্চ ভবতি। নচ প্রবর্ত্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং গুণকরং ভবতীতি। নদ্যাং প্রতিস্রোতপ্লাবিদ্রব্যং প্রক্ষিপ্তং প্রতিনিবর্ত্ততে নোর্দ্ধং গচ্ছতি তদ্বদেব দ্রষ্টব্যং। তস্মাৎ নিয়মবতীং ত্রিরাত্রং পরিহরেৎ।" সুশ্রুত —শারীর স্থান ২য় অধ্যায়। অর্থাৎ—"ঋতুর প্রথম দিবস হইতে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তিনি—দিবানিদ্রা, কজ্জলা-লেপন, রোদন, চন্দন বা অন্যগন্ধদ্রব্য বিলেপন, তৈলম্রক্ষণ, নখ-কর্ত্তন, দৌড়াদৌড়ি, অতিহাস্য বাচালতা, অতিশব্দ শ্রবণ, মস্তকাদি কণ্ডূয়ন ও বহু বায়ুসেবন ও অতি পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। যদি বলেন কেন? তাহার উত্তর এই—দিবানিদ্রায় সন্তান নিদ্রালু হয়, কজ্জলাদি লেপনে সন্তান অন্ধ হয়, রোদনে সন্তানের চক্ষুর বিকৃতি জন্মে; চন্দনাদি লেপনে সন্তান দুঃখী হয়; তৈল মাখিলে সন্তান কুষ্ঠরোগী হয়; নখ কাটিলে সন্তান কুনখী হয়; দৌড়াদৌড়ি করিলে সন্তান চঞ্চল হয়; অতি হাস্য করিলে সন্তানের দন্ততালু ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়; অতি কথনে সন্তান বহুভাষী ও প্রলাপভাষী হয় অতিশব্দ শ্রবণে মস্তক বধির হয়; মস্তক কণ্ডূয়নে সন্তানের মাথায় টাক পড়ে; এবং অতি বায়ু সেবনে সন্তান উন্মত্ত হয়। রজস্বলা তিন দিন যাবৎ কুশাসনে শয়ন করিবেন; করতলে অথবা মাটীর মাল্‌শায়, অথবা পাতায় হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবেন; এবং তিন দিন যাবৎ তাঁহাকে পতি হইতে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ পতিকে তাঁহার

নিকট আসিতে দিবে না। ঋতুর প্রথম দিবসে স্ত্রীসহবাস করিলে স্বামীর আয়ুর্হ্রাস হয়, এবং ঐ দিনে যে গর্ভ হয়, তাহাও প্রসবকালে বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিবসে স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভস্থ শিশু হয় প্রসবকালে নয় সূতিকাগৃহে বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসে স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভস্থ শিশু হয় প্রসবকালে বিনষ্ট হয়, নয় সূতিকাগৃহে বিনষ্ট হয়, নয় ঐ শিশু হীনাঙ্গ ও অল্পায়ু হয়। চতুর্থ দিবসে স্ত্রী-সহবাস করিলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘায়ুঃ হয়। কোন দ্রব্য নদী-স্রোতের বিপরীত দিকে প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা যেমন ফিরিয়া আসে এবং ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারে না, সেইরূপ ঋতুকালে রক্তের গতি বহির্মুখ থাকায় শুক্র জরায়ুর অভিমুখে উঠিতে পারে না। অতএব তৎকালে শুক্র ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে কোন উপকার হয় না। অতএব নারী তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন এবং স্বামিসহবাস করিবেন না।"

বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—"ত্রিরাত্রং রজস্বলা অশুচির্ভবতি। সা নাঞ্জ্যাৎ, ন অভ্যঞ্জ্যাৎ, নাপ্সু স্নায়াৎ, অধঃশয়ীত, দিবা ন স্বপাৎ নাগ্নিংস্পৃশেৎ, ন রজ্জুং প্রমৃজেৎ, ন দন্তান্ ধাবয়েৎ, ন মাংসং অশ্নীয়াৎ, ন গ্রহান্ নিরীক্ষেত, ন হসেৎ, ন কিঞ্চিদাচরেৎ।" অর্থাৎ "রজস্বলা হইলে নারী ত্রিরাত্র অশুচি থাকেন। তিনি কজ্জল ব্যবহার করিবেন না ; তৈল মাখিবেন না ; স্নান করিবেন না ; মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন, দিবানিদ্রা যাইবেন না, অগ্নি স্পর্শ করিবেন না ; রজ্জু প্রস্তুত করিবেন না ; দন্ত ধাবন করিবেন না ; মাংস ভক্ষণ করিবেন না ; গ্রহাদি নিরীক্ষণ করিবেন না ;

হাস্য করিবেন না; কোনরূপ গৃহকর্ম্মও করিবেন না।" মনু বলিয়াছেন—

"নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্ত্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ॥
রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যুপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞাতেজোবলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে॥
তাং বিবর্জ্জয়তস্তস্য রজসা সমভিপ্লুতাং।
প্রজ্ঞাতেজোবলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥ ৪। ৪০, ৪১, ৪২।

অর্থাৎ—"কামোন্মত্ত হইলেও ঋতুমতী স্ত্রীতে উপগত হইবে না। ঐ কালে স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস করিলে বুদ্ধি তেজ বল চক্ষু এবং আয়ুর নাশ হয়। ঋতুকালে যাঁহারা স্ত্রীসহবাস না করেন তাঁহাদের বুদ্ধি তেজ বল দর্শন শক্তি এবং আয়ু বর্দ্ধিত হয়।" লঘু অত্রিতে লিখিত আছে :—

"প্রথমেঽহনি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥"

অর্থাৎ—"ঋতুর প্রথমদিনে নারী চণ্ডালীর ন্যায়, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মহত্যা পাপদূষিতার ন্যায়, তৃতীয় দিনে রজকীর ন্যায় অপবিত্রা ও অস্পৃশ্যা থাকেন। চতুর্থ দিনে তিনি শুদ্ধি লাভ করেন।" ব্যাস বলিয়াছেন :—

রজোদর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ॥
একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা।
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃ পাণিপদ্ভিরচঞ্চলা॥

অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃন্ময়ভাজনে।
স্বপেদ্‌ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবং অহস্ত্রয়ং॥
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচেলং উদিতেরবৌ॥
বিলোক্য ভর্ত্তৃবদনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ।
রজোদর্শনতঃ যাঃ স্যুরাত্রয়ঃ ষোড়শার্ত্তবঃ॥
ততঃ পুংবীজং অক্লিষ্টং শুদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
চতস্রশ্চাদিমাঃ রাত্রীঃ পর্ব্ববচ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ—"রজোদর্শনের পর নারীগণ দোষযুক্তা থাকেন; এজন্য তাঁহারা ঐ সময়ে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন; রজোদর্শনের পর অবিলম্বে তিনি লজ্জিতার ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া বাস করিবেন। তিনি এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ও স্নানালঙ্কার বর্জ্জিত হইয়া দীনভাবে বাস করিবেন। তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া অধোমুখে থাকিবেন; তাঁহার চক্ষু, হস্ত, পাদ যেন চঞ্চল না হয়। তিনি রাত্রিতে কিঞ্চিৎ লবণ বিহীন অন্ন মাত্র মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করিবেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করিবেন ও এইরূপে সাবধানে তিন রাত্রি কাটাইবেন। চতুর্থদিনে সূর্য্যোদয়ে স্নান করিয়া তিনি স্বামীর মুখ দর্শন করিবেন ও তদ্দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সময়ে পুংবীজ ও ক্ষেত্র উভয়ই শুদ্ধ থাকে। সুতরাং ঐ কালই গর্ভাধানের পক্ষে প্রশস্ত। ঋতু হইলে প্রথম চারি দিন ও পর্ব্বদিনে (অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও চতুর্থী তিথি ও সংক্রান্তি দিনে) স্ত্রীসহবাস করিবে না।

এক্ষণে গর্ভাধান বিধি প্রদর্শিত হইতেছে। ঋতুমতী নারী চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তি বাচন করাইবেন। কিরূপে স্বস্তি বচন করাইতে হয় তাহা এই পুস্তকের বিবাহ প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে পতি সুবেশ ধারণ করিয়া ও চন্দনাদি চর্চ্চিত হইয়া সংকল্প করিবেন অর্থাৎ বলিবেন যে অদ্য অমুক মাস, অমুক পক্ষ, অমুক তিথিতে অমুক গোত্রের অমুক দেবশর্ম্মা আমি—অমুক গোত্রের অমুকী দেবীর গর্ভে সুপুত্রোৎপাদন কামনা করিয়া ও গণপতি ষষ্ঠী মার্কণ্ড প্রভৃতির পূজা করিয়া সূর্য্যদেবকে নয়টী অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। যথা

১। "ওঁ বিশ্বঘ্নো বিশ্বতঃ কর্ত্তা বিশ্বযোনি রজোনিজঃ।
নব পুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥"

অর্থাৎ—"হে সূর্য্য! তুমি বিশ্বনাশক, তুমি বিশ্বকর্ত্তা, তুমি বিশ্বস্রষ্টা ও অনাদি। এই নব পুষ্পোৎসবে আমি যে অর্ঘ্য দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর।"

২। "সম্পদাকৃতিরাকাশে ক্ষোভরূপী জগৎপ্রভো।
সাক্ষীত্বং সর্ব্বভূতানাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।"

অর্থাৎ—"হে সূর্য্য তুমি সর্ব্ব সম্পদের আকর। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় তুমিই আকাশে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া জগৎসৃষ্টি করিয়াছিলে। তুমি জগৎপ্রভু। তুমি সর্ব্ব জীবের পাপপুণ্যের সাক্ষী। তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

৩। "ময়া চ যৎ কৃতং কর্ম্ম সাম্প্রতং ফলহেতবে।
তিমিরঘ্ন মহাতেজা গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।"

"হে সূর্য্য তুমি অন্ধকার নাশক ও মহাশক্তিসম্পন্ন। আমি যে কর্ম্ম করিতেছি তাহাকে সফল বা ফলপ্রদ করিবার জন্য তুমি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

৪। "নব পুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং দদামি ভক্তিতৎপরঃ।
সম্পদাং হেতুঃ কর্ত্তাচ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।"

অর্থাৎ—"হে সূর্য্য! এই সব পুষ্পোৎসবে আমি ভক্তি সহকারে তোমাকে অর্ঘ্য দিতেছি। তুমি সর্ব্ব সম্পদের হেতু ও আকর। তুমি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

৫। "নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকসাক্ষিন্ বিভাবসো!
পুত্রার্থী চ প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।"

"হে সূর্য্য! তুমি ভগবান্, তুমি লোকসাক্ষী, তুমি তেজোময়। আমি পুত্রকামনায় তোমার শরণ লইতেছি। আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

৬। "কমলাকান্ত দেবেশ সাক্ষী ত্বঞ্চ জগৎপতো।
ভক্তস্তব প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।"

"হে সূর্য্য! তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ইন্দ্র, তুমি লোকসাক্ষী, তুমি জগৎপতি। আমি তোমার ভক্ত ও শরণাগত। তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

৭। স্বর্গদীপ নমস্তেঽস্তু নমস্তেবিশ্বতাপন।
নব পুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥"

"হে সূর্য্য তুমি স্বর্গের প্রদীপস্বরূপ। বিশ্বস্থ যাবতীয় উত্তাপের

তুমিই হেতু। তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। এই নব-পুষ্পোৎসবে তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

৮। "নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুখমোক্ষপ্রদায়ক।
ছায়াপতে জগৎস্বামিন্ স্বর্গদীপ নমোঽস্তুতে॥"

"হে পদ্মিনীকান্ত! তুমি সুখদাতা, তুমি মোক্ষদাতা। ছায়া তোমার স্ত্রী। তুমি জগৎপতি ও স্বর্গদীপ; তোমাকে প্রণাম।"

৯। "বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্ধুশ্চ বিশ্বেশো বিশ্বলোচন।
নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥"

"হে সূর্য্য! তুমি বিশ্বের আত্মাস্বরূপ; তুমি বিশ্বের পরম উপকারক; তুমি বিশ্বের প্রভু; তুমি বিশ্বের চক্ষুস্বরূপ। অদ্য এই নবপুষ্পোৎসবে তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

পরে বধুর স্কন্ধদেশ হইতে হস্ত বাড়াইয়া বধূর যোনিদেশ স্পর্শ করিয়া বর নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া জপ করিবেন, যথা।

১। "ওঁ বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু (প্রসবসমর্থাং করোতু) ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু (প্রকাশয়তু)। আসিঞ্চতু (যাবন্মাত্রেণ বীজেন গর্ভোভবতি তাবন্মাত্রমেব প্রক্ষেপয়তু) প্রজাপতি ধাতা গর্ভং দধাতু (পুত্রার্থং ধারয়তু) তে" অর্থাৎ—"বিষ্ণু তোমার জননে-ন্দ্রিয়কে প্রসবক্ষম করুন। ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশিত করুন। যে পরিমাণ শুক্রে তোমার গর্ভ হইতে পারে, কেবল সেই পরিমাণ শুক্র প্রজাপতি তোমাতে প্রবিষ্ট করাউন। এবং ধাতা (আদিত্য) তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান বিধান করুন।"

২। "ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি (অমাবস্যে) গর্ভং ধেহি

সরস্বতি। গর্ভংতে অশ্বিনৌদেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ”—অর্থাৎ—“হে অমাবস্যে আপনি ইহার বন্ধ্যাত্ব দূর করুন। হে সরস্বতী, হে পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদের প্রসাদে ইঁহার গর্ভ হউক”। পরে বর, বধূর নাভিদেশ সুবর্ণ স্পর্শ করাইয়া বলিবেন।

“ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী”—“হে সকলকল্যাণবিশিষ্টে! তোমার গর্ভে যেন কোন বিঘ্ন না হয়। তুমি জীবিত বৎস (সন্তান) প্রসব কর। এবং ঐ সন্তান বর্দ্ধিত হইয়া সাধু হউক ও বংশের মুখোজ্জ্বল করুক। পরে বধূর নাভিপদ্ম ধারণ করিয়া বর জপ করিবেন—

“ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে”—“হে বধূ! তুমি ব্রতপরায়ণা হও। এবং দীর্ঘায়ু ও বংশের মুখোজ্জ্বলকর পুত্র প্রসব কর।”

পরে পত্নী পঞ্চগব্য (অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) পান করিবেন। পরে পতি যথাকালে পত্নীতে উপগত হইবেন।

এক্ষণে দারোপগমনের কালাকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতেছে। মনু বলিলেন—

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ।
... ...
তাসাং আদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ॥
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ ৩।৪৬।৪৭।৫০।

অর্থাৎ "স্ত্রীলোকদের ঋতু ষোড়শদিনব্যাপী। এই ষোড়শ দিনের মধ্যে প্রথম চারি দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিন এই ছয় দিন নিন্দনীয়। অবশিষ্ট দশ দিন প্রশস্ত। এই দশ দিনের মধ্যে পর্ব্ব দিন (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং সংক্রান্তি) বর্জ্জনীয়। তদ্ভিন্ন এই দশ দিনের মধ্যেও যে কোন আট দিন কেবল বাদ দিয়া অবশিষ্ট দুই দিনে মাত্র স্ত্রীসম্ভোগ করিবে। এইরূপ যিনি আচরণ করেন, তিনি গৃহস্থ বা বাণপ্রস্থ হইলেও ব্রহ্মচারী।"

বৃহৎ পরাশর বলেন—

"ঋতৌ গচ্ছেদ্ধর্ম্মপত্নীং বিনা পঞ্চসু পর্ব্বসু।
পুত্রার্থী চেত্তু যুগ্মাসু স্ত্রীকামো বিষমাসু চ॥

... ...

ন গচ্ছেৎ ক্রূরদিবসে মঘামূলাদ্বয়োরপি॥"

অর্থাৎ "ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে। কিন্তু পাঁচটী পর্ব্ব দিন বাদ দিবে। পুত্রার্থী হইলে যুগ্মদিনে (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ, ১৪শ ও ১৬শ দিনে) এবং কন্যার্থী হইলে অযুগ্ম দিনে (অর্থাৎ ৫ম, ৭ম, ৯ম, ও ১৫শ দিনে) স্ত্রীসহবাস করিবে। এই এই দিনের কোন দিনে মঘা বা মূলা নক্ষত্র থাকিলে, বা কোন পাপযোগ * থাকিলে, ঐ দিনটীও বাদ দিতে হইবে।"

বিষ্ণু বলেন—

"ন অষ্টমীচতুর্দ্দশীপঞ্চদশীষু স্ত্রিয়ং উপেয়াৎ"—অর্থাৎ পাঁচটী পর্ব্বদিনে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণি আদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
সুস্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্॥"

অর্থাৎ "ঋতুকাল ষোড়শদিনব্যাপী। এই ষোড়শ দিনের মধ্যে কেবল যুগ্মদিনে স্ত্রীসহবাস করিবে। ব্রহ্মচারীর ন্যায় সংযম শিক্ষা করিতে হইলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন ও পর্ব্ব দিন বর্জ্জনীয়। স্ত্রীও সংযম দ্বারা স্বীয় শরীরকে কৃশ করিবেন। মঘা ও মূলায় স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। চন্দ্র ও নক্ষত্র শুদ্ধ হইলে এক দিন মাত্র স্ত্রীসঙ্গ করিবে। এইরূপ আচরণ করিলে সুলক্ষণ পুত্র জন্মে।"

কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সংযম অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইল না। সংযম সম্বন্ধে আরও কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, যথা—

"ন শ্রাদ্ধ দিবসে চৈব, নোপবাসদিনে তথা।
নাশুচির্ম্মলিনো বাপি নচৈব মলিনাং তথা॥
ন ক্রুদ্ধাং ন চ ক্রুদ্ধঃ সন্ ন রোগী ন চ রোগিণীং।"

বৃহৎ পরাশর।

অর্থাৎ "শ্রাদ্ধদিনে, বা উপবাসদিনে, বা অশুচি অবস্থায়, বা মলিন অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিবে না। ক্রোধকালে বা রোগ হইলে বা পত্নী মলিনা, ক্রুদ্ধা বা রুগ্না থাকিলেও স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ।" বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"ন শ্রাদ্ধং ভুঙ্‌ক্ত্বা, ন শ্রাদ্ধং দত্ত্বা, নোপ নমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে ন স্নাত্বা

ন হুত্বা, ন ব্রতী, ন উপোষ্য, ন ভুক্ত্বা বা; ন দীক্ষিতঃ ন দেবায়তনশ্মশানশূন্যালয়েষু, ন বৃক্ষমূলেষু, ন দিবা, ন সন্ধ্যয়োঃ ন মলিনাং, ন মলিনঃ, ন অভ্যক্তাং, ন অভ্যক্তঃ, ন রোগার্ত্তাং, ন রোগার্ত্তঃ।"

অর্থাৎ "শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া, বা শ্রাদ্ধ করিয়া, বা শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, বা স্নান করিয়া উঠিয়াই, বা হোমান্তেই, বা ব্রত অবলম্বন করিয়া, বা উপবাস করিয়া, বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বা ভোজনান্তেই, স্ত্রীসহবাস করিবে না। দেবালয়ে, শ্মশানে, পোড়া ঘরে, বৃক্ষমূলে, দিবসে, প্রদোষে, প্রত্যুষে, স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। নিজে মলিন থাকিলে, বা তৈল মাখিয়া, বা রুগ্নদেহে, অথবা স্ত্রী মলিন বা তৈলাভ্যক্তা বা রুগ্না থাকিলে স্ত্রীসহবাস বর্জ্জনীয়।" অন্য অন্য শাস্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত বিধিসমূহ দৃষ্ট হইবে।

স্ত্রীসহবাসের কালসম্বন্ধে শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ মতভেদও দৃষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন "ঋতুকালাভিগামি স্যাৎ"। কিন্তু গৃহ্যসূত্র প্রণেতারা বলিয়াছেন "অত ঊর্দ্ধং অক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ অধঃশায়িনৌ স্যাতাং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং সম্বৎসরং বা" অর্থাৎ প্রথম ঋতুর পর "পতিপত্নী ক্ষারলবণ ভক্ষণ করিবেন না; তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন। এই ভাবে তাঁহারা ত্রিরাত্রি, দ্বাদশরাত্র বা সম্বৎসর কাটাইবেন।" মেধাতিথি বলিতেছেন—"সংবৎসরস্যান্তরা পতিতে ঋতৌ গমনং নাস্তি। এবং অস্মাৎ কালাদূর্দ্ধং অসতি ঋতৌ গমনং নাস্তি। ত্রিরাত্রাদিনাস্তু বিকল্পঃ অত্যন্তরাগপীড়িতয়োর্গমনং; ধৈর্য্যবতোস্তু ব্রহ্মচর্য্যং"। অর্থাৎ

"প্রথম ঋতু হইতে এক বৎসরের মধ্যে যতগুলি ঋতুকাল পড়িবে তাহাতে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। এক বৎসরের পরেও ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। ত্রিরাত্র, দ্বাদশ রাত্র ও সম্বৎসর এরূপ বিকল্প করিবার কারণ এই যে যদি পতি পত্নী অত্যন্ত কাম-পীড়িতা হন, তাহা হইলেই তাঁহারা ত্রিরাত্রের পর সহবাস করিতে পারেন। যাঁহারা ধীর, তাঁহারা সংযম অবলম্বন করিবেন।" ফলতঃ ব্রাহ্মবিবাহে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ততঃ এক বর্ষ কাল অপেক্ষা করা উচিত। উড়িষ্যাতে কন্যা ঋতুর পর একবৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকেন। এক বৎসরের পরেও শুভদিনের অছিলায় আরও অনেক দিন কাটিয়া যায়। পরে পত্নী পতিগৃহে আসেন। আমাদেরও ঐ শাস্ত্রীয় এবং কল্যাণকর প্রথার অনুসরণ করা উচিত।

কোন কোন শাস্ত্রকার এক বৎসরেরও অধিক কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। যথা—

"পুমান্ বিংশতি বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শ বর্ষয়া।
স্ত্রীয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধেরজস্যপি।
অপত্যং জায়তে শ্রেষ্ঠং তয়োর্ন্যূনেহধমং স্মৃতং।" ভুজবলভীম।

অর্থাৎ "যে রমণীর ঋতু হইয়া গর্ভাশয় শুদ্ধ হইয়াছে এবং যাহার পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে, যদি তাহার সহিত বিংশতি বয়স্ক পুরুষের সঙ্গম হয়, তবেই উহাতে সুপুত্র জন্মিতে পারে। যদি পতির বয়স কুড়ির কম হয় এবং যদি পত্নীর বয়স ষোলর কম হয়, তবে সুপুত্র না জন্মিয়া কুপুত্র জন্মিবে।"

সুশ্রুতেও লিখিত আছে—

"ঊনষোড়শবর্ষায়াং অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেৎ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

অর্থাৎ "যদি পুরুষ, পঁচিশের পূর্ব্বে, ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করেন, তবে সেই গর্ভ, হয়, প্রসবের পূর্ব্বেই, বিনষ্ট হইবে, নয় ঐ গর্ভে অল্পায়ু ও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সন্তান জন্মিবে। অতএব অত্যন্ত বালিকা পত্নীতে গর্ভোৎপাদন করিবে না।

বাভটেও লিখিত আছে—

"পূর্ণষোড়শবর্ষাতু পূর্ণ ত্রিংশেন সঙ্গতা।
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততো ন্যূনাব্দয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥"

"পূর্ণ ত্রিংশৎ বর্ষের পতি, পূর্ণ ষোড়শ বর্ষের পত্নীতে উপগত হইলে বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। কিন্তু যদি পতি বা পত্নীর বয়ঃক্রম যথাক্রমে ত্রিশ বা ষোলর কম হয়, তবে উহাদের সঙ্গমে হয় গর্ভ হইবে না, নয় ঐ গর্ভে রোগী, অল্পায়ু ও নিন্দিত পুত্র জন্মিবে।"

এই ত গেল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। পতি ও পত্নী পরিণতবয়স্ক না হইলে স্ত্রীসঙ্গ অবিধেয়। ঋতুকাল ব্যতীত অন্য কালে স্ত্রীসঙ্গ অবিধেয়। ঋতুকালের মধ্যেও দশ দিন মাত্র অথবা দুই দিন মাত্র স্ত্রীসঙ্গ প্রশস্ত। ঐ দশ বা দুই দিনের মধ্যেও পর্ব্ব দিন, ক্রূর দিন, মঘা, মূলা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। যাঁহারা পুত্রোৎপাদনার্থ স্ত্রীসঙ্গ

করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম। তবে যাঁহারা রতিকামনায় স্ত্রীসঙ্গ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের শাস্ত্রানুসারে সুপুত্রোৎপাদনই বিবাহ ও স্ত্রীসঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য : রতিসুখ বিবাহের অবান্তর ফল, উদ্দেশ্য নহে। বিধাতার নিয়মও এই। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীতেই মিলনের উদ্দেশ্য অপত্য বা ফলোৎপাদন। ফলোৎপাদনের কাল উপস্থিত হইলে, বৃক্ষের মুকুল ও মুকুলে রজঃপদার্থের সমুত্থান হয়, অন্য সময়ে হয় না। তির্য্যক্ জন্তুর মধ্যে কেবল অপত্যোৎপাদন কালেই পুং স্ত্রীর সঙ্গম হয়, অন্য সময়ে হয় না। এই ঈশ্বরনিয়মের অনুকরণ করিয়াই হিন্দুশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এখনও পতি ঋতুকালে একদিন মাত্র পত্নীতে উপগত হন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধে যাহাদের সংযম নাই, যাহারা শুক্র-ধারণে বিরত, তাহাদের শরীরে বা মনে বল থাকে না; নৈতিক সাহস, বীর্য্য শৌর্য্য তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে পরিমিতাচার যেরূপ প্রয়োজনীয়, স্ত্রীসঙ্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ। শুক্রই শরীরের সর্ব্বপ্রধান অংশ। যে ইহার রক্ষা না করে সে চিররুগ্ন হয়, তাহার পত্নীও চিররুগ্না হয়, এবং উহারা উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধে নরনারীর উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সকলে সংযম অভ্যাস করিত, এবং ঐ অভ্যাসের বলে তাহারা যাবজ্জীবন সুস্থদেহে ও সানন্দচিত্তে বাস করিত। তখন নারীগণ ভর্তৃবিরহে

উন্মত্তা বা স্খলিতকবরী, বা "নিঃশ্বসন্তী বিশালং" হইতেন না; পুরুষগণও পত্নী-প্রেমোল্লাসে দিশেহারা হইতেন না; অথবা "সেই মুখ খানি" "সেই মুখ খানি" করিয়া উদ্ভ্রান্ত প্রেমে প্রলাপ বকিতেন না। ফলতঃ যে প্রবৃত্তি শুক শারী, ময়ূর ময়ূরী, কুকুর কুকুরী, শূকর শূকরী প্রভৃতির মধ্যেও বিরাজমান, তাহার পরিচালনায় নরনারী আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন না। পূর্ব্বে কাহারও প্রশংসা করিতে হইলে লোকে বলিত "বাবুটি বেশ লোক—দেবভক্ত, দ্বিজভক্ত, অতিথিভক্ত, গুরুভক্ত, পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত, কুটুম্বপোষী" ইত্যাদি। এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের নভেলে পড়া যায় যে স্ত্রীভক্ত বা স্ত্রৈণ বলিলে বাবুরা বিশেষ প্রীত হন, এবং ভোজের আয়োজন করেন। কালস্য কুটিলা গতিঃ। যে কথা এক কালে নিন্দাসূচক, তাহাই অন্য সময়ে স্তুতিব্যঞ্জক। কিন্তু উদ্ভ্রান্ত প্রেম পড়িতে বা শুনিতে ভাল। যখন কুন্দনন্দিনী পুকুরে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র নগেন্দ্র করেন, তখন পড়িতে ভাল। কিন্তু উদ্ভ্রান্ত প্রেমের জ্বালায় সমাজকে বড়ই অস্থির ও বিব্রত হইতে হয়। ঘরে বাহিরে কোথাও কাহারও শান্তি থাকে না। আর সর্ব্বদা নায়ক নায়িকা সাজিয়া থাকিলে ঘরকন্না করাও চলে না। কিন্তু বিবাহ বা স্ত্রীসঙ্গকে যদি ধর্ম্মকর্ম্মের আনুষঙ্গিক মনে করা যায়, তাহা হইলে সংসারের অনেক বিষয়ে সুশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পত্নী ঘরকন্না করিবার অবসর পান এবং পতিও অন্য কথা ভাবিবার অবকাশ পান। হা হুতাশ না করিলে উদ্ভ্রান্ত প্রেমের শোভা বা পূর্ণত্ব হয় না। এ সংসারে, এ ভারতবর্ষে, এ বঙ্গদেশে,

হা হুতাশ করিবার অভাব কি ? ম্যালেরিয়া আছে, কলেরা আছে, বসন্ত আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, হাজা আছে, শুকা আছে, প্লেগ আছে, নালিশ আছে, মামলা আছে,—নাই কি ? তবে আর একটা উপসর্গ বাড়ান কেন ? প্রণয়টা দাবানল স্বরূপ। ইহা আপনাপনি জ্বলে। নাটক নভেলরূপ পবনসংযোগে এ অগ্নিকে আর উদ্দীপিত করিতে হয় না। উদ্ভ্রান্ত বা উচ্ছৃঙ্খল প্রেম অন্য অন্য সমাজেও অনেক দিন হইল চলিতেছে। ইহাতে কেহই বেশী সুখী হইতে পারেন নাই। কিছুকাল সংযত বা পরিমিত প্রণয় করিয়া দেখুন, কি অপরিমিত সুখলাভ হয় ? আপাতরমণীয় বিষের কুহকে পড়িয়া পরিণামসুন্দর অমৃত উপেক্ষা করিবেন না।

আর একটা কথা। ভূত সহজে ধরে, কিন্তু সহজে ছাড়ে না। আফিঙ্গের নেশাও ঐরূপ। সহজে ধরে, কিন্তু সহজে ছাড়ে না। উদ্ভ্রান্ত প্রেমের নেশাও ঐরূপ। এই নেশা একবার ধরিলে আর ছাড়ান যায় না। মনে করুন যৌবনে আপনি পত্নীকে ঐ নেশা ধরাইলেন। বয়সের ধর্ম্মে আপনার উদ্ভ্রান্ত প্রেমাগ্নি নিবিয়া আসিল ; কিন্তু তখনও আপনার পত্নীর বহ্নি নিবে নাই। সে সময়ের উপায় কি ? যদি ঘরে ঐ উদ্ভ্রান্ত প্রেমের আশা না মিটে, তবে উপায় কি ? অথবা আপনারই যদি না মিটে তবে উপায় কি ? আর যদি আপনার পত্নীকে বিধবা হইতে হয়, তখন তিনি এ উদ্ভ্রান্ত প্রেম কোথায় রাখিবেন ? এই সমস্ত ভাবিয়া, যৌবনেই সংযম শিক্ষা করুন। এবং নিজ পত্নীকেও ঐ সংযমে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করুন। আপনি যেরূপ শিখাইবেন, আপনার পত্নী

সেইরূপই শিখিবে। রঙ্গভঙ্গপূর্ণ নভেলের আমদানী বন্ধ করুন। নবরঙ্গময়ী কবিতায় অন্তঃপুর কলুষিত করিবেন না। গৃহিণীকে রামায়ণ, মহাভারত, কাশীখণ্ড, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ করিতে বলুন। তিনি লেখা পড়া না করেন তাও ভাল। কিন্তু যে সকল পুস্তকে পাপের মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, যে সকল পুস্তকপাঠে বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্ম্মনাশ হয়, তাহা যেন তিনি স্পর্শও করেন না। জানিবেন, আলেয়ার আলোক হইতে অমানিশার অন্ধকার ভাল। আর আপনিও "Close your Byron or Reynolds. And open your Goethe."

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য।

নব বিবাহিতা বধূ গৃহে আসিলে তাহাকে যথাযুক্ত স্নেহ আদর করা কর্ত্তব্য। সে যাহাতে ভবিষ্যতে সুগৃহিণী হইতে পারে, প্রথম হইতে তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং এই শিক্ষা মাতার হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত। মাতা ঐ বালিকা বধূকে নিজ কন্যা বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে লালন ও তাড়নাদির দ্বারা বশীভূত করিবেন। শিক্ষার গুণে সিংহ ব্যাঘ্র সর্পাদিও বশীভূত হয়। যদি বধূ বিগড়াইয়া যান, তবে সে দোষ বধূর নহে, বধূর শাশুড়ীর বা স্বামীর। কি প্রণালীতে বধূকে শিক্ষা দিতে হয়, এবং কি প্রণালীতে বধূ আদর্শ গৃহিণী ও গৃহলক্ষ্মী হইতে পারেন, শাস্ত্রে তাহার সবিস্তার ব্যবস্থা আছে। ঐ ব্যবস্থার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে :—

ভোজ্যালঙ্কারবাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বদা স্ত্রীয়ঃ।
যথা কিঞ্চিৎ ন শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃভিঃ॥
স্ত্রিয়শ্চ যত্র পূজ্যন্তে সর্ব্বদা ভূষণাদিভিঃ।
দেবাঃ পিতৃমনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি॥

স্ত্রিয়স্তুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাৎ রুষ্টাশ্চ দুষ্টদেবতাঃ।
বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টাঃ নাশয়ন্ত্যপমানিতাঃ॥
নাপমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ।
ভ্রাত্রা পিত্রা চ মাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ॥

অর্থাৎ "স্ত্রীদিগকে যথাযোগ্য অশন বসন অলঙ্কারাদি দ্বারা সর্ব্বদা পূজা করিবে। তাঁহারা যাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ পান এরূপ কার্য্য কদাচ করিবে না। যেখানে স্ত্রীগণ সর্ব্বদা অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হন, সেখানে দেবগণ, পিতৃগণ ও অতিথিগণ সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করেন। তুষ্টা স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উপকারিণী, রুষ্টা স্ত্রী দুষ্ট দেবতার ন্যায় অপকারিণী। তুষ্টা স্ত্রী কুলবর্দ্ধন করেন; স্ত্রী অবজ্ঞাতা হইলে কুলনাশ করেন। সাধু পতি, সাধু শ্বশুর বা সাধু দেবর কখনও স্ত্রীর অপমান করিবেন না। ভ্রাতা পিতা মাতা বন্ধু কাহারও স্ত্রীর অপমান করা উচিত নহে।"

শিক্ষার দুই অঙ্গ লালন ও তাড়ন। অতএব বধূকে লালন ও তাড়ন উভয়ই করিতে হয়।

শঙ্খ বলিয়াছেন :—

"লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রীশ্রীর্ভবতি নান্যথা॥"

অর্থাৎ "ভার্য্যাকে লালন ও তাড়ন উভয়ই করিতে হয়। যে স্ত্রী লালিতা ও তাড়িতা হয়, সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইতে পারে। লালন ও তাড়ন এতদুভয়ের অন্যতমের অভাব হইলে স্ত্রী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হইতে পারে না। লিখিত বলিয়াছেন—

"প্রাকাম্যে বর্ত্তমানা তু স্নেহান্নতু নিবারিতা।
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাৎ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতা॥"

অর্থাৎ "স্ত্রী যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করে এবং স্নেহবশতঃ যদি কেহ তাহাকে নিবারণ না করে, তবে পশ্চাতে আর তাহাকে বশ করা যায় না। ব্যাধি উপেক্ষিত হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।"

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈব পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পরিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥

অর্থাৎ "বংশের অশেষ কল্যাণকামনায় পিতা ভ্রাতা পতি-দেবর প্রভৃতি সকলে স্ত্রীদিগকে সম্মান করিবেন এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। স্ত্রীদিগকে শিল্পকার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা দিবেন; সংসারের সমস্ত ব্যয় পত্নী স্বহস্তে করিবেন। ভার্য্যা গৃহাদি পবিত্র ও পরিষ্কার রাখিবেন; যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের ইনি সহায়তা করিবেন; ইনি অন্নাদি পাক করিবেন। গৃহসজ্জার দ্রব্যাদির ইনিই রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" এইরূপে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ইনি সুচরিত্রা ও সুরক্ষিতা হইবেন।

মহাভারতেও লিখিত আছে :—

"যদি বৈ স্ত্রী ন রোচেত, পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসাং প্রজনো ন বিবর্দ্ধতে॥
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
পালিতা নিগৃহীতা চ শ্রীঃ স্ত্রীর্ভবতি ভারত॥"

অর্থাৎ "স্ত্রী নিজে সুখী না হইলে স্বামীকে সুখী করেন না। স্বামী সুখী না হইলে বংশবৃদ্ধি হয় না। ফলতঃ যেখানে স্ত্রীগণ পূজিতা না হন, সেখানে সকল কার্য্যই পণ্ড হয়। যথাযুক্তরূপে পালিত ও তাড়িত হইলে পত্নী লক্ষ্মী স্বরূপিণী হন।" এক কথায় স্ত্রী—

"মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব না স্বসা।"

স্ত্রীকে মাতার ন্যায় পালন করা উচিত এবং তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজা করা উচিত।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন :—

"ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিগুরু শ্বশুর দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥"

অর্থাৎ "ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, গুরুজন, শ্বাশুড়ী, শ্বশুর, দেবর ও বন্ধু সকলেই স্ত্রীকে অশন, বসন, ভূষণাদি দ্বারা পূজা করিবেন।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্বাশুড়ী ভাল না হইলে বধূ ভাল হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ভাল শ্বাশুড়ী অতি বিরল হইয়া উঠিতেছে। বধূর প্রতি বিরূপ হওয়া শ্বাশুড়ীদের এক প্রকার নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে। বধূর পিতা দুই সের সন্দেশ না পাঠাইয়া এক সের মাত্র পাঠাইয়াছেন; অমনি শ্বাশুড়ী বধূকে নির্য্যাতন করিতে বসিয়া গেলেন। বধূর পিতা বরের পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই; অমনি বধূর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। পুত্র বধূকে ভাল বাসে; কর বধূর নির্য্যাতন। কোন কোন শ্বাশুড়ী বধূর রূপেও হিংসা করিয়া

থাকেন বলিয়া শুনিতে পাই। বধূ শ্বাশুড়ীর নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন, বড় হইয়া তিনি শ্বাশুড়ীকে ঐরূপ ব্যবহার সুদ সহ প্রত্যর্পণ করেন। এই সব ভাবিয়া শ্বাশুড়ী বিশেষ সাবধান হইবেন; এবং বধূকে নিজ কন্যার ন্যায় লালনপালন করিবেন। বধূকে অল্পে অল্পে সংসারের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলিতে নিযুক্ত করিবেন। ভবিষ্যতে বধূ পট্টমহিষী হইবেন, এইরূপ ভাবে তিনি বধূর সঙ্গে ব্যবহার করিবেন। অথচ দোষ দেখিলে বধূকে কন্যার ন্যায় শাসনও করিবেন। তিনি বধূকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোক মাবহেয়ু ররক্ষিতাঃ॥ ৯ ৫
পানং দুর্জ্জনসংসর্গং পত্যা চ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্॥ ৯ ১৩

অর্থাৎ "যাহাতে স্ত্রীগণের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দুঃশীলতা উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ কার্য্য হইতে তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিবে। অরক্ষিতা স্ত্রীগণ পতিকুল ও পিতৃকুল এতদুভয়ের শোকের কারণ হন। মদ্যপান, দুর্জ্জনের সংসর্গ, পতির নিকট হইতে দূরে অবস্থান, অকাল নিদ্রা, ও অন্য গৃহে বাস এই কয়টী কারণে স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হয়।" অতএব শ্বাশুড়ী বা স্বামী এই কয় দোষে স্ত্রীকে লিপ্ত হইতে দিবেন না।

অন্য দিকে পতিও পত্নীর চরিত্রগঠনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

মনু বলিয়াছেন :—

যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাং॥ ৯।২২।২৩

অর্থাৎ—"স্বামীর যেরূপ গুণ, স্ত্রীরও সেই রূপই হইয়া থাকে। নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলে, সমুদ্রের জলের যে গুণ, নদীর জলেরও সেই গুণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ নদী ক্ষীরজলা হইলেও সমুদ্রের গুণে ক্ষারজলা হয়। অক্ষমালা ও শারঙ্গী নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুপতির সহিত মিলিত হওয়াতে পরে জগৎ-পূজ্য হইয়াছিলেন।" স্বামী সচ্চরিত্র ও সদাচারপরায়ণ না হইলে স্ত্রী কথনই সচ্চরিত্রা বা সদাচারপরায়ণা হন না। এক্ষণে স্বামীর সদাচার ও সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে।

মনু বলিয়াছেন :—

নাশ্নীয়াৎ ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীং।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা নবাসীনাং যথাসুখং॥
নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে নচাভ্যক্তামনাবৃতাং।
ন পশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো বিশেষতঃ॥ ৪।৪৩।৪৪।

অর্থাৎ "ভার্য্যার সহিত একত্র ভোজন করিবে না। ভার্য্যা যখন আহার করিবেন, তখন তাঁহাকে দেখিবে না। তিনি যখন হাঁচিবেন বা হাই তুলিবেন, বা অসাবধান অবস্থায় বসিয়া থাকিবেন, বা নেত্রে কজ্জল বিধান করিবেন, বা তৈল মাখিয়া থাকিবেন, বা

অনাবৃতদেহে থাকিবেন, বা প্রসব করিবেন, তত্তৎ কালেও উহাকে দর্শন করিবে না। ঐ ঐ অবস্থায় স্ত্রীকে দর্শন করিলে, ব্রাহ্মণের তেজোহ্রাস হয়।" ভিতরে অনুরাগ, বাহিরে লজ্জা ইহাই সতী স্ত্রীর চিহ্ন। যে সকল কার্য্যে তাঁহার লজ্জা বা শালীনতা ভঙ্গ হয়, সেরূপ কার্য্য তিনি পতির অসাক্ষাতে করিবেন। এক কথায় পতিপত্নী ইয়ারকি দিবেন না ও বাহিরে বেশী মাখামাখি করিবেন না। বাহিরের আত্যন্তিক মাখামাখিতে ভিতরের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুরাগের হ্রাস হয়। কিন্তু এ সব বাহ্য আচার ছাড়া পতিকে আরও কতকগুলি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে।

বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে:—

গুরুভক্তো ভৃত্যপোষী দয়াবাননসূয়কঃ।
নিত্যজপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনং।
অপবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলং গৃহে॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসন্ নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥

অর্থাৎ "সাধু গৃহস্থ গুরুকে ভক্তি করিবেন, কুটুম্ব স্বজনকে প্রতিপালন করিবেন, সকল প্রাণীতে দয়া করিবেন, কাহারও হিংসা করিবেন না, সর্ব্বদা স্বদারে সন্তুষ্ট থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা পরদার হইতে বিরত থাকিবেন। যাঁহার চরিত্র অপবাদ বা কলঙ্কহীন, তিনি ঘরে বসিয়াই তীর্থফল লাভ করিবেন। যদি জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহে বাস করা যায়, তাহা হইলে গৃহে বসিয়াই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর তীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

দক্ষ বলিয়াছেন ঃ—

"বিভাগশীলো যো নিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ।
দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ সতু ধার্ম্মিকঃ॥
দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞাযোগঃ কৃতজ্ঞতা।
এতে যস্য গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্য উচ্যতে॥
অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণং।
অগম্যাগমনামপেযপানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনং॥
অশ্রৌতকর্ম্মাচরণং মিত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতং।
ন বৈতানি বিকর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ "যে গৃহস্থ সকলকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ প্রদান করেন, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি দয়ালু, যিনি দেবভক্ত, যিনি অতিথি-সৎকার-পরায়ণ, তিনিই ধার্ম্মিক। যিনি শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ, তিনি দয়া, লজ্জা, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞা (বিবেক), যোগ (ঈশ্বরচিন্তাপরত্ব), কৃতজ্ঞতা-প্রভৃতি সৎগুণে বিমণ্ডিত হন। মিথ্যাকথন, পরদার, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন, সুরাপান, চৌর্য্য, জীবে হিংসা, বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, মিত্রের সহিত অসদ্ভাব, এই নয়টী মহাদোষ গৃহস্থ বর্জ্জন করিবেন।"

মহাভারতেও লিখিত আছে ঃ—

অতন্দ্রিতঃ কুরু ক্ষিপ্রং মাতাপিত্রোর্হি পূজনং।
অতঃপরমহং ধর্ম্মং নান্যং পশ্যামি কিঞ্চন॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা অনলস হইয়া মাতা পিতার পূজা করিবে। পিতৃসেবা ও মাতৃসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই।

মহাভারতে আরও লিখিত আছে :—

নিবৃত্তা মধুমাংসেভ্যঃ পরদারেভ্য এব চ।
নিবৃত্তাশ্চৈব মদ্যেভ্য স্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈবং শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চৈব সস্নেহা স্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
অপরাদ্ধেষু সস্নেহাঃ মৃদবো মৃদুবৎসলাঃ।
আরাধনসুখাশ্চাপি পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতানুকম্পনং।
শমোদানং যথাশক্তি গার্হস্থোধর্ম্ম উচ্যতে॥
পরদারেষ্বনাসক্তিঃ ন্যাসস্ত্রীপরিরক্ষণং।
প্রদত্তাদানবিরামো মাধুমাংসস্ত বর্জ্জনং॥

অর্থাৎ "যাহারা মধু, মাংস, পরদার ও সুরাপান হইতে বিরত থাকে, তাহারা স্বর্গে গমন করে। যাহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা করে, যাহারা ভ্রাতাদিগকে যথাযুক্ত স্নেহ করে তাহারা স্বর্গে গমন করে। যাহারা অনিষ্টকারীকেও স্নেহ করে, যাহারা নিজে মৃদুস্বভাব, যাহারা মৃদুস্বভাব ব্যক্তির উপর বিশেষ প্রীতিমান্, যাহাদের সেবা বা প্রীতি সুখসাধ্য, তাহারা স্বর্গে গমন করে। অহিংসা, সত্যকথন, সর্ব্বভূতে দয়া, শম, যথাশক্তি দান, এই কয়েকটী গৃহস্থের ধর্ম্ম। পরদারে অনাসক্তি, ন্যস্তা স্ত্রীর রক্ষা, দত্তাপহারী না হওয়া এবং এবং মধুমাংস ত্যাগ এই কয়েকটীও গৃহস্থের ধর্ম্ম।"

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছ :—

"তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ।
হ্রীরার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা।

স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তঃ।
দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাং”—

অর্থাৎ “তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা ও সর্ব্বভূতে দয়া এই সাতটীকে সাধুরা স্বর্গের প্রধান দ্বার বলিয়া বর্ণনা করেন।” পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণ সমস্ত উপার্জ্জনের সার উপায়—বাসনা বা তৃষ্ণাজয়। সকল উপদেশের সার উপদেপ এই যে বাসনা জয় কর।

মহাভারতে লিখিত আছে :—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্ত তৎ সর্ব্বং ইতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥
মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি, ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি, লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ॥
কোটরাগ্নি র্যথা শেষং সমূলং পাদপং হরেৎ।
ধর্ম্মার্থৌ তু তথাল্পোঽপি রাগদোষো বিনাশয়েৎ॥
তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী স্মৃতা।
অধর্ম্মবহুলা চৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনা।
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগঃ তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখঃ॥

অর্থাৎ “পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যত যব, যত স্বর্ণ, যত পশু বা যত স্ত্রী আছে তৎসমস্তও যদি এক জন প্রাপ্ত হন, তথাপি তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। এই ভাবিয়া তৃষ্ণাকে শমিত কর। যে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করে, সে সকলের প্রিয় হয়; যে ক্রোধ ত্যাগ করে, তাহাকে অনুতাপ করিতে হয় না। যে কাম ত্যাগ করে

সে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। যে লোভ ত্যাগ করে সে সুখী হয়। কোটরাগ্নি অল্প হইলেও সমস্ত বৃক্ষকে সমূলে দগ্ধ করে। তৃষ্ণা অল্প হইলেও ধর্ম্ম ও অর্থ এতদুভয়কে বিনষ্ট করে। তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকরী; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেগের কারণ। তৃষ্ণাই সকল অধর্ম্মের কারণ; তৃষ্ণাই সকল পাপের মূল। দুর্ব্বুদ্ধি লোক কখনও তৃষ্ণাকে পরাজয় করিতে পারে না। বৃদ্ধের দেহ জীর্ণ হয়, তথাপি তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না। তৃষ্ণা প্রাণান্তক রোগ। এই তৃষ্ণা যিনি জয় করিয়াছেন, তিনিই সুখী।" এতদ্ভিন্ন সাধু গৃহস্থ আচারবান্ হইবেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে—

"আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মাদায়ুর্বিবর্দ্ধতে।
এতৎ যশস্য মায়ুষ্যং স্বর্গং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।"

আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু হন। আচার যশোবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, স্বর্গসাধক ও কল্যাণকর।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে গৃহস্থ জিতেন্দ্রিয়, স্বদারনিরত, পরদারবিরত, মাতৃদেব, পিতৃদেব দেবাতিথিভক্ত, কুটুম্বপ্রতিপালক, আশ্রিতবৎসল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধু, সদাশয়, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, তাঁহার পত্নীও সদ্‌বৃত্তা, সুশীলা, ধর্ম্মশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া থাকেন। যে গৃহস্থ গুণবতী ভার্য্যা ও সুপুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিজে সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন। যে গৃহস্থ অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল তাহার পুত্রকলত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে। পিতা মাতা ভাল না হইলে পুত্র ভাল হয় না—"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

সুগৃহস্থের স্ত্রী কি কি গুণে অলঙ্কৃতা হইবেন এবং কি কি দোষ পরিহার করিবেন এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

বিষ্ণু বলিয়াছেন :—

"অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বং। শ্বশ্রূশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনং। সুসংস্কৃতোপস্করতা। অমুক্তহস্ততা। সুগুপ্তভাণ্ডতা। মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ। মঙ্গলাচারতৎপরতা। ভর্ত্তরি প্রবাসিতে অপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া। পরগৃহেষ্বনভিগমনং। দ্বারদেশগবাক্ষকেষু অনবস্থানং। সর্ব্বকর্ম্মসু অস্বতন্ত্রতা। বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যেষু পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।"

অর্থাৎ "অনন্তর স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। স্বামী যে ব্রত করিবেন, স্ত্রীও সেই ব্রত করিবেন। স্ত্রী, শ্বশুর, গুরু দেবতা ও অতিথির যথোচিত পূজা করিবেন। গৃহসজ্জার যাবতীয় দ্রব্য স্ত্রী পরিষ্কার করিবেন। ইনি ব্যয়ে মুক্তহস্ত হইবেন না। ইনি মিষ্টান্নের ভাণ্ডাদি গুপ্ত স্থানে রাখিবেন। স্বামীকে বশ করিবার জন্য ইনি তাঁহাকে শিকড় বা ঔষধাদি খাওয়াইবেন না। যে সমস্ত আচার মঙ্গলের হেতু ইনি তাহাই প্রতিপালন করিবেন। স্বামী প্রবাসে গমন করিলে ইনি বেশভূষা পরিত্যাগ করিবেন।

ইনি কদাপি পরগৃহে গমন করিবেন না। ইনি দ্বারদেশে বা জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন না। ইনি ইঁহার অভিভাবকদের অধীন হইয়া থাকিবেন। ইনি বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন হইয়া থাকিবেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে ইনি হয় ব্রহ্মচর্য্য, নয় সহগমন করিবেন।”

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাৎ শ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা বিজিতেন্দ্রিয়া।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমাং গতি॥

অর্থাৎ “স্ত্রী গৃহসজ্জার দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রাখিবেন। তিনি গৃহস্থালী কার্য্যে দক্ষা হইবেন। তিনি সর্ব্বদা সুপ্রসন্না থাকিবেন। তিনি ব্যয়পরাঙ্মুখী হইবেন। তিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পদসেবা করিবেন। তিনি পতিপরায়ণা হইবেন। যাহাতে পতির আনন্দ ও কল্যাণ হয়, তিনি তাহা করিবেন। তিনি সর্ব্বদা সদাচার-পরায়ণা হইবেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়া হইবেন। এইরূপ করিলে তিনি ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন।”

বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাস্থলে লিখিয়াছেন :—

ন অনুক্ত্বা গৃহাৎ নির্গচ্ছেৎ। নানুত্তরীয়া ন ত্বরিতং ব্রজেৎ। ন পরপুরুষং ভাষেত। ন নাভিং দর্শয়েৎ। আগুল্ফাৎ বাসঃ পরিদধ্যাৎ। ন স্তনৌ বিবৃতৌ কুর্য্যাৎ। ন হসেৎ অপ্রাবৃতা। ভর্ত্তারং তদ্বন্ধূন্ বা ন দ্বিষ্যাৎ। ন গণিকাধূর্ত্তাভিসারিণী প্রব্রজিতাপ্রেক্ষণিকামায়ামূলকুহককারিকাদুঃশীলাদিভিঃ সহ একত্র তিষ্ঠেৎ।”

অর্থাৎ "গুরুজনের অনুমতি না লইয়া গৃহের বাহিরে যাইবে না। উত্তরীয় (ওড়না) না লইয়া গৃহের বাহির হইবে না। শীঘ্র শীঘ্র পথ হাঁটিবে না। পরপুরুষের সহিত কথা কহিবে না। কাহাকেও নাভিদেশ দেখাইবে না। যে বস্ত্র গুল্‌ফ বা গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, তাহাই পরিধান করিবে। কখনও স্তনদ্বয় অনাবৃত রাখিবে না। হাসিবার সময় মুখে কাপড় না দিয়া হাসিবে না। ভর্ত্তা বা তাঁহার বন্ধুগণের অনিষ্টাচরণ করিবে না। বেশ্যা, ধূর্ত্তা, অভিসারিণী, সন্ন্যাসিনী, দৈবজ্ঞা, মায়াবিনী, মূলাদি ঔষধ প্রয়োগে দক্ষা, ইন্দ্রজালবিদ্যায় পটু, অথবা দুঃশীলা স্ত্রীগণের সহিত কদাচ অবস্থান করিবে না।" নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন :—

পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনং॥
মার্জ্জনৈ লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গনং।
শোধয়েৎ অগ্নিকার্য্যাণি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা॥
বস্ত্রালঙ্কার রত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবৎ ইষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈ র্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ॥
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতা শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা।
ভুক্ত্বা নয়েদহঃ শেষং আয়ব্যয়বিচিন্তয়া॥

পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতঃ গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিং॥
নাতিতৃপ্তা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ।
আস্তীর্য্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিং॥
সুপ্তে পত্যৌ তদভ্যাসে স্বপেৎ তদ্গতমানসা।
অনগ্না চা প্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া॥
নোচ্চৈর্ব্বদেৎ ন পুরুষং ন বহুন্ পত্যুরপ্রিয়ং।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী॥
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্য্যাঃ বঞ্চনঞ্চাতিমানিতাং॥
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমোহাহঙ্কারধূর্ত্ততাং।
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্, সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ॥
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতং।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাং॥

অর্থাৎ "স্ত্রী, পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রিবাসাদি পরিত্যাগ করিবেন এবং গঙ্গাজলাদি স্পর্শ করিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন; তিনি শয্যাদি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবেন, এবং গৃহে গোময়, গঙ্গাজলাদি প্রক্ষেপ করিবেন। পরে রন্ধনশালা ও উঠান প্রভৃতি ঝাঁট দিয়া তথায় গোময়াদি লেপন করিবেন। পরে যেখানে হোমাগ্নি বা বিবাহাগ্নি বিস্তৃত থাকে, সেখানে নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নির উপর উষ্ণ জল প্রোক্ষণ করিবেন। পরে স্নানাদি সমাপন করিয়া তাঁহার নিজের বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন প্রভৃতি পরিধান করিবেন। তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে পতির আদেশ প্রতিপালন করিবেন। তিনি

নির্ম্মলান্তঃকরণে ও প্রসন্নচিত্তে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিবেন। তিনি পতির হিতকর কার্য্যে সখীর ন্যায় কার্য্য করিবেন, এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানস্থলে তিনি দাসীর ন্যায় পতির কার্য্য করিবেন। পরে তিনি অন্নপাক করিয়া তাহা পতিকে নিবেদন করিয়া দিবেন (কেননা পতিই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দেবতা)। পরে তিনি বিশ্বদেবদিগকে বলিপ্রদান করিবেন। পরে পরিবারস্থ সকলকে ও পোষ্যবর্গকে খাওয়াইবেন। পরে পতিকে খাওয়াইবেন। পরে পতির অনুমতি লইয়া অবশিষ্ট অন্ন নিজে ভক্ষণ করিবেন। পরে সংসারের আয়ব্যয় চিন্তায় দিবস যাপন করিবেন। পরে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তিনি এইরূপে গৃহশুদ্ধি ও অন্নাদি পাক করিবেন। সাধ্বী পতিকে প্রচুররূপে ভোজন করাইবেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রচুর বা পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিবেন না। পরে তিনি সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। পরে তিনি সুন্দর শয্যা পাতিয়া তাহাতে পতির পদসেবা করিবেন। পতি নিদ্রিত হইলে তাঁহার নিকটে নিদ্রা যাইবেন। নিদ্রাকালেও পতিভিন্ন অন্য কাহারও চিন্তা করিবেন না। শয়নাবস্থায় তিনি কদাপি উলঙ্গ বা অসাবধান হইবেন না। পরন্তু নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিবেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না। তিনি অধিক কথা বলিবেন না। তিনি কর্কশ বা পতির অপ্রিয় কথা কহিবেন না। তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন না। তিনি অনর্থক গল্প বা অসম্বন্ধ কথা কহিবেন না। অনবধানতা,

উন্মত্ততা (কোন বিষয়ে আত্যন্তিক আসক্তি), রোষ, ঈর্ষ্যা (পতির প্রতি সন্দেহ), শঠতা, গর্ব্ব, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, দ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য (দেবদ্বিজে অভক্তি), স্বেচ্ছাচারিতা, চৌর্য্য, দম্ভ প্রভৃতি দোষ সাধ্বী পরিহার করিবেন। যিনি এইরূপে পরমদেবতাজ্ঞানে পতির পরিচর্য্যা করেন, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি ও কল্যাণ লাভ করেন। এবং পরকালেও তিনি স্বামিসহবাস হইতে বঞ্চিত হন না।"

দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ হইতেও নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লাভ করা যায়। যথা—

একদা সত্যভামা উপহাস করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—"সখি! তুমি বোধ হয় কিছু মন্ত্র বা ঔষধ জান। তুমি পাঁচ পাঁচটী স্বামী বশ করিয়াছ। কিন্তু আমি একটী স্বামীকে বশ করিতে পারিলাম না। তুমি কি মন্ত্রে, বা কি ঔষধে স্বামীদিগকে বশ করিয়াছ, আমাকে বলিয়া দাও।" তাহাতে দ্রৌপদী বলিলেন—"আমি মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করি নাই। যাহাতে স্বামিগণ আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়াছেন তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শোন।—

"বর্ত্তামহন্তু যাং বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তাং সর্ব্বাং শৃণু মে সত্যাং সত্যভামে যশস্বিনি॥
অহঙ্কারং বিহায়াহং কামক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
সদারান্ পাণ্ডবান্ নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহং॥
প্রণয়ং প্রতিসংহৃত্য নিধায়াত্মানমাত্মনি।
শুশ্রূষু নিরভীমানা পতীনাং চিত্তাচরিণী॥

দুর্ব্ব্যাহৃতাৎ শঙ্কমানা দুঃস্থিতাৎ দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাৎ দুর্ব্রজিতাৎ ইঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি॥
দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বো যুবাচাপি স্বলঙ্কৃতঃ।
দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেঽন্যঃ পুরুষোমতঃ॥
নাভুক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্ত্তরি।
ন সংবিশামি নাশ্নামি সদা কর্ম্মকরেষ্বপি॥
ক্ষেত্রাদ্বনাদ্বাগ্রামাদ্বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
অভ্যুত্থায়াভিনন্দামি আসনেনোদকেন চ॥
প্রমৃষ্টভাণ্ডামিষ্টান্না কালে ভোজনদায়িনী।
সংযতা গুপ্তধান্যাচ সুসংমৃষ্টনিবেশনা॥
অতিরস্কৃতসম্ভাষা দুঃস্ত্রিয়ো নানুসেবতী।
অনুকূলবতী নিত্যং ভবাম্যনলসা সদা॥
অনর্ম্ম চাপি হসিতং দ্বারিস্থানং অভীক্ষ্ণশঃ।
অবস্করে চিরং স্থানং নিষ্কুটেষু চ বর্জ্জয়ে॥
অতিহাসাতিরোষৌচ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জ্জয়ে।
নিরতাহং সদা সত্যে ভর্ত্তৃণামুপসেবনে॥
সর্ব্বথা ভর্ত্তৃরহিতং ন মমেষ্টং কথঞ্চন।
যদা প্রবসতে ভর্ত্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ॥
সুমনোবর্ণকাপেতা ভবামি ব্রতচারিণী।
যচ্চভর্ত্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্ত্তা ন সেবতে।
যচ্চ নাশ্নতি মে ভর্ত্তা সর্ব্বং তদ বর্জ্জয়াম্যহং॥
যথোপদেশং নিয়তা বর্ত্তমানা বরাঙ্গনে।
স্বলঙ্কৃতা সুপ্রযতা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥
যে চ ধর্ম্মাঃ কুটুম্বেষু শ্বশ্র্বা মে কথিতাঃ পুরা।
ভিক্ষা বলিঃ শ্রাদ্ধমিতি স্থালীপাকাশ্চ পর্ব্বসু॥

মান্যানাং মানসৎকারা যে চান্যে বিদিতা মম।
তান্ সর্ব্বাননুবর্ত্তামি দিবারাত্রমতন্দ্রিতা॥
মৃদূন্ সতঃ সত্যশীলান্ সত্যধর্ম্মানুপালিনঃ।
আশীবিষানিবক্রুদ্ধান্ পতীন্ পরিচরাম্যহং॥
পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্ম্মঃ মতঃ স্ত্রীণাংসনাতনঃ।
সদেবঃ সাগতি র্নান্যা তস্য কা বিপ্রিয়ঙ্করেৎ॥
অহং পতীন্নাতিশয়ে নাত্যশ্নে নাতিভূষয়ে।
নাপি পরিবদে শ্বশ্রূঃ সর্ব্বদা পরিযন্ত্রিতা॥
অবধানেন সুভগে নিত্যোত্থিততয়ৈব চ।
ভর্ত্তারো বশগা মহ্যং গুরুশুশ্রুষয়ৈব চ।
নিত্যমার্য্যামহং কুন্তীং বীরসূং সত্যবাদিনীং।
স্বয়ং পরিচরাম্যেতাং পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ॥
নৈতামতিশয়ে যাতু বস্ত্রভূষণভোজনৈঃ।
নাপি পরিবদে চাহং তাং পৃথাং পৃথিবীসমাং॥
সর্ব্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়ং আয়ঞ্চব্যয়মেব চ।
একাহং বেদ্মি কল্যাণি পাণ্ডবানাং যশস্বিনি॥
প্রথমং প্রতিবুধ্যামি চরমং সংবিশামি চ।
নিত্যকালমহং সত্যে এতৎ সংবননং মে॥
এতজ্জানাম্যহঃ কর্ত্তুং ভর্ত্তৃসংবননং মহৎ।
অসৎস্ত্রীণাং সমাচারান্নহং কুর্য্যাং ন কাময়ে॥"

অর্থাৎ "মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা তোমাকে যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কাম ক্রোধ দম্ভ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের এবং তাঁহাদের পত্নীদিগের ভক্তিসহকারে সেবা করিয়া থাকি।

তাঁহাদের প্রতি প্রণয় বা সখা ভাব গোপন করিয়া, এবং নিজের মনোবৃত্তি মনে লুক্কায়িত রাখিয়া আমি অভিমানশূন্য হইয়া, তাঁহাদের পদানুবর্ত্তন করি এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যা করি। আমি কুকথা কহিতে শঙ্কা করি; আমি কুস্থানে থাকি না; আমি কুদ্রব্য দর্শন করি না; আমি কুআসনে উপবেশন করি না; আমি কুভাবে গমন করি না; আমি কখনও সঙ্কেতস্থানে গমন করি না। দেবতাই হউন, গন্ধর্ব্বই হউন, মনুষ্যই হউন বা অলঙ্কৃত যুবাই হউন, ধনবানই হউন বা রূপবানই হউন আমি অন্য পুরুষে কখনও অভিলাষ করি না। বিশেষ প্রয়োজন পড়িলেও স্বামী স্নান না করিলে আমি স্নান করি না, তিনি আহার না করিলে আমি আহার করি না, এবং তিনি শয়ন না করিলে আমি শয়ন করি না। স্বামিগণ যখন ক্ষেত্র, বা বন, বা গ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করেন, আমি তখন উঠিয়া দাঁড়াই এবং আসন ও পাদপ্রক্ষালনোদক দ্বারা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করি। আমি মিষ্টান্নের ভাণ্ড সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখি, কখনও প্রগল্‌ভার ন্যায় ব্যবহার করি না; আমার ভাণ্ডারে কি আছে না আছে তাহা কাহাকেও জানিতে দিই না; আমি গৃহাদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখি। আমি কখনও নিন্দিত কথা কহি না; আমি দুঃশীলা স্ত্রীগণের সঙ্গ করি না; আমি সর্ব্বদা যথাসাধ্য পতিগণের অনুকূলাচরণ করি। আমি ক্রীড়াকালে ভিন্ন অন্য সময়ে হাস্য করি না; আমি কখনও অধিকক্ষণ দ্বারদেশে অবস্থান করি না; আমি মলিন স্থানে বা গৃহসন্নিহিত উপবনে অধিককাল অবস্থান করি না। আমি অতি

আনন্দ বা অতি ক্রোধ করি না; যে সব কার্য্যে ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা আমি সে সব কার্য্য করি না। আমি সর্ব্বদা স্বামিসেবায় নিযুক্ত থাকি; যাহা আমার স্বামীরা ভাল না বাসেন আমিও তাহা ভাল বাসি না। যখন আমার স্বামীগণ কুটুম্বের মঙ্গলার্থে প্রবাসে গমন করেন, আমি তখন পুষ্প, প্রসাধন, অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি। যাহা আমার স্বামী খান না বা পান করেন না, অথবা যাহাতে তাঁহার অভিরুচি নাই আমি তৎসমস্ত বর্জ্জন করিয়া থাকি। আমি গুরুজনের উপদেশ অনুসারে সর্ব্বদা চলিয়া থাকি; আমি সর্ব্বদা স্বালঙ্কৃতা থাকিয়া এবং সুনিয়ম প্রতিপালন করিয়া স্বামীর প্রিয় ও হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমার শ্বশ্রূ, কুটুম্বপোষণ, অতিথিসৎকার বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বদিনে স্থালীপাক, মান্যব্যক্তির সম্মানতা সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং নিজে আমি যতদূর জানি তদনুসারে আমি সেই সব কার্য্য করিয়া থাকি। আমার স্বামিগণ মৃদুস্বভাব, সাধু, সত্যশীল, ও সত্যধর্ম্ম প্রতিপালক। তথাপি আমি তাঁহাদিগকে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমার মতে পতির বশবর্ত্তী থাকাই স্ত্রীদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। পতিই স্ত্রীগণের দেবতা, পতিই স্ত্রীগণের একমাত্র গতি; পতির অপ্রিয় আচরণ করিবে এমন কে আছে? আমি পতিগণের অপেক্ষা অধিক কাল নিদ্রা যাই না, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক ভোজন করি না; তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বেশভূষা করি না; আমি কখনও শাশুড়ীর নিন্দা করি না।

আমি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে সবশে রাখি। আমি সর্ব্বদা সাবধানে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করি; আমি সর্ব্বদা পতিগণের সম্মুখে জাগ্রত থাকি; আমি সর্ব্বদা গুরুজনের সেবা করি। এই কয় কারণে পতিগণ সর্ব্বদা আমার বশে থাকেন। আর্য্যা, বীরমাতা, সত্যবাদিনী, কুন্তীদেবীকে আমি স্বয়ং পান, আচ্ছাদন, ভোজনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিককাল নিদ্রা যাই না; আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিক আহার করি না, তাঁহা অপেক্ষা অধিক বেশ ভূষ করি না। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালিনী। আমি কখনও তাঁহার নিন্দা করি না। রাজা যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবগণের আয়ব্যয়ের সমস্ত বিবরণ কেবল আমি একা অবগত আছি। আমি তাঁহাদের অগ্রে জাগ্রত হই; তাঁহারা নিদ্রা গেলে তবে আমি নিদ্রিত হই। আমি চিরকালই এইরূপ পতিসেবা করিয়া থাকি। অসৎ স্ত্রীর ন্যায় আমি কখনও অসদাচরণ করি না, এবং করিতে ইচ্ছাও করি না।"

যে গৃহে ঐরূপ স্ত্রী বিরাজ করেন, সে গৃহ সর্ব্বদা ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকে।

লক্ষ্মী নিজেই বলিয়াছেন :—

"স্বধর্ম্মশীলেষু চ ধর্ম্মবিৎসু বৃদ্ধোপসেবানিরতেষু দান্তে।
কৃতাত্মনি ক্ষান্তিপরে সমর্থে ক্ষান্তাসু দান্তাসু তথাবলাসু॥
সত্যস্বভাবার্জ্জবসংযুতাসু বসামি দেবদ্বিজপূজিকাসু।
প্রকীর্ণভাণ্ডাং অনপেক্ষকারিণীং সদা চ ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলবাদিনীং॥
পরস্য বেশ্মাভিরতামলজ্জাং এবং বিধাং স্ত্রীং পরিবর্জ্জয়ামি।
বসামি নারীষু পতিব্রতাসু কল্যাণশীলাসু বিভূষিতাসু

সত্যাসু নিত্যং প্রিয়দর্শনাসু সৌভাগ্যযুক্তাসু গুণান্বিতাসু,
পাপামযোগ্যামবলেহিনীঞ্চ ব্যপেতধৈর্য্যাং কলহপ্রিয়াঞ্চ।
নিদ্রাভিভূতাং সততং শয়ানাং এবংবিধাং তাং পরিবর্জ্জয়ামি॥"

মহাভারত।

অর্থাৎ "যিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধোপসেবানিযুক্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান্, উদ্যমশীল, বা কার্য্যকুশল, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট আমি বাস করি। অবলাগণের মধ্যে যাঁহারা ক্ষমাশীল, দান্ত, সত্যবাদিনী, সরল, ও দেবদ্বিজে ভক্তিমতী তাঁহাদের নিকটেও আমি বাস করি। যে স্ত্রীলোক খাদ্যদ্রব্যাদি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখে, যে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে, যে স্বামীকে কটু কথা বলে, যে পরগৃহে থাকিতে ভাল বাসে, যে লজ্জাহীনা, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করি। যিনি সত্যবাদিনী, যিনি পতিব্রতা, যিনি মঙ্গলাচারতৎপরা, যিনি যথাযুক্ত অলঙ্কৃতা, যিনি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, যিনি পতির প্রিয়া, যিনি সদ্গুণশালিনী, আমি তাঁহাতেই বাস করি। যিনি পাপিনী, যিনি গৃহকার্য্যে অসমর্থা, যিনি মিষ্টান্নাদি জিহ্বা দ্বারা লেহন করেন, যিনি ধৈর্য্যহীনা, যিনি কলহপ্রিয়া, যিনি নিদ্রালু এবং যিনি সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকেন আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করি।"

স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এইরূপ বিধান অন্য অন্য স্থানেও দৃষ্ট হইবে। সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করিবেন, ও দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবেন।

দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাং চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতি॥

পতি ক্রোধ করিলে বা কটু কহিলেও স্ত্রী প্রসন্নমুখী থাকিবেন।

পরুষাণ্যাপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেণ চক্ষুষা।

সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যানারী সা পতিব্রতা॥ মহাভারত।

এতদ্ভিন্ন সাধ্বী স্ত্রী কুটুম্ব প্রতিপালনে বিমুখী হইবেন না।

বিভর্ত্তান্ন প্রদানেন কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা। মহাভারত।

এতদ্ভিন্ন তিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিবেন।

শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা। মহাভারত।

ফলতঃ পতির তুল্য রমণীয় কেহই নহেন। পতি "সুখস্যং নিত্যং দাতেহ পরকালেচ যোষিতঃ"। মনু। অর্থাৎ পতি হইতেই পত্নী ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ প্রাপ্ত হন। আরও দেখুন।

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।

অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পুজয়েৎ॥ মহাভারত।

অর্থাৎ "পিতা ভ্রাতা ও পুত্র পরিমিতরূপে কন্যা ভগিনী ও মাতাকে যথাক্রমে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু পতি পত্নীকে অপরিমিত রূপে দান করেন। অতএব পত্নী হইয়া কে না পতিকে পূজা করিবে? রামায়ণে লিখিত আছে।

"আর্য্যপুত্রঃ পিতা মাতাভ্রাতা পুত্র স্তথা স্নুষা।

স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে।

ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।

ন পিতা নাত্মজো ন মাতা ন সখীজনঃ।

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥

অর্থাৎ "পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, ভগিনী, দুহিতা সকলেই নিজ নিজ পুণ্যবলে নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করেন। কিন্তু কেবল পত্নী স্বামীর ভাগ্য প্রাপ্ত হন। পিতা, পুত্র, নিজে, মাতা বা সখী কেহই ইহকালে বা পরকালে রমণীর গতি নহেন। একমাত্র পতিই পত্নীর গতি।" ব্রতই করুন বা উপবাসই করুন পতিসেবা না করিলে রমণীর সদ্গতি হয় না।

"ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা।
ভর্ত্তারং নানুবর্ত্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ॥" রামায়ণ।

অর্থাৎ "যে নারী সুচরিত্রা ও ব্রত উপবাসপরায়ণা তিনিও ভর্ত্তৃসেবা না করিলে অসদ্গতি প্রাপ্ত হন। ফলতঃ

দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণাং আর্য্য স্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥ মহাভারত।

স্বামী দুঃশীলই হউন বা যথেচ্ছাচারীই হউন, বা নির্দ্ধনই হউন, পবিত্রস্বভাবা স্ত্রীর নিকট তিনিই পরম দেবতা। সাধ্বী স্ত্রীর নিকট তিনিই পরম দেবতা। সাধ্বী স্ত্রীর পতিই তপ, পতিই জপ, পতিই দেবার্চ্চনা, পতিই তীর্থদর্শন। অত্রি বলেন:—

"জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রহ্মচারিণী।
আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥
তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ব্বা প্রযাতি পরমং পদং॥"

অর্থাৎ "পতি জীবিত থাকিতে যদি কোন স্ত্রী ব্রত, উপবাসাদি করেন, তাহা হইলে তাঁহার পতি অল্পায়ু হন এবং তিনি নিজে

নরকে গমন করেন। যে নারী তীর্থস্নানের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পতির পাদোদক পান করিবেন। ঐরূপ করিলে তিনি শিবলোক বা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন।" কাত্যায়ন বলেন :—

"পতিমুল্লঙ্ঘ্য মোহাৎ স্ত্রী কিং কিং ন নরকং ব্রজেৎ।
কৃচ্ছ্রাৎ মনুষ্যতাং প্রাপ্য কিং কিং দুঃখং ন বিন্দতি।
পতিশুশ্রূষয়ৈব স্ত্রী কান্ কান্ লোকান্ সমশ্নুতে।
দিবঃ পুনরিহায়াতা সুখানামম্বুধির্ভবেৎ॥"

"যে স্ত্রী মূঢ়তাবশতঃ পতিকে অবজ্ঞা বা অনাদর করে, সে নানারূপ ক্লেশকর নরকে নিপতিত হয়; পরে অনেক কষ্টে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। পতিশুশ্রূষা দ্বারা নারী নানা সুখপূর্ণ স্বর্গলোক ভোগ করে; এবং যদি সে মর্ত্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও সে নানাবিধ সুখের অধিকারী হয়।" দ্রৌপদী বলিয়াছেন :—

"যথা পতিস্তুষ্যতি সর্ব্বকামা লভ্যাঃ প্রসাদাৎ কুপিতাশ্চ হন্যাৎ।
তস্মাদপত্যং বিবিধাশ্চ ভোগাঃ শয্যাসনান্যুত্তমদর্শনানি।
বস্ত্রাণি মাল্যানি তথৈব গন্ধাঃ স্বর্গশ্চ লোকো বিপুলাচ কীর্ত্তিঃ॥"

অর্থাৎ "পতি তুষ্ট থাকিলে সর্ব্ব কামনা লব্ধ হয়; পতি রুষ্ট হইলে স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়। পতি হইতে অপত্য, পতি হইতে নানা প্রকার সুখভোগ, পতি হইতে উত্তম শয্যা, উত্তম আসন, উত্তম বস্ত্র, উত্তম মালা, উত্তম গন্ধ, স্বর্গ ও বিপুল কীর্ত্তি লাভ করা যায়।"

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিণী ॥" মহাভারত।

"স্বামী ক্লিষ্ট হইলে পতিব্রতা রমণী নিজে ক্লিষ্টা হন; স্বামী হৃষ্ট হইলে তিনি হৃষ্টা হন; স্বামী প্রবাসে গমন করিলে তিনি মলিন ও কৃশা হন। তিনি পতিতে যেরূপ স্পৃহা করেন, কাম বা ভোগ বা ঐশ্বর্য্য বা এ সমস্তে তাদৃশ স্পৃহা করেন না।"

পতিব্রতা স্ত্রী সম্বন্ধে যম নিজে বলিয়াছেন ঃ—

"প্রসুপ্তে যা প্রস্বপতি বিবুদ্ধে জাগ্রতি স্বয়ং।
ভুঙক্তে তু ভোজিতে বিপ্র সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবং।
মৌনে ভবেৎ যাতু স্থিতে তিষ্ঠতি যা স্বয়ং।
একদৃষ্টিরেকমনা ভর্ত্তুর্ব্বচনকারিণী ॥
দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরমশোভনা।
এষমাতা পিতা বন্ধুরেষ মে দৈবতং পরং ॥
এবং শুশ্রূষতে যা তু সা মাং বিজয়তে সদা।
স্নায়ন্তী তিষ্ঠন্তী বাপী কুর্ব্বন্তী বা প্রসাধনং।
মাঞ্চ মনসা ধ্যায়েৎ কদাচিদপি সুব্রত ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

অর্থাৎ "স্বামী নিদ্রিতঃ হইলে যিনি নিদ্রা যান, এবং স্বামী জাগ্রত হইবামাত্র যিনি স্বয়ং জাগরিত হন, স্বামী ভোজন করিলে যিনি ভোজন করেন, স্বামী মৌন থাকিলে যিনি মৌন থাকেন, স্বামী দণ্ডায়মান হইলে যিনি দাঁড়াইয়া উঠেন, যিনি স্বামীর প্রতিই নয়ন ও মন স্থির রাখিয়া স্বামীর আজ্ঞা পালন করেন; তিনি দেবতাদিগেরও পূজ্য হন। "এই আমার পিতা, এই আমার বন্ধু,

এই আমার পরম দেবতা” এইরূপ ভাবিয়া যিনি পতিসেবা করেন তিনি মৃত্যুকেও জয় করেন। পতিব্রতা স্নানকালে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে করিতে, দণ্ডায়মানা থাকিয়া অথবা অন্য কোন অবস্থায় পতি ভিন্ন আর কাহাকেও মনোমধ্যে স্থান দেন না।

অপিচ,

"ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা।
সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ॥
হৃষ্টা হৃষ্টে বিষণ্নাস্যা বিষণ্নাস্যে প্রিয়ে সদা।
একরূপা ভবেৎ পুণ্যা সম্পৎসু চ বিপৎসু চ॥
ভর্ত্তুঃ প্রত্যুত্তরং দদ্যাৎ নারী যা ক্রোধতৎপরা।
কুক্কুরী জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জ্জনে বনে॥
অপবাদো ন বক্তব্যং কলহং দূরতস্ত্যজেৎ।
গুরূণাং সন্নিধৌ চাপি নোচ্চৈর্ব্রূয়াৎ ন বা হসেৎ॥
যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য রহশ্চরতি দুর্ম্মতিঃ।
উলূকী জায়তে ক্রূরা বৃক্ষকোটরশায়িনী॥
তাড়িতা তাড়িতুং যেচ্ছেৎ সা নারী বৃষদংশিকা।
কটাক্ষয়তি যান্যং বৈ কেকরাক্ষীতু সা ভবেৎ॥
যা হুঙ্কৃত্য প্রিয়ং ব্রূতে সা মূকা জায়তে খলু॥"

কাশীখণ্ড।

অর্থাৎ “স্বামী ক্লীবই হউন, বা দুর্দ্দশাপন্নই হউন, পীড়িতই হউন বা বৃদ্ধই হউন, সুখীই হউন বা দুঃখীই হউন, কোন অবস্থাতেই পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন না। স্বামী হৃষ্ট থাকিলে পতিব্রতা হৃষ্টা হন, স্বামী বিষণ্নবদন থাকিলে পতিব্রতাও

বিষন্নবদনা হন। কি সম্পদে কি বিপদে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর উপর একভাবা থাকেন। যে স্ত্রী ক্রোধবশে স্বামীর কথার উপর কথা বলে, সে গ্রামে কুক্কুরী হইয়া অথবা নির্জ্জনবনে শৃগালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পতিব্রতা স্ত্রী কাহারও নিন্দা করেন না, কাহারও সহিত কলহ করেন না, গুরুজনের সম্মুখে উচ্চ করিয়া কথা কহেন না, বা হাস্য করেন না। যে স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত গোপনে বিহার করে, সে বনমধ্যে বৃক্ষ-কোটরস্থিতা উলুকী (পেচকী) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়না করে সে বৃষদংশিকা (বিড়ালী) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে নারী পরপুরুষকে কটাক্ষ করে সে কেকরী (টেরা) হয়। এবং যে পতির সঙ্গে অহঙ্কার করিয়া কথা কয়, সে মূক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।"

পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন। এই পূজার পদ্ধতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে। যথা

"স্নাপয়িত্বা সুপূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ।
তস্মৈ দত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন্মুদা॥
আসনে বাসয়িত্বা চ দত্বা ভালে চ চন্দনং।
সর্ব্বাঙ্গলেপনং কৃত্বা দত্বা মাল্যং ভালেঽপি চ॥
সামবেদোক্তমন্ত্রেণ ভোগদ্রব্যৈঃ সুধোপমৈঃ।
সংপূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বা চ প্রণমেৎ মুদা॥

"ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা"।

ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্বা পুষ্পঞ্চ চন্দনং।
পাদ্যার্ঘ্যধূপদীপাংশ্চ বস্ত্রং নৈবেদ্যমুত্তমং॥

জলং সুবাসিতং শুদ্ধং তাম্বুলঞ্চ সুসংস্কৃতং।
দত্বা স্তোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যৎ কৃতং পাঠ্যমেব চ॥
ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ।
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণু পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তুতে॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ্যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ॥

অর্থাৎ "স্বামীকে পবিত্র নির্ম্মল জলে স্নান করাইয়া তাঁহাকে ধৌত বস্ত্র পরিধান করাইয়া সানন্দচিত্তে তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করাইয়া দিবে। পরে তাঁহাকে আসনে বসাইয়া তাঁহার কপালে চন্দন দিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিবে। এবং গলদেশে মাল্য দিবে। পরে নানাবিধ ভোগদ্রব্য দ্বারা সামোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তাঁহার পূজা করিবে। পতিপ্রণামের মন্ত্র এই—

"ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তায় (জিতেন্দ্রিয়) সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় (যাঁহাতে সর্ব্বদেবতা বিরাজিত আছেন) স্বাহা।"

এই মন্ত্র বলিয়া তাঁহাকে পুষ্পচন্দন, পাদ্য অর্ঘ্য, ধূপদীপ, বস্ত্র, নৈবেদ্য, সুবাসিত জল, সুবাসিত তাম্বুল প্রভৃতি উৎসর্গ করিবে। পরে এই স্তোত্র পাঠ করিবে।

"হে কান্ত! তুমি আমার শাসনকর্ত্তা; তুমি হরশিরস্থিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলাঙ্গ ও পবিত্র। তুমি শমদমাদি গুণে অলঙ্কৃত। তোমাতে সর্ব্বদেবতার আবির্ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি সতীর প্রাণ হইতেও প্রিয়। তুমি নমস্য, তুমি পূজ্য, তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব। তুমি আমার পঞ্চ প্রাণের কর্ত্তা; তুমি আমার চক্ষুর তারকা; তুমি পত্নীর পরমানন্দদায়ক। তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর। তুমি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্, হে দয়াসিন্ধু, হে পত্নীবৎসল, তুমি আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জ্জনা কর। আমি তোমার দাসী এই মনে করিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিও না।"

পতিব্রতা নারীর মাহাত্ম্য ও অদ্ভুত :—

পতিঃ পতিব্রতীনাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি ॥
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ।
দানে ফলং যাদ্দাতৄণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততং ॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে সুমুনয়ঃ ভীতাস্তাভ্যাঞ্চ সন্ততং ॥
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

"তপনস্তপ্যতেহত্যান্তং দহনোহপিচ দহ্যতে।
কম্পন্তে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্ট্বা পাতিব্রতং মহঃ॥"

কাশীখণ্ড।

অর্থাৎ "পতিব্রতার পতি সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হন। পৃথিবীতে যত তীর্থ স্থান আছে, সতীর পাদদেশেও তত তীর্থ আছে। সর্ব্ব দেবতার তেজ, সর্ব্ব মুনির তেজ, সর্ব্ব দাতার দানফল, সতীতে বিরাজিত রহিয়াছে। হরি হর ব্রহ্মা মুনিগণ সকলেই পতিব্রতাকে ভয় করেন। সতীর পাদধূলি দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হন। মনুষ্যগণ পতিব্রতাকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হন। সতী সতেজে সমস্ত ত্রিভুবন ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিতে পারেন। সূর্য্য পতিব্রতার তেজে উত্তাপিত হন; অগ্নি দগ্ধ হন; এবং অন্য অন্য তেজোময় বস্তু সতীর তেজে কম্পিত হন। ইত্যাদি।"

আমাদের দেশের অসংখ্য পতিব্রতা নারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সূর্য্যের সুবর্চলা। ইন্দ্রের শচী। বশিষ্ঠের অরুন্ধতী। চন্দ্রের রোহিণী। অগস্ত্যের লোপামুদ্রা। চ্যবনের সুকন্যা। সত্যবানের সাবিত্রী। কপিলের শ্রীমতী। সৌদাসের মদয়ন্তী। সগরের কেশিনী। নলের দময়ন্তী। রামের সীতা। শিবের সতী। নারায়ণের লক্ষ্মী। ব্রহ্মার সাবিত্রী। রাবণের মন্দোদরী।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্ত্রীচরিত্র।

সাধ্বী স্ত্রীর প্রকৃতি পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুশিক্ষা, সুশাসন, সুদৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রী সতী সাধ্বী হন। কিন্তু যেখানে ঐ সমস্তের অভাব হয়, যেখানে সুপতি ও সুমাতা বাল্যকাল হইতে স্ত্রীচরিত্র গঠনে যত্নবান্ না হন, সেখানে স্ত্রীচরিত্র অতি ভীষণ ও বীভৎস আকার ধারণ করে। সুচরিত্রা স্ত্রী জগতের গৌরব ও ভূষণ। কিন্তু যে স্ত্রীর চরিত্র গঠিত হয় নাই, যে স্ত্রীর চরিত্র পতি বা শাশুড়ীর দোষে বা অবহেলায় বিকৃত-ভাবাপন্ন হয়, সে স্ত্রী জগতের কলঙ্ক ও শল্য স্বরূপ। অসতী স্ত্রীর চরিত্র কিরূপ ভয়াবহ, তাহা শাস্ত্রকারগণ নির্ভয়ে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের স্বভাবতঃ যে সমস্ত দোষ থাকে, তাহা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—"স্ত্রীচরিত্রে স্বভাবতঃ এই সমস্ত দোষ বিদ্যমান থাকে। সুশিক্ষা দ্বারা ঐ সমস্ত দোষ তাহাদের হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া, সেখানে সদ্গুণের বীজ রোপণ কর। নতুবা তোমার কোন বর্গই সাধিত হইবে না।" বালকের কমনীয় রূপ, সুধামাখা কথা, মনোমোহন হাব ভাব, প্রভৃতির জন্য সর্ব্ব সাধারণে বালককে দেবতা মনে করে। কিন্তু

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বালকগণের নৈসর্গিক দোষগুলি উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদের সুশিক্ষার সহায়তা করেন। শাস্ত্রকারগণও ঐরূপ সদুদ্দেশ্যে স্ত্রীচরিত্রের দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন :—

"পৌংশ্চল্যাৎ চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ।
সুরক্ষিতা যত্নতোঽপি ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে॥
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজং।
পরমো যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি॥
শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবং।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যোমনুরকল্পয়ৎ॥"

মনু ৯।১২—১৫—১৬।

অর্থাৎ "পরপুরুষে স্ত্রীলোকদের স্বভাবতঃই আসক্তি জন্মে। ইহাদের চিত্ত এক জনের প্রতি বহুকাল আসক্ত থাকে না। ইহারা স্বভাবতঃ নির্ম্মম ও নির্দ্দয়। অতি যত্নে ও অতি আদরে প্রতিপালিত হইলেও ইহারা ভর্ত্তার বিপ্রিয়াচরণ করিয়া থাকে। সৃষ্টিকাল হইতেই প্রজাপতি স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপ প্রকৃতি দান করিয়াছেন। এবং ইহা জানিয়া পুরুষগণ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পরম যত্ন করিবেন। ইহারা অলসভাবে শয়ন ও উপবেশন করিয়া থাকিতে ভাল বাসে। অলঙ্কারে ইহাদের বিশেষ অভিরুচি। কাম ক্রোধ ও শঠতা ইহাদের মধ্যে অতি প্রবল। ইহারা পতির ও পতিকুলের অনিষ্টাচরণ করে। কুকার্য্যে ও কদাচারে ইহাদের প্রবল অনুরাগ। মনু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" সুশিক্ষা ও

সুসংসর্গ দ্বারা এসমস্ত দোষ উন্মূলিত করা সাধু গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

মহাভারতেও লিখিত আছে:—

"লীলায়ন্তঃ কুলং ঘ্নন্তি কুলানীব সরিদ্বরা।
সহস্রে কিল নারীণাং প্রাপ্যেতৈকা কদাচন॥
তথা শতসহস্রাণাং যদি কাচিৎ পতিব্রতা।
স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষাণাং লঘুচিত্তা হিতা স্মৃতাঃ॥
চলস্বভাবা দুঃসেব্যা দুর্গ্রাহ্যা ভাবতস্তথা।
প্রাজ্ঞস্য পুরুষস্যেহ যথা বাচঃ তথা স্ত্রিয়ঃ॥
অন্তকঃ পবনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখং।
ক্ষুরধারা বিষং সর্পোব হ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ "নদী যেমন ক্রীড়া করিতে করিতে কুল ভগ্ন করে, বিলাসবতী নারীগণও সেইরূপ অকাতরে পতিকুল ও পিতৃকুল নষ্ট করে। সহস্র নারীর মধ্যে একটিও ভাল হয় কিনা সন্দেহ। আবার শত সহস্র নারীর মধ্যে একটীও পতিব্রতা হয় কি না সন্দেহ। স্ত্রীগণ বহুদোষের আকর এবং তাহারা অত্যন্ত লঘুচিত্ত (light-hearted)। তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল। অনেক সেবা করিলেও তাহাদের মন পাওয়া যায় না। পণ্ডিতদের বাক্য যেরূপ দুর্জ্ঞেয়, স্ত্রীগণের হৃদয়ও সেইরূপ। স্ত্রীগণ একাধারে, কাল, পবন, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধারা, বিষ ও সর্প। অর্থাৎ তাহারা কালের ন্যায় সর্ব্বনাশক, পবনের ন্যায় চঞ্চল, মৃত্যুর ন্যায় নির্দ্দয়, পাতালের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়, ও বড়বাগ্নির ন্যায় জ্বালাময়ী,

ইহাদের বাক্য ক্ষুরধারের ন্যায়, ইহাদের অন্তঃকরণ বিষময়, ইহারা সর্পের ন্যায় খল। ইহারা অগ্নির ন্যায় সর্ব্বনাশক ও সর্ব্বভক্ষক।" শিক্ষা ও সংসর্গদোষে যাহাদের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ সমস্ত তাহাদের প্রতিই প্রযুজ্য। মহাভারতের ইহাও লিখিত আছে যে—"উভয়ং দৃশ্যতে তাসু সততং সাধ্বসাধুবা"—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মধ্যে সাধু ও অসাধু এতদুভয়ই দৃষ্ট হয়।

শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীদিগকে স্বভাবতঃ লঘুচিত্ত বলিয়া জানিতেন। এজন্য তাঁহারা অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে :—

"তস্মান্নারী পবৈর্যত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতাঃ।
অসূর্য্যম্পশ্যা যা রামা শুদ্ধাস্তাশ্চ পতিব্রতাঃ॥
স্বচ্ছন্দগামিনী যাতু স্বতন্ত্রা শূকরী সমা।
অন্তর্দ্দুষ্টা সদা সৈব নিশ্চিতং পরগামিনী॥"

অর্থাৎ "যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বহুযত্নে স্ত্রীদিগকে সাধারণের দৃষ্টিপথের অন্তরালে রাখেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণ শুদ্ধা ও পতিব্রতা হন। যে সমস্ত স্ত্রী স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে গমন করে, তাহারা শূকরীতুল্যা। তাহারা মনে মনে কুভাব পোষণ করতঃ পরে পরপুরুষে অভিগত হয়।" ইহাই অবরোধ-প্রথার কারণ। কেহ কেহ মনে করেন যে আমরা মুসলমানদের নিকট হইতে এই অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু তাহা নহে। অবরোধ আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। দ্রৌপদী

বলিয়াছেন :—"গুরুস্থানাঃ গুরবশ্চৈব সর্ব্বে তেষামগ্রেনোৎসহে স্থাতুমেব।" এই সভায় আমার গুরুজন সমস্ত, এবং গুরুকল্প প্রধান জনগণ আসীন আছেন। তাঁহাদের অগ্রে আমি থাকিতে চাহি না।" দ্রৌপদী আরও বলিয়াছিলেন :—"ন দৃষ্টপূর্ব্বা বান্যত্র সাহমগুসভাং গতা। যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো দৃষ্টবন্তৌ পুরাগৃহে।" অর্থাৎ আমাকে পূর্ব্বে অন্যত্র কেহ কখনও দেখে নাই। সূর্য্য ও বায়ু আমাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। সেই আমাকে আজি সভায় আসিতে হইল।" স্ত্রীপর্ব্বে লিখিত আছে—"অদৃষ্টপূর্ব্বা যা নার্য্যঃ পুরাদেবগণৈরসি। পৃথগজনেন দৃশ্যন্তে তাস্তা নিহতেশ্বরাঃ। ব্রীড়াং জগ্মু পুরা যাঃ স্ম সখীনামপি যোষিতঃ। একবস্ত্রাশ্চ নির্লজ্জাঃ শ্বশ্রূণাং পুরতোহভবন্॥" অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোককে পূর্ব্বে দেবতারাও দেখিতে পাইতেন না, আজি তাহারা অনাথা হইয়া ইতরজনেরও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যাহারা পূর্ব্বে সখিগণের নিকটেও লজ্জাবোধ করিত, আজি তাহারা একবস্ত্রা হইয়া নির্লজ্জার ন্যায় শাশুড়ীগণের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে।" রামায়ণেও অবরোধ প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা "রুদ্ধাচান্তঃ পুরে গুপ্তা তচ্চিত্তা তৎপরায়ণা" অর্থাৎ "সীতা অন্তপুরে রুদ্ধা ও রক্ষিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি পতিপরায়ণা ও পতিগতচিত্তা ছিলেন। কোন্ কোন্ স্থলে অবরোধ প্রথার শৈথিল্য ঘটিত তাহাও রামায়ণে লিখিত আছে। "ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে। ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়ঃ।" অর্থাৎ "অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতি বিপদ

আপদের সময়, যখন অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত পীড়া উপস্থিত হয়, যুদ্ধকালে, স্বয়ম্বর সভায়, বিবাহক্ষেত্রে, যজ্ঞস্থলে, স্ত্রীদর্শন দোষাবহ নহে।” হিন্দুরাজগণের অন্তঃপুরে খোজা প্রহরী ও খোজা নর্ত্তক থাকিত। কূর্ম্মপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—“ধার্ম্মিকান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু শূরান্ সংগ্রামকর্ম্মসু। স্ত্রীষু ষণ্ডং নিযুঞ্জীত তীক্ষ্ণং দারুণকর্ম্মসু।” অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মকার্য্যে, যুদ্ধে বীরগণকে, স্ত্রীদিগের নিকটে ক্লীবকে এবং কঠোর কর্ম্মে নির্দ্দয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে।” ফলতঃ অন্তঃপুরাবরোধ আমাদের দেশের চিরন্তন রীতি। এবং ইহা যে মঙ্গল ও পবিত্রতার কারণ ইহা বিধর্ম্মীরাও অল্পে অল্পে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীচরিত্রে দোষদর্শন করিয়াছেন বলিয়া এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা পুরুষচরিত্রের দোষ দর্শন করেন নাই। স্ত্রীচরিত্রেও যে দোষের ভাগ অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক ইহা শাস্ত্রকারগণ বারংবার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৃহৎ সংহিতাকার লিখিয়াছেন :—

“যেঽপ্যঙ্গনানাং প্রবদন্তি দোষান্
বৈরাগ্যমার্গেণ গুণান্ বিহায়,
তে দুর্জ্জনা মে মনসো বিতর্কঃ,
সদ্ভাব বাক্যানি ন তানি তেষাং।
প্রব্রূত সত্যং কতরোঽঙ্গনানাং,
দোষোঽস্তি যো নাচরিতো মনুষ্যৈঃ,
ধার্ষ্ট্যেন পুংভিঃ প্রমদা নিরস্তাঃ
গুণাধিকাস্তা মনুনাত্র চোক্তং।

জায়া বা স্যাৎ জনিত্রী বা সম্ভবঃ স্ত্রীকৃতোনৃণাং।
হে কৃতঘ্নাস্তয়োনিন্দাং কুর্ব্বতাং বা কুতঃ শুভং॥

অর্থাৎ "যাহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রমণীগণের গুণের কথা পরিত্যাগ করে, এবং তাঁহাদের দোষ বর্ণনা করে, আমার মতে তাহারা দুর্জ্জন; এবং তাহাদের বাক্যগুলি সদ্ভাবপ্রণোদিত নহে। সত্য বল দেখি, নারীতে এমন কি দোষ আছে, যাহা পুরুষে নাই? পুরুষের শঠতাতেই নারীগণ বিনষ্ট হয়। নারীগণের মধ্যে যে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক, ইহা মনু বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীগণ আমাদের জায়া ও মাতা। তাঁহাদের হইতেই সমস্ত মনুষ্যের উৎপত্তি। যাহারা এতদুভয়ের নিন্দা করে তাহারা নিশ্চয়ই কৃতঘ্ন; এবং ঐ কৃতঘ্নদের অমঙ্গল অনিবার্য্য। ফলতঃ নরনারী উভয়ের মধ্যেই দোষগুণ বিদ্যমান আছে। শাস্ত্রকারগণ এতদুভয়েরই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"দোষগুলির উৎপাটন ও গুণগুলির পরিপোষণ কর।" রোগ না জানিলে ঔষধের ব্যবস্থা হয় না। সেইরূপ দোষগুলি না জানা থাকিলে উহাদের সংশোধন হয় না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

শ্রম (ক্লান্তিবোধ), গ্লানি (গা মাটী মাটী করা), পিপাসা, দুর্ব্বলতা হেতু সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, শুক্রশোণিতশ্রাব বন্ধ হওয়া, প্রভৃতি গর্ভধারণের প্রথম লক্ষণ। কিছুকাল পরে গর্ভিণীতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।

"স্তনয়োর্মুখ কার্ষ্ণ্যংস্যাৎ রোমরাজ্যুদ্গম তথা।
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ॥
ছর্দ্দয়েৎ পথ্যভুক্ চাপি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনং চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে॥"

সুশ্রুত।

অর্থাৎ গর্ভিণীর লক্ষণ এই :—

"তাঁহার স্তনদ্বয়ের মুখ বা অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এবং তাঁহার পাদদ্বয়ে রোমরাজীর উদ্গম হইবে; তাঁহার চোখের পাতা প্রায়ই নিমীলিত থাকিবে, ভাল জিনিস খাইলেও তাঁহার বমি হইবে। ভালগন্ধ সুঁকিলেও তাঁহার পীড়া হইবে। তিনি সর্ব্বদা উপবেশন করিয়া থাকিবেন।...গর্ভলক্ষণ সমস্ত প্রকটিত হইলে গর্ভিণী সযত্নে গর্ভ পোষণ করিবেন। যথা :—

"গর্ভিণী প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি নিত্যং প্রহৃষ্টাশুচিরলঙ্কৃতা শুক্লবসনাশান্তিমঙ্গলদেবতাব্রাহ্মণগুরুপরাচ ভবেৎ। মলিনবিকৃত-

হীনগাত্রাণি ন স্পৃশেৎ। দুর্গন্ধ দুর্দ্দর্শনানি পরিহরেৎ। উদ্বেজনীয়াশ্চ কথাঃ (পরিহরেৎ)। শুষ্কং পর্য্যুষিতং কুথিতং ক্লিন্নং চান্নং নোপভুঞ্জীত। বহির্নিষ্ক্রমণং শূন্যাগারচৈত্যশ্মশানবৃক্ষাশ্রয়ান্ ক্রোধভয়সঙ্করাংশ্চ, ভারান্, উচ্চৈর্ভাষ্যাদিকং পরিহরেৎ যানি চ গর্ভং ব্যাপাদয়ন্তি। নচাভীক্ষ্ণং তৈলাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনি নিষেবেত। ন চায়াসয়েৎ শরীরং। শয়নাসনং মৃদ্বাস্তরণং নাত্যুচ্চং অপাশ্রয়োপেতং অসংবাধং বিদধ্যাৎ হৃদ্যং দ্রবং মধুপ্রায়ং স্নিগ্ধং দীপনীয়সংস্কৃতঞ্চ ভোজনং ভোজয়েৎ সামান্যং, এতদাপ্রসবাৎ।”

সুশ্রুত।

অর্থাৎ “গর্ভিণী প্রথম দিবস হইতেই হৃষ্টা, শুচি, অলঙ্কৃতা, শুভ্রবসনা হইয়া থাকিবেন। শান্তিস্বস্ত্যয়ন, মঙ্গলাচার, দেব দ্বিজ গুরু প্রভৃতির পূজায় তিনি নিযুক্ত থাকিবেন। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি মলিন, বিকৃত ও হীনাঙ্গ তিনি তাহা স্পর্শ করিবেন না। যে সকল বস্তু দুর্গন্ধ, বা দেখিতে কদাকার তাহা তিনি বর্জ্জন করিবেন। যে সকল কথায় চিত্তের উদ্বেগ জন্মে, তাহাও তিনি পরিবর্জ্জন করিবেন। তিনি শুষ্ক, বাসি, পোকাপড়া, মলিন অন্ন ভোজন করিবেন না। তিনি গৃহের বাহির হইবেন না। তিনি পোড়ো ঘর পথিপার্শ্বস্থ বা শ্মশান নিকটস্থিত বৃক্ষতল আশ্রয় করিবেন না; যাহাতে মনে ক্রোধ বা ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা তিনি পরিত্যাগ করিবেন। তিনি কোনরূপ ভার বহন করিবেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না। যাহাতে গর্ভনাশ হয় এরূপ কোন কার্য্য করিবেন না। অধিক করিয়া তৈল, সাবান বা

চন্দনাদি মাখিবেন না। শরীরকে ক্লান্ত করিবেন না, শয্যার উপর কোমল আস্তরণ (বিছানার চাদর ইত্যাদি) বিছাইবেন। অতি উচ্চ শয্যা করিবেন না। যাহাতে শয্যায় কোনরূপ পীড়া না হয় তাহাই করিবেন। মনোহর দ্রব্য, মধুপ্রায়, স্নিগ্ধ, দীপদ্বারা সংস্কৃত সামান্য ভোজনমাত্র করিবেন। প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করিবেন।”

অপিচ “তদা প্রভৃত্যেব ব্যায়ামং ব্যবায়ং অপতর্পণং অতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানারোহণং ভয়ং উৎকটাসনং চৈকান্ততঃ স্নেহাদিক্রিয়াং শোণিতমোক্ষণং চাকালে বেগবিধারণং ন সেবেত।” সুশ্রুত।

অর্থাৎ “গর্ভ হইলে ব্যায়াম, মৈথুন, লঙ্ঘণ, বলপূর্ব্বক কোন বস্তু আকর্ষণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, পালকী, গাড়ী প্রভৃতি আরোহণ, ভয়, কঠিন আসন, অধিক তৈল মাখা, শোণিতমোক্ষণ (blood-letting) শৌচ প্রস্রাবের বেগধারণ করা কর্ত্তব্য নহে।”

গর্ভিণী যাহা যাহা ইচ্ছা করেন তাহা পরিপূরণ করা কর্ত্তব্য। যথা—দৌহৃদবিমাননাৎ কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষং অনক্ষং বা নারী সুতং জনয়তি। তস্মাৎ সা যদ্ যদ্ ইচ্ছেৎ তৎ তস্যৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষং পুত্রং জনয়তি।” সুশ্রুত।

গর্ভিণীর সাধ পূরণ না করিলে কুব্জ, বিকৃতহস্ত (কুঁপো) খোঁড়া, জড় (নির্ব্বুদ্ধি idiot) বামন, টেরা বা অন্ধ পুত্র জন্মে। অতএব গর্ভিণী যাহা ইচ্ছা করিবেন তত্তাবৎ তাঁহাকে দেওয়াইবে। সাধ পূর্ণ হইলে বীর্য্যবান্ ও দীর্ঘায়ু পুত্র জন্মে।

বাভটেও লিখিত আছে :—

"নবনীত ঘৃতক্ষীরৈঃ সদা চৈনাং উপাচরেৎ।
অতিব্যবায়মায়াসং ভারং প্রাবরণং গুরু॥
অকাল জাগরস্বপ্নকঠিনোৎকটকাসনং।
শোকক্রোধভয়োদ্বেগবেগশ্রদ্ধাবিধারণং।
উপবাসাধ্বতীক্ষ্ণোষ্ণগুরুবিষ্টম্ভি ভোজনং।
রক্তং নিরশনং শুভ্রকূপেক্ষাং মদ্যমামিষং।
উত্তানশয়নং যচ্চ স্ত্রিয়োনেচ্ছন্তি তৎ ত্যজেৎ॥"

অর্থাৎ "গর্ভিণীকে সর্ব্বদা নবনীত, ঘৃত ও ক্ষীর ভোজন করাইবে। অতি মৈথুন, শ্রমজনক কার্য্য, ভারবহন, মোটা উত্তরীয়, অকালে জাগরণ, অকালনিদ্রা, কঠিন ও উৎকট (কষ্টকর) আসন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, বেগবিধারণ (শৌচ প্রস্রাবাদির বেগধারণ), যাহাতে চিত্তপ্রসাদ জন্মে তাহা হইতে বিরত হওয়া, উপবাস, পথহাঁটা, উষ্ণ অথবা গুরুপাক অথবা যাহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ হয় এরূপ দ্রব্য আহার, রক্তবস্ত্র পরিধান, নিরশন, শুভ্রকূপাদির দর্শন, মদ্য, মাংস, চিৎ হইয়া শয়ন, এবং যাহা স্ত্রী ইচ্ছা করেন না এরূপ বস্তু বর্জ্জনীয়।"

অত্রেয় বলিয়াছেন :—

"বর্জ্জয়েৎ বিদলান্নানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
অম্লানি চোষ্ণক্ষীরাণি গুর্ব্বিণীনাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
মৃত্তিকাভক্ষণীয়ান নচ শূরণকন্দকাঃ।
রসোনশ্চ পলাণ্ডুশ্চ সন্ত্যাজ্যো গুর্ব্বিণীস্ত্রিয়া॥

শূরণানি প্রদেয়ানি গৌল্যানি সরসানিচ।
পথ্যে হিতানি চৈতানি গুর্ব্বিণীনাং সদা ভিষক্॥
ব্যায়ামং মৈথুনং রোষং শৌর্য্যং চক্রমণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ গুর্ব্বিণীনাঞ্চ জায়ন্তে সুখসম্পাদঃ॥”

অর্থাৎ ‘ভালকলাই, লঙ্কা প্রভৃতি দাহকর দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, উষ্ণক্ষীর গর্ভিণীকে খাইতে দিবে না। মৃত্তিকা, ওল, মান ইত্যাদি, রশুন, পলাণ্ডু গর্ভিণী কদাপি ভক্ষণ করিবেন না। যে সমস্ত মূল মিষ্ট ও সরস (যথা শাঁক আলু, লাল আলু প্রভৃতি) তাহা গর্ভিণীর পক্ষে হিতকর। ব্যায়াম, মৈথুন, রোষ, বলপ্রকাশ, ভ্রমণ, গুর্ব্বিণী পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ আচরণ করিলে সুখসম্পদ বর্দ্ধিত হয়।

কশ্যপ বলিয়াছেন :—

“গর্ভিণী কুঞ্জরাশ্বাদি শৈলহর্ম্ম্যাদি রোহণং।
ব্যায়ামং শীঘ্রগমনং শকটারোহণং ত্যজেৎ॥
শোকং রক্তবিমোক্ষঞ্চ সাধ্বসং কুক্কুটাশনং।
ব্যবায়ঞ্চ দিবাস্বপ্নং রাত্রৌ জাগরণং ত্যজেৎ।”

অর্থাৎ গর্ভিণী হস্তী, অশ্ব, শৈল, হর্ম্ম্য প্রভৃতিতে আরোহণ করিবেন না। ব্যায়াম, শীঘ্রগমন, শকটারোহণ, শোক, রক্তমোক্ষণ, ভয়, কুক্কুটভক্ষণ, মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ গর্ভিণীর পক্ষে বর্জ্জনীয়।

কিন্তু গর্ভিণী হরিদ্রা, সিন্দুর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন না।

“হরিদ্রাং, কুঙ্কুমচৈব, সিন্দুরং কজ্জলং তথা।
কূর্পাসকঞ্চ তাম্বুলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভং॥

কেশসংস্কারকবরীকরকর্ণবিভূষণং।
ভর্ত্তুরায়ুষ্য নিচ্ছন্তী বর্জ্জয়েৎ গর্ভিণী নহি॥"

অর্থাৎ "হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল, কাঁচুলী, তাম্বূল, মঙ্গলসূচক আভরণ (যথা শঙ্খ, কড়, নোয়া), কেশসংস্কার (চুলবাঁধা) কবরী ভূষণ (খোঁপার ফুল) করভূষণ (বালা, অনন্ত) কর্ণভূষণ (মাকড়ি, কুণ্ডল), এই সমস্ত পতির দীর্ঘ জীবন কামনায় গর্ভিণী কখনও পরিত্যাগ করিবেন না।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বাপ্যষ্টমে গর্ভিণী যদা।
যাত্রা তথা বিবর্জ্জ্যা স্যাৎ আষাঢ়েতু বিশেষতঃ॥

অর্থাৎ চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে, বিশেষতঃ আষাঢ় মাসে গর্ভিণী কোথাও যাত্রা করিবেন না।

গর্ভিণী "ন রক্তানি বাসানি বিভৃয়াৎ, ন মদকরাণি চাশ্নাৎ ; ন অভ্যবহরেৎ ; ন যানং অধিরোহেৎ ; ন মাংসং অশ্নীয়াৎ ; সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রতিকূলাংশ্চ ভাবন্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" চরক।

অর্থাৎ গর্ভিণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিবেন না ; তিনি মাদক দ্রব্য সেবন করিবেন না ; তিনি অতি ভোজন করিবেন না ; যানারোহণ করিবেন না ; মাংস ভোজন করিবেন না ; যাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের পীড়া হয়, তিনি এরূপ কার্য্য করিবেন না।

গর্ভিণীর পতির পক্ষে নিম্নলিখিত কয়টী কার্য্য নিষিদ্ধ :—

বপনং মৈথুনং তীর্থং বর্জ্জয়েৎ গর্ভিণী পতিঃ।
শ্রাদ্ধঞ্চ সপ্তমাৎ মাসাৎ ঊর্দ্ধং চান্যত্র বেদবিৎ॥ আশ্বলায়নঃ।

ক্ষৌরং শবানুগমনং নখকৃন্তনঞ্চ।
যুদ্ধাদিবাস্তুকরণং ত্বতিদূরযানং॥
উদ্বাহমৌপনয়নং জলধেশ্চ গাহং।
আয়ুঃ ক্ষয়ার্থমিতি গর্ভিণীকা পতীনাং॥

"মুহূর্ত্তদীপিকা"।

অর্থাৎ মস্তকমুণ্ডন, মৈথুন, তীর্থযাত্রা, সপ্তম বা তদূর্দ্ধমাসে শ্রাদ্ধাদি, শবানুগমন, নখকর্ত্তন, যুদ্ধক্ষেত্রে বা তন্নিকটে বাস, অতি দূর দেশে গমন, বিবাহ বা উপনয়নে যোগদান, ও সমুদ্রস্নান গর্ভিণীর পতির পক্ষে বর্জ্জনীয়।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে :—

"সন্ধ্যায়াং নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি।
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা॥
নোপস্করেষু পবিশেৎ মুষলোলুখলাদিষু।
জলে চ নাবগাহেৎ শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
বল্মীকায়াং ন তিষ্ঠেত নচোদ্বিগ্নমনাভবেৎ।
বিলিখেন্ন নখৈর্ভূমিং নাঙ্গারেণ ন চ ভস্মনা॥
ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেৎ ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ন তুষাঙ্গারভস্মাস্থিকপালেষু সমাবিশেৎ॥
বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকৈর্গাত্রভঙ্গং তথৈব চ।
ন মুক্তকেশা তিষ্ঠেত না শুচিঃ স্যাৎ কদাচন॥
ন শয়ীতোত্তরশিরা নচাপরশিরা কচিৎ।
ন বস্ত্রহীনা নোদ্বিগ্না নচার্দ্রাবরণা সতী॥
নামঙ্গল্যাং বদেৎ বাচং ন চ হাস্যাধিকা ভবেৎ।
কুর্য্যাত্তু গুরুশুশ্রূষাং নিত্যং মাঙ্গল্যতৎপরা॥

সর্ব্বৌষধীভিঃ কোষ্ণেণ বারিণা স্নানমাচরেৎ।
কৃতরক্ষা সুভূষা চ বাস্তুপূজনতৎপরা॥
তিষ্ঠেৎ প্রসন্নবদনা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।
ইতি বৃত্তা ভবেন্নারী বিশেষেণ তু গর্ভিণী।
যস্তু তস্যা ভবেৎ পুত্রঃ শীলায়ু র্বুদ্ধি সংযুতঃ।
অন্যথা গর্ভপতনমবাপ্নোতি ন সংশয়ং॥"

অর্থাৎ "গর্ভিণী সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবেন না। তিনি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইবেন না এবং বৃক্ষের তলা দিয়া পথ হাঁটিবেন না। তিনি আবর্জ্জনাময় স্থানে, মূষল, বা উলুখলে উপবেশন করিবেন না। তিনি অবগাহন করিয়া স্নান করিবেন না। তিনি পোঁড়ো ঘরে যাইবেন না। যেখানে উই বা পিপীলিকার ঢিপি তিনি সেখানে থাকিবেন না। তিনি মনে উদ্বেগকে স্থান দিবেন না। তিনি সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবেন না। তিনি নখ বা অঙ্গার বা ভস্ম দিয়া ভূমিতে কিছু লিখিবেন না। তিনি ব্যায়ামাদিও করিবেন না। যেখানে তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, অস্থি বা নরকপাল থাকে সেখানে তিনি উপবেশন করিবেন না। তিনি কাহারও সহিত কলহ করিবেন না; গা ভাঙ্গিবেন না; তিনি এলোচুলে থাকিবেন না। তিনি কোনরূপ অশুচি হইয়া থাকিবেন না; তিনি উত্তর বা দক্ষিণ দিকে শিওর করিয়া শুইবেন না; তিনি কখন উলঙ্গ বা ভিজা কাপড়ে থাকিবেন না। তিনি অমঙ্গল বাক্য কহিবেন না; তিনি অধিক হাস্য করিবেন না; তিনি সর্ব্বদা মঙ্গলাচারতৎপরা হইয়া গুরুজনের শুশ্রূষা করিবেন। তিনি

সর্ব্বৌষধি মাখিয়া ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবেন; এবং মন্ত্র কবচাদি দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া বাস্তু দেবতার পূজা করিবেন। তিনি সর্ব্বদা প্রসন্নবদনা হইয়া থাকিবেন এবং স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবেন। নারীগণ বিশেষতঃ গর্ভিণীগণ এইরূপ আচরণ করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের সুশীল ও দীর্ঘায়ু সন্তান জন্মিবে। অন্যরূপ আচরণে তাঁহার গর্ভ-পতনের সম্ভাবনা।"

নারীদিগের অধিকাংশ পীড়া ও অধিকাংশ নারীর অকালমৃত্যু গর্ভকালীন আপদ বিপদ হইতে সঙ্ঘটিত হয়। সুতরাং গর্ভিণীর প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদন গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। গর্ভিণীরও উচিত যে তিনি নিজের ও গর্ভস্থ শিশুর উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিধবার কর্ত্তব্য।

পরাশর বিধবাদের তিনটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; যথা পত্যন্তরগ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য, ও সহমরণ।

১। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে"। যদি পতি নিরুদ্দেশ হন, অথবা যদি পতির মৃত্যু হয়, অথবা যদি পতি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন, অথবা যদি তিনি ক্লীব বা পতিত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার আপদে নারীর পত্যন্তর গ্রহণ বিধেয়।

২। "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা সদ্‌ব্রহ্মচারিণঃ॥" অর্থাৎ পতির মৃত্যু হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি নিজ মৃত্যুর পর সদ্ ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।

৩। "তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানুষে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।" অর্থাৎ মনুষ্যের দেহে সাড়ে তিন কোটী রোম আছে। যে সতী সহমরণ করে, সে সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গসুখ ভোগ করে।

বিধবাদের এই তিনটী কল্পের মধ্যে তৃতীয় কল্পটী অর্থাৎ

সতীদাহ :রাজশাসন-অনুসারে রহিত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইটী কল্পের বিচার নিম্নে করা যাইতেছে।

১। বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ।

এ সম্বন্ধে প্রথমে শাস্ত্রীয় মীমাংসা কি তাহারই অনুসন্ধান করা যাইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রমেও বিধবা বিবাহের অনুকূলে "নষ্টেমৃতে" ভিন্ন অন্য মুখ্যবচনের উদ্ধার করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা—"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ" ॥ [মনু ৫। ১৫১]। "পানিগ্রাহস্যসাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা। পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং ॥ কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতুনামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু" [মনু ৫। ১৫৬-৭]। "ন চান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ, ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে। ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্কচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে ॥" [মনু ৫। ১৬২]। "সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ ॥" [মনু ৯। ৪৭]। "নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্কচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥" [মনু ৯। ৬৫]। [ন চ বিবাহবিধায়কশাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ বিধবায়াঃ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ—কুল্লূকটীকা] অর্থাৎ "পিতা, বা পিতার অনুমতি অনুসারে ভ্রাতা যাহাকে কন্যা দান করেন, কন্যা জীবিতকালপর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যা করিবেন এবং তাহার

মৃত্যুর পরেও তাহার বিপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি জীবিতই হউন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয়াচরণ করেন না। সাধ্বী স্ত্রী মৃতপতির সহিত পরকালে মিলিত হইবার বাসনা করেন এবং তজ্জন্য তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয়াচরণ করেন না; সুচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে সাধ্বী শুভ পুষ্প, শুভ ফল বা শুভ মূল ভক্ষণ করিয়া দেহকে ক্ষীণ করিবেন। পতি মৃত হইলে সাধ্বী স্ত্রী পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না। নিয়োগ অথবা বিবাহে বিধবার যে পুত্র হয় তাহা বিধবার নহে। কোন শাস্ত্রেই সাধ্বীর দ্বিতীয় পতির বিধান নাই। ভাগ একবার মাত্র বণ্টন হয়; কন্যা একবার মাত্র দান করা হয়; দাতা—"দান করিলাম" ইহা একবার মাত্র বলেন। পূর্ব্বোক্ত তিনটী কার্য্য এক এক বার মাত্র করা হয়। বিবাহের মন্ত্রে নিয়োগের বিধান কোথাও নাই; বিবাহবিধিতে বিধবার বিবাহ কোথাও দৃষ্ট হয় না।"

মনু ভিন্ন অন্য অন্য শাস্ত্রেও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে। ব্যাস বলিয়াছেন—'মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্য তদন্বারোহণং বা"—"পতির মৃত্যু হইলে বিধবা হয় সহগমন করিবে, নয় ব্রহ্মচর্য্য করিবে।" আদিপুরাণে "উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহঃ" অর্থাৎ বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্রতু বলিয়াছেন "দত্তা কন্যা ন দীয়তে।" যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গোতম প্রভৃতি সকলেই—"অনন্য পূর্ব্বিকা" ও "অস্পৃষ্ট মৈথুনার" কথাই লিখিয়াছেন। মহাভারতে সাবিত্রী বলিয়াছেন—''সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে “শাস্ত্রে কলিযুগে বিবাহের বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।” বিধি নিষেধের সমন্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন—“বিধি-গুলি সাধারণ বিধি (Rule) নিষেধগুলি প্রতিপ্রসব (Exception) এই মীমাংসা সমীচীন নহে। “পতির মৃত্যু হইলে বিধবা বিবাহ করিবে না”—ইহা যদি সাধারণ বিধি বা (Rule) হয়, “তবে পতির মৃত্যু হইলে বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবে” ইহা কিরূপে বিশেষ বিধি (Exception) হইবে? “একাদশীতে উপবাস করিবে” ইহা যদি সাধারণ বিধি হয় তবে “একাদশীতে উপবাস করিবে না” ইহা কখন বিশেষ বিধি হইতে পারে না। ফলতঃ পতির মৃত্যু হইলে বিধবাকে অন্য পুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে নাই; সে স্থলে বিধবার বিবাহ কখনই শাস্ত্রীয় নহে। মৃত্যু হইলেও যদি বিবাহ না রহিল তবে ক্লীবত্ব প্রভৃতিতে বিবাহ কিরূপে শাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে? বিধবাবিবাহের অনুকূলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর দুইটী গৌণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন:—তাহাতে একটীতে “ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ” এবং অন্যটীতে “দত্তামপি হরেৎ কন্যাং”আছে। এস্থলে “ঊঢ়া”ও ‘দত্তা’ অর্থে যাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। ঊঢ়া অর্থে অঙ্গীকৃতও বুঝায়। আমরা পূর্ব্বে বিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধতা-নামক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে বাগ্‌দান বা সম্প্রদানের পর বিবাহ ফিরিতে পারে। কিন্তু সপ্তপদী হইয়া গেলে বিবাহ আর ফিরে না। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসা ঠিক হয় নাই।

তবে "নষ্টেমৃতে"র অর্থ কি? ইহা স্ত্রীদিগের আপদ্ধর্ম্ম। "পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং।" আপদ অর্থে মেধাতিথি লিখিয়াছেন—"আপদ্ জীবনস্থিতিহেতুভূতভোজনাচ্ছাদনাভাবঃ সন্তানবিচ্ছেদশ্চ" মনুসংহিতা ৯।৫৬র টীকা—বঙ্গবাসী Edition—৪৫৩ পৃঃ। অর্থাৎ আপদ্ অর্থে জীবনরক্ষার উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব এবং সন্তানাভাব। কুল্লূকভট্টও বলিয়াছেন "স্ত্রীণাং সন্তানাভাবে"। যদি স্ত্রী নিরপত্যা হয় এবং যদি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় না থাকে, তবে সে অন্য পতি করিতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে পাচিকা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করে, অথবা যদি কেহ তাহাকে স্ত্রীর ন্যায় রাখে, তবে সে ঐরূপে জীবনযাপন করিলে তাহার পাতক হয় না। মেধাতিথি বলিয়াছেন—"তত্র কেচিদাহুঃ প্রকরণাৎ অগর্হিতৈর্জীবেৎ। তৎ অযুক্তং। প্রাগস্মাৎ কালাৎ অগর্হিতৈরিতীয়ং কিং ম্রিয়তাং। নহি অস্যা আত্মত্যাগ ইষ্যতে পুংস ইব প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ প্রাগপ্যস্মাৎ প্রতীক্ষণ-বিধেরগর্হিতৈঃ শিল্পৈরজীবন্তী গর্হিতৈর্জীবেৎ। অন্যে ব্যভিচার মিচ্ছন্তি তথাচ স্মৃত্যন্তরে "নষ্টেমৃতেচ"। অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন আপৎকালে স্ত্রী অনিন্দিত উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। ইহা অযুক্ত। স্বামী মৃত, পতিত, ক্লীব, বা নিরুদ্দেশ হইলে অথবা পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিরূপিত কাল অপেক্ষা করিবার নিয়ম আছে। ঐ কাল পর্য্যন্ত অনিন্দিত উপায়ে জীবন ধারণ করিবে। কেননা তৎপরে যদি অনিন্দিত উপায়ে উহার জীবন-ধারণ না হয়, তবে কি স্ত্রী আত্মহত্যা করিবে। আত্মহত্যা স্ত্রী

ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। যতদিন প্রতীক্ষা করা উচিত তত দিন প্রতীক্ষা করিবে। এবং ঐ প্রতীক্ষাকালে অনিন্দিত উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। উচিত কাল প্রতীক্ষা করিবার পর যদি ঐ উপায়ে জীবন ধারণ না হয়, তবে গর্হিত উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। কেহ কেহ ব্যভিচারের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। কোন কোন স্মৃতিতে "নষ্টে মৃতে" এই বচনে অন্য পতির ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।" "কিন্তু মেধাতিথি এইরূপ ব্যভিচারের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন—"নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌপ্রেতে পরস্যতু।" "মৃতে ভর্ত্তরি নাস্তি ব্যভিচারঃ, কিমঙ্গপ্রোষিতে; পতিশব্দো হি পালনকর্ত্তানিমিত্তকঃ যথা গ্রামপতিঃ, সেনাপতিঃ ইতি অতশ্চৈষা অবাধেন ভর্ত্তৃপরতন্ত্রাস্যাৎ।" পতির মৃত্যু হইলে পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না। অতএব যদি পতি মরিলেও ব্যভিচার না থাকে তবে ক্লীব, পতিত, প্রব্রজিত প্রভৃতিতে অন্য পতি বা ব্যভিচারের বিধান কিরূপে হইবে? পতি অর্থে পালনকর্ত্তা বুঝিতে হইবে। যথা গ্রামপতি, সেনাপতি প্রভৃতি। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে পত্নী অবাধে পতির বশ্যা হইয়া থাকিবে।

যিনি এইরূপ আপদ্ধর্ম্মে অন্য পতি গ্রহণ করিবেন তিনি পুনর্ভূ বা স্বৈরিণী বলিয়া গণ্য হইবেন। দেশধর্ম্মানুসারে ব্যভিচারিণীকে তাহার গুরুজনেরা অন্যকে দান করিতেন। এবং এইরূপ দেশধর্ম্মানুসারে গুরুজনেরা বিধবাকে ও অন্যে দান করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রকার বিবাহ নিন্দনীয় ও ইতর জাতি

ব্যতীত অন্য কেহই এরূপ বিবাহ করিতেন না। কাশ্যপ বলিয়াছেন—"সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যাঃ বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ"। পুনর্ভূ কন্যা সাত প্রকার—যথা অক্ষতযোনি বিধবা; ব্যভিচারিণী বিধবা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই বর্জ্জনীয়। ইহাদিগকে যে বিবাহ করে সে ইতর কুলে পরিগণিত হয়। এইরূপ বিবাহে কুল-নাশও হয়—"দহন্তি কুলমগ্নিবৎ।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচীনকাল হইতে বিধবাবিবাহের একটি-মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেটী নাগকন্যা। সেও আবার "কামবশানুগা" ছিল। অবশ্য রাক্ষস, বানর, নাগ প্রভৃতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। এখনও উড়িষ্যাতে ইতর জাতির মধ্যে ঐরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও হিন্দুর মধ্যে নিকা প্রচলিত আছে। জেলে, মালা, বাগদী, কেউট প্রভৃতির মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি কখনই বিধবাবিবাহ দ্বারা নিজ নিজ পবিত্র ও প্রধান বংশ কলুষিত করিবেন না।

২। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।

বিধবার জীবন অতি পবিত্র। এই পাপপঙ্কিল সংসারে বাস করিয়াও বিধবা স্বর্গের দেবতা। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেন। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রচেতাঃ বলিয়াছেন—

তাম্বুলাভ্যঞ্জনং চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনং।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

একাহারঃ সদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ॥

অর্থাৎ তাম্বুল, তৈলাদি অঙ্গরাগসম্পাদক দ্রব্য, কাংস্যপাত্রে ভোজন, বিধবা, যতী ও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ; বিধবা প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন করিবেন, কদাপি দ্বিতীয়বার করিবেন না। যে বিধবা পর্য্যঙ্কে শয়ন করে তাহার পতির অধোগতি হয়। বিধবা কখন গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবেন না, তিনি প্রত্যহ কুশ তিল জল দ্বারা মৃত স্বামীর তর্পণ করিবেন (পুত্র পৌত্রাদি অভাবে)।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণী পতিহীনা যা ভবেৎ নিষ্কামিনী সদা।
একভক্তা দিনান্তে সা হবিষ্যান্নরতা সদা॥
ন ধত্তে দিব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যং সতৈলকং।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খসিন্দুর ভূষণং॥
ত্যক্ত্বা মলিনবস্ত্রা স্যাৎ নিত্যং নারায়ণং স্মরেৎ।
নারায়ণস্য সেবাঞ্চ কুরুতে নিত্যমেব চ॥
তন্নামোচ্চারণং শশ্বৎ কুরুতেঽনন্যভক্তিতঃ।
পুত্রতুল্যঞ্চ পুরুষং সদা পশ্যতি ধর্ম্মতঃ॥
মিষ্টান্নং ন চ ভুঙ্‌ক্তে সা ন কুর্য্যাৎ বিভবং ব্রজং।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিনে॥
শ্রীরামস্য নবম্যাঞ্চ শিবরাত্রৌ পবিত্রয়া।
অঘোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগয়োঃ॥

ভ্রষ্টদ্রব্যং পরিত্যজ্যং ভুঞ্জ্যতে পয়মেব চ।
তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসং সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতং॥
রক্তশাকং মসূরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেব চ।
অলাবু বর্ত্তুলাকারা বর্জ্জনীয়া চ তৈরপি॥
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
যানামারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ॥
ন কুর্য্যাৎ কেশসংস্কারং গাত্রসংস্কারমেব চ।
কেশাবলী জটারূপা তৎ ক্ষৌরং তীর্থকং বিনা॥
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত নহি পশ্যতি দর্পণং।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রাং নৃত্যং মহোৎসবং।
নর্ত্তকং গায়কঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং শুভং॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা ভোগবিলাসের প্রতি সর্ব্বদা নিঃস্পৃহ হইবেন। তিনি প্রত্যহ দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিবেন, এবং ঐ সময়ে কেবল হবিষ্যান্ন মাত্র খাইবেন। তিনি দিব্য বস্ত্র, বা গন্ধদ্রব্য, বা সুতৈল, বা মালা, বা চন্দন, বা শঙ্খ, বা সিন্দূর, বা অন্য অলঙ্কার ব্যবহার করিবেন না। তিনি বাসনা ত্যাগ করিবেন, তিনি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবেন এবং সর্ব্বদা নারায়ণ স্মরণ ও নারায়ণ সেবা করিবেন। তিনি সর্ব্বদা অনন্যমনে নারায়ণের নামোচ্চারণ করিবেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া অন্য পুরুষকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। তিনি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিবেন না। কোথাও যাইতে হইলে সম্পত্তিশালীর ন্যায় গমন করিবেন না (অর্থাৎ দীনভাবে সর্ব্বত্র গমন করিবেন)।

একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী ও শিবরাত্রিতে তিনি উপবাস করিয়া থাকিবেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে, প্রেতপক্ষে ও চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণের দিনে তিনি ভ্রষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ খাইবেন। বিধবা, যতী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে তাম্বুল গোমাংস ও সুরাতুল্য, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। নটে বা লাল শাক, মসূর ডাল, লেবু, পান, ও গোল লাউ বিধবাদের পক্ষে বর্জ্জনীয়। যে নারী বিধবা হইয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, তাহার স্বামী অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যানে আরোহণ করিলে বিধবাকে নরকে গমন করিতে হয়। বিধবা কেশ বা গাত্র সংস্কার করিবেন না। তিনি কেশকে জটার আকারে বিলম্বিত করিবেন। এবং তীর্থস্থান ব্যতিরেকে অন্য কোথাও কেশ মুণ্ডন করিবেন না। তিনি তৈল মাখিবেন না, দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দেখিবেন না। তিনি পরপুরুষের মুখ দেখিবেন না, তিনি যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নর্ত্তক, গায়ক বা সুবেশ সুন্দর পুরুষের প্রতি নয়নপাত করিবেন না। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে :—

অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কদাচন।
তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ ॥
তদ্বৈগুণ্যাদপি স্বর্গাৎ পতিঃ পততি নান্যথা।
তস্যাঃ পিতা চ মাতা চ ভ্রাতৃবর্গস্তথৈব চ ॥
পত্যৌ মৃতে চ যা যোষিৎ বৈধব্যং পালয়তে ক্বচিৎ।
সা পুনঃ প্রাপ্য ভর্ত্তারং স্বর্গভোগান্ সমশ্নুতে ॥
বিধবাকবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে।
শিরসো বপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা ॥

একাহারঃ সদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রতমথাপি বা।
মাসোপবাসং কুর্য্যাদ্বা চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা॥
যবান্নৈর্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং ব্রজেৎ॥
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
তস্মাৎ ভূশয়নং কার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া॥
নৈবাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং স্ত্রিয়া বিধবয়া ক্বচিৎ।
গন্ধ দ্রব্যস্য সম্ভোগেনৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ॥
প্রত্যহং তর্পণং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নাম গোত্রাদি পূর্ব্বকং॥
বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্যথা।
পতিমেব সদা ধ্যায়েৎ বিষ্ণুরূপধরং পরং॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চ পত্যুঃ সমীহিতং।
তত্তৎ গুণবতে দেয়ং পত্যুঃ প্রীণনকাঙ্ক্ষয়া॥
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মাংশ্চরেৎ।
স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ॥
সংস্নাপ্য শাম্ভবং লিঙ্গং পূজয়েদ্ দৃঢ়ভক্তিতঃ।
কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতিভির্গর্ভাগারে প্রধূপনৈঃ॥
তুলবর্ত্তিপ্রদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা।
ভর্ত্তৃস্বরূপো ভগবান্ প্রীয়তামিতি চোচ্চরেৎ।
নাধিরোহেদনড্বাহং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
কঞ্চুকং ন পরীদধ্যাৎ বাসো ন বিকৃতং বসেৎ।
অপৃষ্টা তু সুতান্ কিঞ্চিৎ ন কুর্য্যাৎ ভর্ত্তৃতৎপরা॥

অর্থাৎ যদি কোন কারণ বশতঃ বিধবা স্বামীর অনুগমন না করেন তবে তিনি নিজ চরিত্র বিশেষ রূপে রক্ষা করিবেন। চরিত্র রক্ষা না করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়। চরিত্র রক্ষা না করিলে বিধবার পতি স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হন। বিধবার ভ্রাতা পিতা ও মাতা ঐ কারণে স্বর্গভ্রষ্ট হন। কিন্তু বিধবা চরিত্র রক্ষা করিলে ইঁহাদের কাহারও অধোগতি হয় না। যদি পতির মৃত্যুর পর বিধবা বৈধব্য পালন করেন, তাহা হইলে তিনি জীবনান্তে পতির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া স্বর্গসুখের অধিকারিণী হন। যে বিধবা চুল বাঁধেন, তাঁহার পতি ঐ কবরী বন্ধনের দ্বারা সংসারপাশে আবদ্ধ হন। সেই জন্য বিধবা সর্ব্বদা কেশ মুণ্ডন করিবেন। বিধবা প্রত্যহ একবার মাত্র আহার করিবেন, কদাচ দুইবার আহার করিবেন না। তিনি ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, পক্ষব্রত, মাসব্রত, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত পালন করিবেন। তিনি কখনও বা যবান্ন, কখনও বা শুদ্ধ ফলাহার, শাক, জল প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন। কিন্তু তিনি কদাপি আত্মহত্যা করিবেন না। পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে বিধবার পতির অধোগতি হয়। এজন্য পতির সদ্গতি ইচ্ছায় বিধবা ভূতলে শয়ন করিবেন। বিধবা কদাপি গাত্র মার্জ্জন করিবেন না। তিনি কদাপি অঙ্গে গন্ধ দ্রব্য বিলেপন করিবেন না। তিনি প্রত্যহ পতি, পতির পিতা, ও পতির পিতামহের, কুশ, তিল ও জল দ্বারা, তাঁহাদের গোত্র ও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিবেন। তিনি বিষ্ণুতে পতিভাবে প্রত্যহ পূজা করিবেন। (অর্থাৎ তিনি মনে করিবেন যে তাঁহার

পতি বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং বিষ্ণুর পূজার দ্বারা তিনি পতিরই পূজা করিতেছেন), বিষ্ণুকে পতি বলিয়া ভাবিয়া লইয়া তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুর ধ্যান করিবেন। ভাল ভাল দ্রব্য এবং যে সব দ্রব্য তাঁহার পতির প্রিয় ছিল, তিনি তৎ সমস্ত পতির প্রীতি-কামনায় গুণবান্ ব্যক্তিকে দান করিবেন। বৈশাখ, কার্ত্তিক, ও মাঘ মাসে তিনি স্নান, দান, তীর্থযাত্রা, বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন প্রভৃতি সৎকার্য্যের বিশেষরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি যথাবিধি ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা শিবপূজা করিবেন। এবং শিবপূজা-কালে বলিবেন—"হে ভগবন্ তুমি আমার ভর্ত্তৃরূপী, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" তিনি প্রাণ গেলেও বলদের গাড়ীতে উঠিবেন না। তিনি কদাপি কাঁচুলী ব্যবহার করিবেন না, ও রঙ্গিন কাপড় পরিবেন না। তিনি পুত্রকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা মৃত স্বামীর প্রতি তদ্গতচিত্তা হইয়া থাকিবেন।

কুল্লূকভট্ট ব্রহ্মচারিণীর অর্থ লিখিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা অকৃতপুরুষান্তরমৈথুনা।" মৈথুন অষ্ট প্রকার যথা—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥"

ব্রহ্মচারিণী বিধবা পরপুরুষকে মনে চিন্তা করিবেন না, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও সহিত আলাপ করিবেন না, তাঁহার সহিত কোনরূপ পরিহাস বা ক্রীড়াদি করিবেন না, তাঁহাকে দেখিবেন না, তাঁহার সহিত গোপনে বা গোপনীয় কথা কহিবেন না, মনে

মনে তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ ইচ্ছা করিবেন না, তাঁহার প্রতি চিত্তের একাগ্রতা করিবেন না, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন না। মৈথুন বর্জ্জন ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ।

এইরূপে বৃহদ্ধারীতে লিখিত আছে :—

কেশরঞ্জনতাম্বূলগন্ধপুষ্পাদিসেবনং।
ভূষিতং রঙ্গবস্ত্রঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনং॥
দ্বিবার ভোজনং চাক্ষোরঞ্জনং বর্জ্জয়েৎ সদা।
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়া॥
ন কল্ককুহকা সাধ্বী তন্দ্রালস্য বিবর্জ্জিতা।
সুনির্ম্মলা শুভাচারা নিত্যং সম্পূজয়েৎ হরিং॥
ক্ষিতিশায়ী ভবেদ্রাত্রৌ শুচৌদেশে কুশোত্তরে।
ধ্যানযোগপরা নিত্যং সতাং সঙ্গে ব্যবস্থিতা॥
তপশ্চরণসংযুক্তা যাবজ্জীবং সমাচরেৎ।
তাবত্তিষ্ঠেৎ নিরাহারা ভবেৎ যদি রজস্বলা॥"

অর্থাৎ "কেশসংস্কার, তাম্বুল, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, অলঙ্কার, ছোবান কাপড়, কাংস্যপাত্রে ভোজন, দুইবার ভোজন, ও কজ্জলাদি লেপন বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। বিধবা স্নান করিয়া সাদা কাপড় পরিয়া জিতক্রোধা ও জিতেন্দ্রিয়া হইয়া বাস করিবেন। তিনি কলহ, শাঠ্য, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পতির প্রতি তদ্গতচিত্তা হইয়া বাস করিবেন। তিনি নির্ম্মল ও শুদ্ধাচার-সম্পন্না হইয়া সর্ব্বদা হরির পূজা করিবেন। তিনি শুদ্ধস্থানে ভূমির উপর কুশ বিছাইয়া রাত্রিকালে তাহাতে শয়ন করিবেন। তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্না থাকিবেন এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবেন।

তিনি যাবজ্জীবন তপস্যা অবলম্বন করিবেন। রজস্বলা হইলে আহার বর্জ্জন করিবেন। মনুও বলিয়াছেন :—

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোক মভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতুনামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু॥
অনেকানি সহস্রানি কুমার ব্রহ্মচারিণাং।
দিবং গতানি বিপ্রাণাং অকৃত্বা কুলসন্ততিং॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

মনু ৫। ১৫৬।

অর্থাৎ পতি জীবিতই হউন বা মৃতই হউন সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করেন না। অর্থাৎ ব্যভিচার, বা শ্রাদ্ধাদির অবহেলা, তিনি কদাপি করেন না। যে এইরূপ পতির অপ্রিয় কার্য্য করে সে কখনই পতির সহিত পুনর্ম্মিলিত হয় না। বিধবা কেবল ফলমূলাদি আহার করিয়া আপন শরীরের ক্ষয়সাধন করিবেন। তিনি কদাপি অন্য পুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না। সহস্র সহস্র ব্রহ্মচারী কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া এবং দারাদি পরিগ্রহ না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সেইরূপ যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করেন তিনি অপুত্রবতী হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের বলেই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরদার ও ব্যভিচার।

পুরুষের পক্ষে পরদার ও নারীর পক্ষে ব্যভিচার তুল্যরূপে গর্হিত ও নিন্দনীয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই পরদার ও ব্যভিচারের নিন্দা ঘোষিত হইয়াছে—যথা—ব্যাস বলিয়াছেন ঃ—

"স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনং। অপবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলং গৃহে। পরদারান্ পরদ্রব্যং হরতে যো দিনে দিনে। সর্ব্বতীর্থাভিষেকেণ পাপং তস্য ন নশ্যতি।" অর্থাৎ "যিনি নিজ পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং যিনি পরদার হইতে বিরত থাকেন, এবং যাঁহার নামে কোনরূপ অপবাদ না উঠে, তিনি গৃহে বসিয়াই তীর্থযাত্রার ফল লাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য হরণ করে, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না।" মনু বলিয়াছেন—"নহীদৃশমনায়ুষ্য লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে। যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনং।" পরদারে পুরুষের যেরূপ আয়ুর্হ্রাস হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। মনু আরও বলিয়াছেন—"ব্যভিচারাৎ তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং; শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে।" স্বামী সত্ত্বে যে স্ত্রী ব্যভিচার করে সে ইহলোকে নিন্দিত হয়, এবং পরলোকেও সে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং নানাপ্রকার বীভৎস রোগের দ্বারা পীড়িত হয়। মহাভারতে লিখিত আছে :—"প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদার মথাপি

বা। ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। পরদারাভিহর্ত্তারঃ পরদারাভিমর্ষিণঃ। পরদার প্রযোক্তারস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ।” নিবৃত্তমধুমাংসেভ্যো পরদারেভ্য এব চ। নিবৃত্তাশ্চৈব মদ্যোভ্যস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ। অর্থাৎ “নরহত্যা চৌর্য্য ও পরদার এই তিনটি কায়িক পাপ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। যে পরস্ত্রী হরণ করে, যে পরস্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করে, যে পরস্ত্রীহরণে অন্যের সহায়তা করে, তাহারা সকলেই নরকগামী হয়; যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য ও পরদার হইতে নিবৃত্ত থাকেন তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। রামায়ণে লিখিত আছে “ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি। যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে রামঃ কৌশল্যায়াং মহাবলঃ। তামেব নৃপ নারীণাং অন্যাসামপি বর্ত্ততে।” মহাবল রামচন্দ্র পরস্ত্রী অবলোকন পর্য্যন্ত করেন না; তিনি কৌশল্যাকে যে চক্ষে দেখেন, পরস্ত্রীকেও সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের সাতটী লক্ষণ যথা—শৌর্য্য, মঙ্গল, অনসূয়া, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া। তন্মধ্যে অস্পৃহার অর্থ অত্রি এইরূপ করিয়াছেন :—“ন স্পৃহেৎ পরদারেষু সাস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা” অর্থাৎ কদাপি পরদারে স্পৃহা করিবে না। পরদারে স্পৃহা না করার নামই অস্পৃহা। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—“পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য চ। অরণ্যে নির্জ্জলে দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ”। যে পরস্ত্রী বা ব্রহ্মস্ব হরণ করে সে নির্জ্জল দেশে ও নিবিড় কাননে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া বাস করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে :— “কোধর্ম্মো কো যশস্তেষাং কা প্রতিষ্ঠা চ কিন্তপঃ। কিং

বুদ্ধির্বিদ্যাজ্ঞানঞ্চ পরস্ত্রীষু চ যন্মনঃ। ইহাপ্যপযশোদুঃখং নরকেষু পরত্রচ। বাসঃ প্রহারস্তেষাঞ্চ তাড়নৈঃ কৃমিভক্ষণৈঃ। দুঃখবীজং সুখং মত্বা মূঢ়াশ্চ দৈব দোষতঃ। পরস্ত্রী সেবনং প্রীত্যা কুর্ব্বন্তি সততং মুদা। উত্তমা মৎপদাম্ভোজং মৎকর্ম্ম মধ্যমাঃ সদা। স্মরন্তি শশ্বদধমাঃ পরস্ত্রী সেবন মুদা। বিপত্তিঃ সততং তস্য পরবস্তুষু যন্মনঃ। বিশেষতঃ পরস্ত্রীষু সুবর্ণেষু চ ভূমিষু" অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে অভিলাষ করে, তাহার ধর্ম্মই বা কি, যশঃই বা কি, ব্রতচর্য্যাই বা কি, তপস্যাই বা কি, বুদ্ধিই বা কি, বিদ্যাই বা কি, এবং জ্ঞানই বা কি? অর্থাৎ তাহার এতৎ সমস্তই নিষ্ফল। পরদাররত ব্যক্তি ইহকালে অপযশ প্রাপ্ত হয়। এবং পরকালে তাহাকে নরকবাস, যমদূত কর্ত্তৃক তাড়না ও প্রহার এবং কৃমি ভক্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয়। পরদার দুঃখহেতু। কিন্তু মূর্খেরা ভাগ্যদোষে ইহাকে সুখহেতু বলিয়া মনে করিয়া ইহাতে নিমগ্ন হয়। উত্তম লোকে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করেন। মধ্যম লোকে সর্ব্বদা কৃষ্ণের লীলাদি স্মরণ করেন। এবং অধম লোকে কেবল পরস্ত্রী চিন্তায় জীবন যাপন করে। যে পরদ্রব্যে, পরের স্ত্রীতে, পরের ভূমিতে ও পরের স্বর্ণে অভিলাষ করে, পদে পদে তাহার বিপদ ঘটে।"

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রতি প্রথম প্রথম লঘুদণ্ডের বিধি ছিল। ঐরূপ দণ্ডে যাহার চরিত্র সংশোধন না হইত, তাহার পক্ষে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং। পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসয়েৎ

ব্যভিচারিণীং।" অর্থাৎ—"ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্ত্রীধন সমস্ত কাড়িয়া লইবে। এবং তাহাকে মলিন বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে। তাহার জীবন রক্ষার জন্য তাহাকে পিণ্ডমাত্র অন্ন ভক্ষণ করিতে দিবে। তাহাকে সর্ব্বদা ধিক্কার ও তিরস্কার করিবে। তাহাকে মৃত্তিকাতে শয়ন করিতে দিবে। এবং তাহাকে নিজ গৃহের এক স্থানে বাস করিতে দিবে।" ব্যভিচারিণী স্ত্রীদিগকে ["বাসো গৃহান্তিকে দেয়ঃ অন্নং বাসঃ সংরক্ষণং"] "গৃহের সমীপে বাস করিতে দিবে, তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিবে; এবং তাহাদিগকে পুরুষান্তর সংসর্গ হইতে রক্ষা করিবে। নারদ বলিয়াছেন "ব্যভিচারে স্ত্রিয়া মৌণ্ডমধঃ শয়নমেব চ কদন্নঞ্চ কুবাসশ্চ কর্ম্মচাবস্করোঝনং।" অর্থাৎ ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিবে। এবং তাহাকে মৃত্তিকাতে শয়ন করিতে দিবে; উহাকে কদন্ন ভক্ষণ করিতে দিবে, উহাকে কুবাস পরিতে দিবে, এবং উহাকে কুস্থান ও কুদ্রব্য পরিষ্কার করিতে দিবে; ব্যভিচারিণীকে ত্যাগ করার অর্থ ছিল যে তাহাকে সম্ভোগ করিবে না এবং তাহাকে কোনরূপ ধর্ম্ম কার্য্য করিতে দিবে না। "ত্যাগশ্চ উপভোগধর্ম্মকার্য্যয়োঃ নতু নিষ্কাশনং গৃহাৎ তস্যাঃ।" প্রথম প্রথম এইরূপ করিয়া ব্যভিচারিণীকে চরিত্র সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিবে। কিন্তু তাহাতেও যদি তাহার মতিগতির পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবে। যথা "কুলটাং কামচারেণ গর্ভঘ্নীং ভর্ত্তৃহিংসিকাং। নিকৃত্তকর্ণনাসোষ্ঠং কৃত্বা নারীং প্রবাসয়েৎ।" যে নারী কামাকাঙ্ক্ষায় পরপুরুষে রত হইয়া

নিজ গর্ভ নাশ করে বা স্বামীর হিংসা করে তাহার নাক, কাণ ও ওষ্ঠ কাটিয়া তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে।

পরদারের জন্য অপেক্ষাকৃত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যথা—মহাভারতে "পুমাংসমুন্নয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শয়নে তপ্ত আয়সে। অপ্যাদধীত দারুণি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ।" "পরদার করিলে পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করাইয়া পোড়াইয়া মারিবে।" অপিচ "যো গচ্ছেৎ পরদারাংস্তু বলাৎ কামাচ্চ বা নর। সর্ব্বস্বং হরণং কৃত্বা লিঙ্গচ্ছেদঞ্চ দাপয়েৎ।" বৃহৎ হারীত।

মনু বলিয়াছেন—"উদ্বেজক করৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ"। লম্পটকে রাজা কষ্টকর দণ্ড দিবেন, তাহার কপালে দগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা কোনরূপ চিহ্ন করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিবেন।

ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে ব্যভিচারিণীর দণ্ড লঘু ছিল। কিন্তু পরদার রত লম্পটের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বর্ত্তমান সময়েও ব্যভিচারিণীর কোন দণ্ড হয় না; কিন্তু পারদারিকের ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ফলতঃ এইরূপই হওয়া উচিত। রাজদণ্ড আমাদের দেশের রমণীর পক্ষে অতীব অনুপযোগী। সমাজশাসন, লোকনিন্দা, ধর্ম্মভয়, ঈশ্বরভীতি, প্রভৃতি দ্বারাই আমাদের স্ত্রীলোকগণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে রাজদণ্ডের অধীন করা অন্যায়।

সমাপ্ত।